উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৭,০৪৪.২৯ (+৩০৯.৪০)

নিফটি : ২৩,৪৩৭.২০ (+১০৮.৬৫)

শুল্ক বেড়ে ২৪৫ শতাংশ

চিনের সঙ্গে শুল্ক-যুদ্ধকে বেনজির পর্যায়ে নিয়ে গেল আমেরিকা। বুধবার মার্কিন সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়েছে, চিনা পণ্যের ওপর শুল্কের হার ২৪৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে ট্রাম্প সরকার।

▸▸ ৭

দিল্লিতে ধর্না

লক্ষ্য একটাই, চাকরি ফেরত চাই। এই দাবিতে এবার রাজধানী দিল্লিতে গিয়ে যন্তরমন্তরে একদিনের ধর্নায় বসলেন সদ্য চাকরিহারা ৬৭ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী।

▸▸ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩২°	২২°	৩০°	২১°	৩০°	২১°	৩০°	২১°

হেরেও সেমিফাইনালে বার্সেলোনা

▸▸ ১১

৩ বৈশাখ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 17 April 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 327

অশান্তিতে দায়ী শাহি কোম্পানি, তোপ মমতার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : মোদি নয়, মমতার নিশানায় অমিত শা। মুর্শিদাবাদে অশান্তির জন্য প্রধানমন্ত্রীকে নয়, মুখ্যমন্ত্রী কাঠগড়ায় চড়ালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় রাজ্যের একাধিক জায়গায় গোলমালের পিছনে সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাত থাকার অভিযোগ তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'অমিত শা'র কোম্পানির হাত আছে এতে। আমি ওঁর নাম আগে নিইনি। কীসের আপনার এত তাড়াহুড়ো?'

এরপর পুরোপুরি কটাক্ষ শা'র দিকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনি তো প্রাইম মিনিস্টার হতে পারবেন না। আপনি দেশের সবথেকে বেশি ক্ষতি করেছেন। মুর্শিদাবাদে যা ঘটেছে, তা পরিকল্পিত। মোদিজি চলে গেলে আপনার কী হবে? আপনাকে তো হামাগুড়ি দিতে হবে।' প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে মমতার বক্তব্য, 'মোদিজিকে বলব, ওঁকে একটু কন্ট্রোল করুন। সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে দিয়েছেন ওঁর হাতে।'

রাজ্যের ইমাম, মোয়াজ্জেমদের সঙ্গে বুধবার বৈঠক করেছেন মমতা। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের ওই সভায় দিল্লিতে গিয়ে ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে আন্দোলন করার পরামর্শ ছিল তাঁর মুখে। তাঁর কথায়, 'এখানে আমি আছি। বাংলায় বিজেপির কথায় উত্তেজিত হয়ে কেউ অশান্তি করবেন না। আমরা এখানে হিন্দু-মুসলিম একসঙ্গে চলি। এখানে ভেদাভেদ নেই।'

যেন অনেকটা গত কয়েকদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গণ্ডগোলের পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম-মোয়াজ্জেমদের কিছুটা সতর্কও করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ভাষায়, 'আমার যেমন অধিকার নেই অন্যের সম্পত্তি দখল করা, তেমন আপনারও অধিকার নেই আমার সম্পত্তিতে হাত দেওয়া।' দিল্লিতে তৃণমূল সাংসদরা আদালতে মামলা করছেন জানিয়ে বুঝিয়েছেন, তৃণমূল ওয়াকফ আইন বিরোধী আন্দোলনের পাশে আছে।

> আপনি তো প্রাইম মিনিস্টার হতে পারবেন না। আপনি দেশের সবথেকে বেশি ক্ষতি করেছেন। মুর্শিদাবাদে যা ঘটেছে, তা পরিকল্পিত। মোদিজি চলে গেলে আপনার কী হবে?
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

এরপর দশের পাতায়

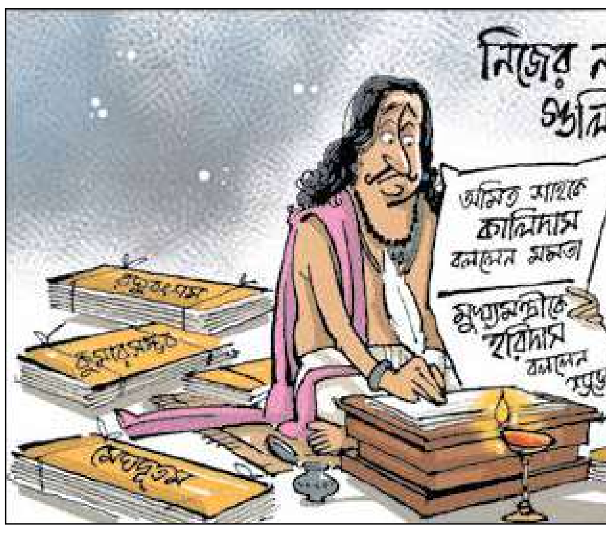
নিজের নামটাই গুলিয়ে যাচ্ছে
অমিত শাহকে কালিদাস বললেন মমতা
মুখ্যমন্ত্রীকে হরিদাস বললেন শুভেন্দু
মেঘদূতম

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই

আমরা "একলা চলোয় বিশ্বাসী

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

হিন্দু ট্রাস্টে মুসলিমরা ঠাঁই পাবেন, প্রশ্ন কোর্টের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতার মামলায় প্রথম দিনই সুপ্রিম কোর্টের বহু প্রশ্নের মুখে পড়ল কেন্দ্র। আইনে অমুসলিমদেরও ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য করার বিধান প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, 'হিন্দুদের ট্রাস্টেও কি মুসলিমরা ঠাঁই পাবেন?' আইনে দলিল ছাড়া কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ বলে বিবেচিত না করার সংস্থান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ আদালত।

প্রধান বিচারপতি বলেন, 'চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত বহু মসজিদের কোনও রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নেই। ব্রিটিশরা আসার আগে দেশে জমি রেজিস্ট্রেশনের আইনই ছিল না। এসব মসজিদ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধর্মীয় উপাসনাস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সেক্ষেত্রে ভোগ-দখলে এগুলো ওয়াকফ স্বীকৃতি হারাবে কি না, সেটাই এখন প্রশ্ন।'

ওয়াকফ মামলায় আজ ফের শুনানি

কেন্দ্রের নতুন আইনের বিরুদ্ধে বুধবার মোট ৭৩টি মামলার একযোগে শুনানি করে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। ওই বেঞ্চের বাকি দুই বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং কেভি বিশ্বনাথন। কেন্দ্রের উদ্দেশে একাধিক প্রশ্ন ছুড়ে দিলেও ওয়াকফ আইনের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ কিন্তু দেয়নি সর্বোচ্চ আদালত। বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

বুধবারের শুনানিতে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যে ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় হিংসা, অশান্তির প্রসঙ্গ উঠে আসে। যা শুনে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'এই হিংসা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। হওয়া উচিত নয়।' কেন্দ্রের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

মুখ্যমন্ত্রীকে দোষারোপ শুভেন্দুর

▸▸ পাঁচের পাতায়

চলন্ত ট্রেনেও এবার এটিএম

▸▸ সাতের পাতায়

ফের সীমান্ত সরগরম

▸▸ দশের পাতায়

প্যাকেটে দেহ নবজাতকের

হাসপাতালপাড়ায় তুমুল হইচই

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৬ এপ্রিল : আলিপুরদুয়ার শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে নবজাতকের প্যাকেটবন্দি মৃতদেহ খুবলে খেল কুকুর। আবর্জনার স্তূপে প্লাস্টিকের মোড়কে সেই নবজাতকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ দু'দিন ধরে পড়ে ছিল। বুধবার তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করে। দুর্গন্ধ টের পেলেও প্রথমে অবশ্য স্থানীয়রা বুঝতে পারেননি তার মধ্যে কোনও দেহ রয়েছে। পরে যখন জানা যায়, তখন শোরগোল পড়ে যায়। ডাকা হয় স্থানীয় কাউন্সিলার ও পুলিশকে। এলাকায় ভিড় জমে ওঠে।

ঘটনাটি হাসপাতালপাড়া সংলগ্ন এলাকার। মৃতদেহ যেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে, তার থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সহ একাধিক নার্সিংহোম। সেখানে মৃতদেহ কে বা কারা ফেলে রেখে গিয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সুপার পরিতোষ মণ্ডলকে ফোন করেও কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। আর আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'খবর পেয়ে নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধার করে আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে।' সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আনন্দকুমার জয়সওয়াল বলেন, 'স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। এমন কাজ কে করল জানি না। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।'

১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ঘটনার তদন্তে পুলিশ। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

মর্মান্তিক

- নবজাতকের একটি পা ও একটি হাতে ক্ষত ছিল
- আর পেটের নীচের দিকে ক্ষত ছিল
- কুকুরে খুবলে খাওয়ার জন্য এমনটা ঘটে থাকতে পারে
- রাত অবধি শিশুটির বয়স ও লিঙ্গ জানা সম্ভব হয়নি

এদিন সকাল ১১টা নাগাদ বিষয়টি সকলের নজরে আসে। তবে স্থানীয়দের অনেকে বলছেন, মঙ্গলবারই সেখানে একটি নীল রংয়ের প্লাস্টিকের প্যাকেট পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। এক স্কুল পড়ুয়া মঙ্গলবার রাত ১১টার পর কুকুরকে খাবার দিতে গিয়ে দেখতে পায়, আবর্জনার স্তূপে একটি ছোট হাত বেরিয়ে রয়েছে। ভয় পেয়ে সে তখন বাড়ি চলে যায়। এদিন সকালে ফের সেই পরিবারের লোকজন কুকুরদের খাবার দিতে যাওয়ার সময় প্যাকেটটি দেখতে পায়। তখন একটি চার চাকার গাড়ি প্যাকেটের ওপর দিয়ে চলে যেতেই প্যাকেটটি সশব্দে ফেটে যায়। আর শিশুর মৃতদেহ সকলের নজরে পড়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, নবজাতকের একটি পা ও একটি হাতে ক্ষত ছিল। আর পেটের নীচের দিকে ক্ষত ছিল। কুকুরে খুবলে খাওয়ার জন্য এমনটা ঘটে থাকতে পারে। এদিন রাত অবধি শিশুটির বয়স ও লিঙ্গ জানা সম্ভব হয়নি।

দেহটি এমনভাবে প্যাকেটের মধ্যে ছিল যাতে চট করে বোঝা না যায়। উপরের মোড়কটি ছিল নীল রংয়ের প্লাস্টিকের। আর ভিতরে লাল রঙের প্লাস্টিক দিয়ে মোড়ানো ছিল।

এরপর দশের পাতায়

পুলিশ খুঁজছে ভাওয়াইয়াশিল্পীকে

চাকরিহারাদের নিয়ে গান বেঁধে ঘরছাড়া

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১৬ এপ্রিল : চাকরিহারাদের নিয়ে গান বেঁধে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ করায় ঘরছাড়া হয়েছেন ভাওয়াইয়া গিদাল মণীন্দ্র বর্মন। পুলিশ তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই আপাতত গা ঢাকা দিয়েছেন শীতলকুচি বিধানসভার নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিগ্রাম এলাকার বাসিন্দা মণীন্দ্র। উত্তরবঙ্গজুড়েই প্রতিবাদী শিল্পী হিসাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় তাঁর। এর আগে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে নিয়ে বেশ কয়েকটি গান লিখেছেন তিনি। উত্তরের মণীন্দ্র নামে ফেসবুক পেজে তাঁর গান পোস্ট করা হয় নিয়মিত। প্রতিটি গানই খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। প্রত্যেকটি গান মিলিয়ন ভিউ পেয়েছে। তবে এবারে চাকরিহারাদের নিয়ে গান লিখে বেকায়দায় পড়েছেন মণীন্দ্র। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর নাম না করে রাজ্য সরকারের নানা কেলেঙ্কারি তুলে ধরেছেন ওই গানে। তিনি গানে বলেছেন, 'ও পিসি যা খুশি তাই করছ চুরি, রাজ্যটা তোর বাপের নাকি।'

শিল্পী মণীন্দ্র বর্মন।

আর এই গান ভাইরাল হতেই মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ হাজির হয় মণীন্দ্রর বাড়িতে। যদিও সেই সময় মণীন্দ্র বাড়িতে ছিলেন না। মণীন্দ্রর বাবা নারায়ণচন্দ্র বর্মন বলেন, 'মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ বাড়িতে এসে শাসিয়ে গিয়েছে। চাকরিহারাদের নিয়ে গাওয়া গানটি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ডিলিট করতে হবে বলেছে। আবার থানায় গিয়ে ওঁকে দেখা করতে বলে গিয়েছে।' পরপর দু'দিন মণীন্দ্রর বাড়িতে পুলিশ যায়। পুলিশ খোঁজ করতেই মণীন্দ্র গা ঢাকা দিয়েছেন। গানটিতে বর্তমান পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেছেন মণীন্দ্র। কিন্তু কেন সেটি ডিলিট করতে হবে তা স্পষ্ট করে জানায়নি পুলিশ। মণীন্দ্রর অভিযোগ, রাজ্য সরকার পুলিশ দিয়ে হেনস্তা করে প্রতিবাদী কণ্ঠ থামাতে চাইছে। তবে এই ব্যাপারে মাথাভাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, 'কোন পুলিশ মণীন্দ্রর বাড়িতে গিয়েছে খোঁজ নেব। আইনত কোনও অপরাধ না করলে, নির্ভয়ে বাড়িতে থাকতে পারেন তিনি।'

এরপর দশের পাতায়

মস্কোর সঙ্গে নাম জুড়ল ফালাকাটার

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৬ এপ্রিল : রাজ কাপুর অভিনীত হিন্দি সিনেমা মেরা নাম জোকারের কথা মনে আছে? এক জোকারের ব্যর্থ প্রেম কাহিনী আজও দর্শকদের কাছে অমর। মস্কোয় বিভিন্ন সিনেমা হলে জোকার সিনেমাটি দেখানো হয়েছিল। রাশিয়ায় যাকে বলে সুপারহিট। এবার ৫৩ বছর পর ফের জোকার নিয়ে সিনেমা দেখানো হবে মস্কোয়। তবে মেরা নাম জোকার নয়, এটা পরিচালক সৌরিশ দে'র বানানো জোকার। তা দেখানো হবে আন্তর্জাতিক মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভালে। আর এই সিনেমার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের নাম। এখানে সহকারী ফোটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করেছেন ফালাকাটার পাবেল দাস। এর আগে পাবেলের কাজ করা 'ইতি মা' গানটি জনপ্রিয় হওয়ার পাশাপাশি অস্কারের দৌড়ে জায়গা করে নিয়েছিল।

তবে সিনেমার ক্ষেত্রে তো সিনেমাটোগ্রাফার বলা হয়। এই সিনেমার ক্ষেত্রে ফোটোগ্রাফার বলা হচ্ছে কেন? কারণ অন্যান্য সিনেমা থেকে জোকার সিনেমাটি আলাদা। ৭৪ মিনিটের এই ছবিটি প্রায় ৬০ হাজার স্টিল ছবি দিয়ে তৈরি করা। এক জোকারের বাস্তব জীবনের গল্প নিয়েই ছবিটি বানানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে, জোকার হচ্ছে ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সিনেমা, যা স্টিল ছবি দিয়ে বানানো। এই ছবিতে কোনও ভিডিও ব্যবহার করা হয়নি।

ক্যামেরা হাতে পাবেল।

মস্কো আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভালে এবার মোট ৩টি ভারতীয় সিনেমা নমিনেশন পেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলার জোকার। ৪৭তম মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রথম দিনই প্রদর্শিত হবে এই সিনেমা। আগামী ২২ এপ্রিল ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হবে। ফালাকাটার পাবেল দাসের কথায়, 'প্রথম স্থির চিত্রের ভারতীয় সিনেমা জোকার আন্তর্জাতিক

এরপর দশের পাতায়

'ভুল বুঝিয়ে' গর্ভপাতে অভিযুক্ত দুই ডাক্তার

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৬ এপ্রিল : ফালাকাটা শহরের একটি নার্সিংহোমে মঙ্গলবার এক মহিলার গর্ভপাত করানো হয়। তারপরই সেই গর্ভপাতকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সেই মহিলার বাড়ির লোকজন। তাঁদের অভিযোগ, দুজন চিকিৎসক মিলে পরিজনদের ভুল বুঝিয়ে সেই গর্ভপাত করিয়েছেন। প্রথমে মঙ্গলবার রাতেই তাঁরা ওই নার্সিংহোমের সামনে বিক্ষোভ দেখান। পরে ফালাকাটা থানায় ওই নার্সিংহোমের মালিক, সেখানকার এক কর্মী এবং দুই সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পর সেই ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ফালাকাটার বড়ডোবার বাসিন্দা আমিনুল হক এবং তাঁর স্ত্রী মুর্শিদা। আমিনুলের দাবি, কেবল ভুল বোঝানো নয়, মিল রোডের সেই নার্সিংহোমে গর্ভপাত করানোর আগে তাঁর অনুমতিও নেওয়া হয়নি। আর গর্ভপাতের পর তাঁকে দেখানোও হয়নি। ভ্রূণটিকে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়। বুধবার আমিনুল বলেন, 'আমাকে ভুল বুঝিয়ে অনুমতি ছাড়াই স্ত্রীর গর্ভপাত করানো হয়েছে। ২৫ সপ্তাহের ভ্রূণটিকে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ডাস্টবিনে ফেলে দেয়। আমরা সেখান থেকে তুলে এনে ভ্রূণটি দেখেছি। আমাদের সঙ্গে ওরা দুর্ব্যবহার করেছে।'

আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। আমরা বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্যকর্তার কাছে জানতে চেয়েছি।' আর আলিপুরদুয়ারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আমরাও বিষয়টি শুনেছি। বিস্তারিত জানতে অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হবে।'

ভুল বোঝানো বলতে আমিনুল কী বলতে চেয়েছেন? তিনি জানান, স্ত্রীর চিকিৎসা করছিলেন দুজন চিকিৎসক।

এরপর দশের পাতায়

মান-হুঁশ হবে কবে

রকেটগতিতে প্রযুক্তির পেছনে ছুটছি আমরা। কিন্তু অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কার আমাদের টেনে নামাচ্ছে কয়েক কদম। ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই মধ্যযুগে। এর থেকে পরিত্রাণ কীভাবে, উত্তর জানা নেই কারও।

হাসপাতালেই 'দুয়া কি তাবিজ'

অরুণ ঝা

লোধোন (গোয়ালপোখর), ১৬ এপ্রিল : ঘড়ির কাঁটায় সকাল ১১টা। লোধোন গ্রামীণ হাসপাতালের চত্বরে রোগীদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন নিয়ে রোগীর পরিজনরা হাসপাতালের ওষুধ বিতরণ কেন্দ্রের দিকে ছোটাছুটি করছেন। কাছেই একটি অংশে প্লাস্টিক বিছিয়ে বসে এক বৃদ্ধ। একটু কাছে যেতেই নজরে এল, চোখ বুজে কিছু মন্ত্র বিড়বিড় করে চলেছেন তিনি। মন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুই হাতে তৈরি করছেন কালো সুতোর মালা। মাঝেমধ্যে সেই সুতোর মালাতে ফুঁও দিচ্ছেন। একটি প্লাস্টিকের বয়ামে ঝাড়ফুঁকের জন্য তৈরি মালা ও তাবিজ নিয়ে এভাবে দিব্যি ওঝার কারবার চলছে হাসপাতাল চত্বরেই।

ওঝা আর তুকতাকের খপ্পরে পড়ে অনেকের প্রাণ যাওয়ার নজির নতুন কোনও ঘটনা নয়। অথচ একেবারে সরকারি হাসপাতালের ওষুধ বিতরণ কেন্দ্রের সামনেই 'দুয়া কি তাবিজ'-এর পসরা সাজিয়ে বসেছেন ওঝা। দুই-একদিন নয়, সাত-আট বছর ধরে এই কারবারের সঙ্গে ঝাড়ফুঁক চালাচ্ছেন তিনি। লোধোন গ্রামীণ হাসপাতালের চত্বরের ঘটনা জানার পর হতবাক মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। এ বিষয়ে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এতদিন চুপ থাকলেও এবার পদক্ষেপের আশ্বাস মিলেছে বিএমওএইচ আবদুল বারির তরফেও।

লোধোন গ্রামীণ হাসপাতালে শিশুকে ঝাড়ফুঁক করতে ব্যস্ত ওঝা।

'আপনি এগুলো তৈরি করছেন কেন?' ওঝার কাছে গিয়ে বসে প্রশ্ন করতেই হিন্দিতে জবাব এল, 'বেটা, ইয়ে দুয়া কি তাবিজ হ্যায়। জব দবা কাম নহি করতা, তব দুয়া কি তাবিজ কাম করতা হ্যায়।'

দাম কত? মহম্মদ ইদ্রিস নামে ওই ওঝার জবাব, 'যেমন রোগ, তাবিজের দামও তেমন। ২০০ টাকাও হতে পারে, ৫০০ টাকাও হতে পারে। আবার বেশিও হতে পারে।'

কতদিন ধরে হাসপাতাল চত্বরে বসছেন? ইদ্রিসের সংক্ষিপ্ত জবাব, 'সাত-আট বছর তো হবেই।' ওঝার যুক্তি, 'ডাক্তাররা তো জবাব দিতেই বসে আছেন। তাঁদের আর কাজ কী।'

এরপর দশের পাতায়

ডাইনি অপবাদে মার

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৬ এপ্রিল : এলাকার এক শিশু বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ। শুশ্রূষা চললেও কিছুতেই সে সুস্থ হচ্ছে না। গোটা এলাকায় রটে গেল, গ্রামে এক ডাইনি আছে বলেই এই অবস্থা। অমনি একদল লোক ত্রিশূল হাতে তেড়ে গেল ওই বিধবা মহিলার দিকে। ত্রিশূল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাঁকে প্রাণে মারার চেষ্টা করল প্রতিবেশীরাই।

কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার পেছনে ছুটছে বাঙালি। এই তো কিছুদিন আগেই মহাকাশে কাটিয়ে ঘরে ফিরলেন সুনীতা উইলিয়ামস। সে এক বিস্ময় বটে। জীবন যখন ছুটছে প্রযুক্তির রকেটগতিতে, ঠিক সেসময় দাঁড়িয়ে বালুরঘাটের ডাঙ্গা পঞ্চায়েতের এই ঘটনা অনেক প্রশ্ন খাড়া করে দেয়।

ছবি : এআই

মহিলার ছেলের অভিযোগ, উত্তেজিত জনতা বেড়া ভেঙে বাড়ির ভেতরে ঢুকে তাঁর মাকে দফায় দফায় নিগ্রহ করে। মঙ্গলবার রাতে একবার হামলার পর বুধবার সকালে ফের একদল মহিলাকে মারধরের পরিকল্পনা নিয়েছিল। বাড়ি ঘেরাও করে রাখা হয় যাতে ওই মহিলা আর তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাড়ির বাইরে বের হতে না পারেন। এরইমধ্যে সামান্য সুযোগ পেতেই মহিলাকে বালুরঘাট হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করান তাঁর ছেলে। আপাতত তিনি সেখানেই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

এরপর দশের পাতায়

আজ শিলিগুড়িতে চার সদস্যের দল

টয় ট্রেনের খোঁজ নেবে স্ট্যান্ডিং কমিটি

ছবি : সূত্রধর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে পরিদর্শনে শিলিগুড়িতে আসছে পার্লামেন্টের রেলওয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটি। বৃহস্পতিবার ওই কমিটির চার সদস্যের একটি দলের শিলিগুড়িতে আসার কথা। এখান থেকে সড়কপথে তাঁরা চলে যাবেন ঘুম স্টেশনে। সেখানে জয়রাইডে ঘুম থেকে বাতাসিয়া হয়ে আবার ঘুমে ফিরবেন তাঁরা। ঘুম স্টেশনে বৈঠকের পর কার্সিয়াংয়ের দিকে যাবেন ওই দলের সদস্যরা। তাঁদের পরিদর্শনের আগে ঘুম স্টেশনকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। স্টেশন সংলগ্ন এলাকা এবং ইয়ার্ডে যত ওয়াগন এবং কামরা পড়ে ছিল সবগুলি মেরামত করে রং করা হয়েছে। স্টেশন পরিদর্শনের পর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার, ডিএইচআরের ডিরেক্টর সহ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'বৃহস্পতিবার সকালে পার্লামেন্টারি কমিটির পরিদর্শন রয়েছে। সারা বছরের আয়-ব্যয়, পরিষেবা কীরকম, সেসব নিয়ে খোঁজ নেবেন তাঁরা।'

গত কয়েক বছরে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন, বৃষ্টি ও ধসের কারণে টয়ট্রেন পরিষেবা অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। এগুলির সমাধান হলেও পরবর্তীতে ইঞ্জিনের সমস্যার জন্য প্রায়ই এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখতে হয়েছে রেলকে। তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে আরও চারটি নতুন ডিজেল ইঞ্জিন কেনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে রেল। ডিএইচআরকে বিশ্বের দরবারে আরও জনপ্রিয় করতে বছরে দু'বার ঘুম ফেস্টিভালেরও আয়োজন করা হচ্ছে।

২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে ডিএইচআরে মোট যাত্রী সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮৩৫। এই অর্থবর্ষে ডিএইচআরের আয় হয়েছিল প্রায় ১৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে যাত্রীসংখ্যা ১ লক্ষ ৮১ হাজার ১০৫। এই অর্থবর্ষে আয় হয়েছে প্রায় ২২ কোটি টাকা। ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষে যাত্রী সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩। আয় হয়েছে প্রায় ২২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। সূত্রের খবর, কমিটির কাছে এই বিষয়টি তুলে ধরবে ডিএইচআর।

পাশাপাশি পরিকাঠামো নিয়েও খোঁজ নেওয়ার কথা রয়েছে কমিটির। তাই যে যে এলাকায় পরিকাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজন, সেগুলির একটি তালিকা তৈরি করে ওই কমিটিকে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ডিএইচআর কর্মীদের একাংশ। এই তালিকায় তিনধারিয়া রেল ওয়ার্কশপকেও রাখার দাবি উঠেছে। কারণ এখানেই একসময় টয়ট্রেনের বেশিরভাগ যন্ত্র তৈরি করা হত। কিন্তু পরিকাঠামোর অভাবে বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে রেলকর্তারা কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

লোলেগাঁও চলে যাও...

আয় মন বেড়াতে যাবি

সুযোগ করে দিচ্ছে লুপ পুল

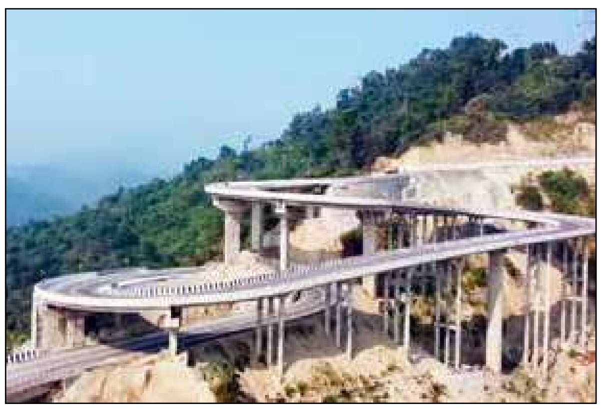

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১৬ এপ্রিল : একটা সময় ছিল যখন দার্জিলিংয়ের বাইরে পাহাড়ি পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে লাভা-লোলেগাঁওয়ের নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করতেন পর্যটকরা। পযটনের মরশুমে ভিড় লেগেই থাকত। কিন্তু সে প্রায় দু'দশক আগেকার কথা। মাঝে কালিম্পং পাহাড়ের এই পর্যটনকেন্দ্রে যাওয়ার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে। আর ধীরে ধীরে কৌলীন্য হারিয়ে ফেলে লোলেগাঁও। কিন্তু হঠাৎ করেই গত ডিসেম্বর মাস থেকে লোলেগাঁওয়ের পর্যটনশিল্পে যেন আবার নতুন করে রক্তের সঞ্চার হয়েছে। আবার আসছেন পর্যটকরা। সৌজন্যে সেই সিকিমগামী ৭১৭ এ জাতীয় সড়কের লুপ পুল।

গত নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে লুপ পুলের ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হতেই লোলেগাঁওয়ে ভিড় বাড়ছে পর্যটক এবং ভ্রমণপিপাসুদের। উত্তরবঙ্গের অঘোষিত রাজধানী শিলিগুড়ি থেকে আগে ওদলাবাড়ি, ডামডিম, গরুবাথান, লাভা হয়ে লোলেগাঁও পৌঁছাতে প্রায় ১২০ কিমি পথ পেরোতে হত। লুপ পুল চালু হতেই সেই দূরত্ব কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৭৫ কিমিতে। দূরত্ব অতিক্রম করতে সময়ও ৪ ঘণ্টা থেকে কমে ২ ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে। লুপ পুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে পর্যটকরা খুব সহজেই পৌঁছে যাচ্ছেন এখানে।

বিশাল তামাং নামে লোলেগাঁও বাজারের এক হোটেল ব্যবসায়ী বলেন, 'সপ্তাহান্তের ছুটির দিন হোক বা অন্য কোনও ছুটি, পর্যটকদের ভিড়ে এখন জমজমাট থাকছে লোলেগাঁও। গরমের হাত থেকে রেহাই পেতে অনেকেই এখানে আসতে শুরু করেছেন।' পর্যটকরা লোলেগাঁও বুদ্ধ পার্ক, বাজার বা পাহাড়ি পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন। ফলে লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

লোলেগাঁওয়ে ঘুরতে এসেছিলেন কোন্নগরের দেবাশিস সেন। শিলিগুড়ি থেকে লুপ পুল হয়ে লোলেগাঁও এসেছেন। দেবাশিস বললেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় লুপ পুলের বহু ভিডিও, ছবি দেখেছি। এদিন নিজের চোখে দেখলাম। অসাধারণ সুন্দর।' লোলেগাঁও নিয়েও একরাশ মুগ্ধতা তাঁর কথায়।

কেবল লোলেগাঁও নয়, যাওয়ার পথে নিমবং, বরবট, চুইখিম, সন্ন্যাসীদাড়ার মতো পাহাড়ি গ্রামগুলোতেও পর্যটনের হাতছানি। নতুন রিসর্ট, হোটেল খোলার তোড়জোড় শুরু হয়েছে অখ্যাত এই গ্রামগুলোতে। পর্যটনকে গুরুত্ব দিয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে শুরু করেছেন এলাকাবাসী। নিমবংয়ের বাসিন্দা প্রকাশ সুব্বা যেমন সন্ন্যাসীদাড়া গ্রামে ২৪টি রুম, সুইমিং পুল সহ বিশাল একটি রিসর্ট তৈরির কাজে লেগে পড়েছেন। প্রকাশ বলেন, 'আগামীতে পাহাড়ের এই গ্রামগুলোর অনেকেই পর্যটন ব্যবসায় আগ্রহী হবেন।'

> সপ্তাহান্তের ছুটির দিন হোক বা অন্য কোনও ছুটি, পর্যটকদের ভিড়ে এখন জমজমাট থাকছে লোলেগাঁও। গরমের হাত থেকে রেহাই পেতে অনেকেই এখানে আসতে শুরু করেছেন।
>
> **বিশাল তামাং,** *হোটেল ব্যবসায়ী*

পর্যটকদের কথা ভেবে চুইখিম, বরবটের রেস্তোরাঁ এবং হোটেলগুলোতে ইদানীং মোমো, থুকপার পাশাপাশি মাছভাতও পাওয়া যাচ্ছে বলে বরবটের এক দোকানদার সরিতা রাই জানিয়েছেন।

তবে ইতিবাচক এই সবকিছুর মাঝে কাঁটার মতো বিঁধছে ৭১৭ এ জাতীয় সড়কের অসম্পূর্ণ কাজ। দ্রুত নির্মাণকাজ শেষ করে রাস্তাটি পুরোপুরি খুলে দেওয়া হলে পর্যটকদের ঢল নামবে বলে আশাবাদী স্থানীয়রা।

১৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

নিউজ ব্যুরো

১৬ এপ্রিল : ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স কলকাতা সম্প্রতি তার ১৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করল। এটি নিউরোসায়েন্সেস ফাউন্ডেশন বেঙ্গল এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ ও ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের মিলিত প্রোজেক্ট। বিশ্বের সব জায়গা থেকে ফান্ড নিয়ে ওই হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল। এটি একটি সাশ্রয়ী ও উন্নতমানের হাসপাতাল। সমস্ত নিউরোসার্জন তাঁদের পুরো সময় সেখানেই দেন। ওই হাসপাতালের বৈশিষ্ট্যগুলো শুধু বাংলার মানুষকে নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের লোকজনদের আকৃষ্ট করছে।

কর্মখালি

Teachers required for RSM Public School, Gahmar-Ghazipur (U.P.), English Medium for Nur. to 10th all subjects. Good Salary, Fooding, Lodging. (M) 86044-60736, 96963-01588.
(C/116053)

শিলিগুড়ি H.C. রোডে (জলযোগের দোকানে), সাউথ ইন্ডিয়ান কারিগর সঙ্গে মোমো, চাউমিন বানাবার লোক চাই। M: 99324-34465.
(C/116054)

শিলিগুড়ি ঝংকার মোড় বাইক সার্ভিস সেন্টার এ সিকিউরিটি সুপারভাইজার লাগবে। স্যালারি- 10,000/-, 9933119446. (C/116135)

জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির জন্য সিকিউরিটি ও সুপারভাইজার চাই, বেতন-12,500/- থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি আছে OT+PF+ESI। সরাসরি জয়েনিং 9775539686.
(C/116054)

স্কিল ডেভেলপমেন্ট কলেজ এর জন্য বিভিন্ন বিষয়ে B.Sc, M.Com, B.Tech, Ai-MI, ITI, Polytech, IT-Ites, Electronics, Agriculture, Beautician, Journalism, MSW, আবাসিক ও পার্ট টাইম শিক্ষক প্রয়োজন, Buniadpur, D/Dinajpur, 9775929069. (C/116053)

ভাড়া

শিলিগুড়িতে 1 BHK Flat ভাড়া নেবো, সেবক মোড়, Hill Cart Road এর কাছাকাছি, যোগাযোগ 9830130654. শীঘ্রই প্রয়োজন।
(C/116140)

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন ঃ ৯৬৭৮০৭২০৮৭

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯০৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

আজ মালবাজার
কাল শিলিগুড়ি
গ্রহের দোষ কাটিন
৩৫০ বছরের বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষী ও পঞ্জিকাকার
শ্রীদেবাচার্য্য
যোগাঃ 9434317391/9163667741

ছোট্ট ঝুড়িতে টেপা পুতুলের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : 'আমার এই ছোট্ট ঝুড়ি, এতে রাম রাবণ আছে/ দেখে যা নিজের চোখে হনুমান কেমন নাচে/ এ সুযোগ পাবে না আর, বল ভাই কি দাম দেবে/ পুতুল নেবে গো, পুতুল'- শ্যামল মিত্রের গাওয়া এই কালজয়ী গানে হরেক রকম পুতুলের সন্ধান মেলে। কিন্তু সেই তালিকায় না থাকলেও বাঙালির স্মৃতিতে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে রেখেছে টেপা পুতুল। নরম এঁটেল মাটি হাত দিয়ে টিপে টিপে পুতুলে পরিণত করা হয় বলেই এর নাম টেপা পুতুল। নিজেদের শৈশবে বা কৈশোরে এই পুতুল নিয়ে খেলেননি এমন মানুষের সংখ্যা নিতান্তই বিরল।

কিন্তু বর্তমানে আধুনিকতার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে এই খেলনা। অনলাইন গেম ও প্লাস্টিকের বিভিন্ন খেলনার যুগের মাটির খেলনার সঙ্গে এই প্রজন্মের সিংহভাগ শিশু পরিচিত নয়। যার জেরে মাটির এই পুতুলের বিক্রিও একেবারে তলানিতে। তবুও মা, ঠাকুমার থেকে শেখা এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন ওঁরা।

ওঁদের কারও বয়স সত্তর, কেউ আবার আশিতে পা দিয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই মাটির বিভিন্ন শিল্পকলা তৈরির সঙ্গে যুক্ত পূর্ব চয়নপাড়ায় সবিতা, নয়নতারা, গীতারা। ছোটবেলা পড়াশোনার ফাঁকে মা, ঠাকুমার কাছে শিখেছিলেন মুর্শিদাবাদের জনপ্রিয় এই পুতুল তৈরির কাজ। নিজেদেরও শৈশব কেটেছে এই পুতুল দিয়ে খেলে। তাই পাশ্চাত্যের ছোঁয়ায় প্রাচীন এই শিল্প যাতে একেবারে হারিয়ে না যায় সেজন্য অল্প সংখ্যক পুতুল তৈরি করেন তাঁরা। কিছুটা আক্ষেপ করেই বছর আশির সবিতা পাল বলেন, 'এই পুতুলের চাহিদা একবারেই কম। অল্প কিছু পুতুল তৈরি করে মেলা, পুজোর সময় বিক্রি জন্য নিয়ে যাই। যাতে বাচ্চারা এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।' স্মৃতিমেদুর গলায় তিনি জানান, এখনও মনে আছে মায়ের সঙ্গে এঁটেল মাটির দলা করে আঙুল দিয়ে টিপে টিপে এই পুতুল তৈরি করতাম। বোনদের সঙ্গে দিনের অনেকটা সময় কাটত এই পুতুল খেলে।

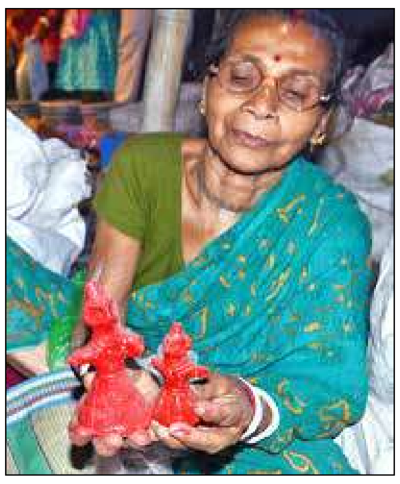
নিজের তৈরি টেপা পুতুল হাতে পূর্ব চয়নপাড়ায় সবিতা পাল। ছবি : সূত্রধর

কিন্তু বর্তমানে চাহিদা কম থাকায় নতুন প্রজন্মের মৃৎশিল্পীরা এধরনের পুতুল বিশেষ তৈরি করেন না। তবে পূর্ব চয়নপাড়ায় পালপাড়ায় ছবিটা অবশ্য খানিক আলাদা। এক-একটি পুতুল তৈরি করতে আধ ঘণ্টার মতো সময় লাগে। এঁটেল মাটির দলায় আঙুল দিয়ে টিপে টিপে তৈরি করা হয় হাত, পা, মুখ। পুতুল তৈরি হলে তা রোদে শুকিয়ে তারপরে সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে রং করা হয়। পুতুল তৈরির কথা বলতে গিয়ে সত্তরের নয়নতারা পাল বলেন, 'এই পুতুলের সঙ্গে যে বাংলার ইতিহাস জড়িত রয়েছে তা নতুন প্রজন্মের কাছে অজানা। এক-একটি পুতুল দশ টাকা দাম, তাও বিক্রির জন্য খদ্দের পাওয়া যায় না।'

মোবাইল গেম ও অত্যাধুনিক খেলনার কাছে যে ঐতিহ্যবাহী এই খেলনা অনেকটাই ফিকে তা জানান ষাটোর্ধ্ব গীতা পাল। আক্ষেপের সুরে বলেন, 'আমাদের প্রজন্ম চলে গেলে হয়তো আর এই টেপা পুতুল দেখা হবে না অনেক কচিকাঁচাদের। বইয়ের পাতাতেই থেকে যাবে বাংলার প্রাচীন এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প।'

আজ টিভিতে

হইহুল্লোড়ের মাঝেই জোনাকির সামনে এসে কে দাঁড়াল?
মিত্তিরবাড়ি রাত ৯.০০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ প্রেম পূজারী, ১০.০০ স্ত্রীর মর্যাদা, দুপুর ১.০০ পরিবার, বিকেল ৪.১৫ আমি শুধু চেয়েছি তোমায়, সন্ধে ৭.১৫ বিধিলিপি, রাত ১০.১৫ মস্তান, ১.০০ পুরস্কার

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পারবো না আমি ছাড়তে তোকে, বিকেল ৪.৩০ প্রেমী নম্বর ওয়ান, সন্ধে ৭.৪৫ শক্তি, রাত ১১.০০ বলো না তুমি আমার

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ পুত্রবধূ, দুপুর ২.০০ ১০০% লভ, বিকেল ৫.৩০ স্বার্থপর, রাত ১০.০০ মর্জিনা আবদাল্লা, ১২.৩০ দামু

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ স্বপ্ন নিয়ে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কর্তব্য

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দাদাভাই

জি সিনেমা : বেলা ১১.২২ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৩.১২ রুদ্রাঙ্গী, ৫.৪৮ অ্যাকশন রাউডি, রাত ৮.৩০ স্পাইডার, ১১.১১ অপারেশন জাভা

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৩ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, দুপুর ২.২৬ মঙ্গলবার, বিকেল ৫.১০ অ্যাটাক, সন্ধে ৭.৩০ ড্রিম গার্ল, রাত ১০.০৯ শূরবীর

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৫৮ সাইলেন্স, দুপুর ২.২৬ ডার্লিংস, বিকেল ৪.৪৪ মুক্কাবাজ, সন্ধে ৭.২২ লভ হস্টেল, রাত ৯.০০ সাইনা, ১১.১৭ তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস

মুভিজ নাউ : বেলা ১১.০৫ লিটল মনস্টার্স, দুপুর ১২.৩৫ লোগান, ২.৪৫ স্পিড, বিকেল ৪.৪০ ক্রিড, সন্ধে ৬.৫০ চার্লিজ অ্যাঞ্জেলস, রাত ৮.৪৫ দ্য মেরিন, ১০.১০ ক্যাসিনো রয়্যাল

মর্জিনা আবদাল্লা রাত ১০.০০
জি বাংলা সিনেমা

সাইলেন্স বেলা ১১.৫৮
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

ফার্ডিন্যান্ড দুপুর ২.২৬
রমেডি নাউ

গোটা ভেটকির মালাইকারি, মাটন টিকিয়া রান্না শেখাবেন কাকলি চৌধুরী। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

QUOTATION NOTICE:
DATED: 17.04.2025

Sealed Quotations are invited for supplying Hire based different items for the student's Annual Social-2025 within 23.04.2025. For details visit web site - www.siliguricollege.org.in.

Advt. No.- 37 / SC / Miscl.

Sd/-
Principal
Siliguri College

Tender Notice

NIeT No. 03 of 2025-26 (1st Call) dt- 16/04/2025

NIeT of 3 (THREE) nos. of Scheme is hereby invited on behalf of Gangarampur Municipality. Last Date of submission is 23/04/2025. Details of NIeT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Chairman
Gangarampur Municipality

TENDER NOTICE

NIT NO-DDP/N-01/2025-26 e-tenders for 13(Thirteen) no. of works under 15th FC, BEUP & 5the SFC invited by Dakshin Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT NO-DDP/N-01/2025-26 is 25.04.2025 at 13.00 Hours Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

RECRUITMENT RALLY-363 PORTER COMPANY
C/o 150 FIELD REGIMENT

1. Date & Place: 06 - 07 May 2025
   Lower Bagrakote, Bagrakote Military Station, Damdim(W.B).
2. Time : 05:00 AM Onwards.
3. Age : 18-40 Years as on 06 - 07 May 2025.
4. Contract Period : 179 Days.
5. Salary: 30240/- per Month (Free Ration & Accommodation Provided only for Operational Area).
6. DOCUMENTS REQUIRED:-
   (a) Passport size Photo -05
   (b) Passport size Photo of Nomine -03
   (c) Police Verification
   (d) Sarpanch Character & Resident Certificate
   (e) Aadhar Card & Pan Card
   (f) Bank A/C Passbook Photocopy
7. Candidates will be selected based on the Physical and Medical test.
8. Contact No : OC, Porter Company, 363 Porter Company c/o 150 Field Regiment Mobile No-9932593908

* Note : Porters will be employed in High Altitude Area in Sikkim for carriage of Army Stores.

মালদা টাউন ও দীঘার মধ্যে গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন

গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৩৪৬৫/০৩৪৬৬ মালদা টাউন - দীঘা - মালদা টাউন সামার স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুসারে চলবে-

মালদা টাউন - দীঘা স্পেশাল			০৩৪৬৫ ০৩৪৬৬	দীঘা - মালদা টাউন স্পেশাল		
দিন	পৌঃ	ছাঃ	স্টেশন	পৌঃ	ছাঃ	দিন
শনিবার	--	১৩.১০	মালদা টাউন	১৮.৩০	--	রবিবার
	১৮.১০	১৮.১৫	আসানসোল জং.	১৩.০০	১৩.০৫	
	২০.০৮	২০.১০	বাঁকুড়া	১০.২৫	১০.২৭	
	২২.৩০	২২.৩৫	খড়গপুর জং.	০৮.২০	০৮.২৫	
রবিবার	০২.০০	--	দীঘা	--	০৫.০০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে রামপুরহাট, সাঁইথিয়া, অন্ডাল জংশন, আদ্রা, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, পাঁশকুড়া, তমলুক, কাঁথি স্টেশনেও থামবে।

- চলাচলের দিন এবং তারিখ ঃ মালদা টাউন থেকে ০৩৪৬৫ ঃ ১৯.০৪, ২৬.০৪, ০৩.০৫, ১০.০৫, ১৭.০৫, ২৪.০৫, ৩১.০৫, ০৭.০৬ এবং ১৪.০৬.২০২৫ তারিখ (শনিবার) এবং দীঘা থেকে ০৩৪৬৬ ঃ ২০.০৪, ২৭.০৪, ০৪.০৫, ১১.০৫, ১৮.০৫, ২৫.০৫, ০১.০৬; ০৮.০৬ এবং ১৫.০৬.২০২৫ তারিখ (রবিবার) = প্রতিটি ৯টি ট্রিপ।
- গঠনঃ এসি ৩-টিয়ার - ০১, স্লিপার ক্লাস - ০৪, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস) - ০৭, এসএলআরডি - ০২ = ১৪টি কোচ; ● ক্যাটাগরী ঃ মেইল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
মালদা ডিভিশনে অ্যাডভার্টাইসমেন্ট লট পরিচালনার জন্য উপার্জন চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) নিম্নলিখিত কাজের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। কাজের নাম ঃ মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে আউট অফ হোম (ওওএইচ)-এর অধীনে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লট, রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (ডিজিটাল ও নন-ডিজিটাল) পলিসি-এর পরিচালনার উপার্জন চুক্তি প্রদান। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এডিভিটি-২০২৫-০৫। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ০২.০৫.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিটে।
যথাক্রমে ক্রম নং; লট নং/ক্যাটেগরি; স্টেশন ঃ

মালদা ডিভিশনে আউট অফ হোম (ওওএইচ)-এর জন্য ই-অকশন

এএ/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-২১৪-২৪-১; ভাগলপুর। এএ/২; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭২-২৩-১; ভাগলপুর।

মালদা ডিভিশনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (ডিজিটাল)-এর জন্য ই-অকশন

এবি/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-আরজেএল-ওএসডি-২২০-২৫-১; রাজমহল।

মালদা ডিভিশনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল)-এর জন্য ই-অকশন

এসি/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৭-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/২; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৬-২৩-১; মালদা টাউন। এসি/৩; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৫-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/৪; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৫-২৩-১; মালদা টাউন। এসি/৫; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৩-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/৬; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১১-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/৭; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৬-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/৮; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৯-২৪-১; ভাগলপুর। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-20/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সমীক্ষক চাই

শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া, কলেজপাড়া, সুভাষপল্লি ও আশ্রমপাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে পাঠক সমীক্ষার জন্য চটপটে, উৎসাহী ও উদ্যমী তরুণ-তরুণী চাই। আকর্ষণীয় শর্ত। স্থানীয় বাসিন্দারা অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহীরা ফোন নম্বর সহ ১৭ এপ্রিল ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন এই মেল আইডি-তে : readerssurvey2025@gmail.com

এক
হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন
জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ভাইয়ের উন্নতিতে আনন্দলাভ। পথে চলতে খুবই সতর্ক থাকুন। বৃষ : দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। কন্যার শিক্ষার সফলতায় আনন্দ। বাড়ি সংস্কারে বাধা। মিথুন : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে মানসিক অশান্তি। ব্যবসার কারণে ঋণগ্রহণ। কর্কট : ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণে তৃপ্তি। রাজনীতির ব্যক্তি হলে ভুল সিদ্ধান্তে ক্ষতি। সিংহ : অতি সাহসী সিদ্ধান্তের ফল আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে। অধ্যাপক, চিকিৎসকগণের ইচ্ছাপূরণ হবে। প্রেমে শুভ। কন্যা : সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ। নতুন গৃহে যাওয়ার দিন ঠিক হবে। তুলা : অন্যায় পথে কিছু পেতে যাবেন না। খারাপ প্রলোভন আসতে পারে। আপনার উদারতার সুযোগ কেউ নিতে পারে। বৃশ্চিক : বাবার সঙ্গে সামান্য ব্যাপার নিয়ে মতানৈক্য। ব্যবসায় মন্দা। সাময়িক লাভের জন্যে কোনও সুযোগ নেবেন না। ধনু : বাবার স্বাস্থ্যের কারণে অর্থব্যয় হবে। বাড়িতে অতিথি সমাগম। মকর : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন ভালো যাবে। দীর্ঘদিন পর প্রিয়জনের সান্নিধ্যে আনন্দ। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ। কুম্ভ : সামান্য কারণে দাম্পত্যে অশান্তি কাজের ক্ষতি করবে। কোনও প্রিয়বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। পেটের সমস্যায় কাজে ক্ষতি। মীন : শান্ত মাথায় থাকুন। উৎকণ্ঠায় ক্ষতি। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। বাতিল হতে পারে ভ্রমণের পরিকল্পনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২৭ চৈত্র, ১৭ এপ্রিল, ২০২৫, ৩ বহাগ, সংবৎ ৪ বৈশাখ বদি, ১৮ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৯, অঃ ৫।৫৫। বৃহস্পতিবার, চতুর্থী দিবা ১২।১১। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।১৬। বরীয়ানযোগ রাত্রি ১০।২০। বালবকরণ দিবা ১২।১১ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১২।৪৬ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, শেষরাত্রি ৫।১৬ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ১২।১১ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ২।৪৬ গতে ৫।৫৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৭ গতে ৪।৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১২।১১ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১০।২০ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১২।১১ গতে ২।৪৬ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর সপিণ্ডন। বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবস (১৭ এপ্রিল)। মাহেন্দ্রযোগ - দিবা ৬। ৪৬ মধ্যে ও ১০।১৫ গতে ১২।৫১ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪০ গতে ২।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

খানাখন্দে ভর্তি কলেজে যাওয়ার রাস্তা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৬ এপ্রিল : শামুকতলা সিধো কানহো কলেজে যাওয়ার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। যাতায়াতে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। সমস্যা সমাধানে অবশেষে আলিপুরদুয়ারের বিধায়কের দ্বারস্থ হল কলেজ কর্তৃপক্ষ। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের একমাত্র কলেজে যাতায়াতের পাকা রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়ায় রীতিমতো নাজেহাল অবস্থা ওই কলেজের ছাত্রছাত্রীর।

তাছাড়া স্থানীয় বাসিন্দাদেরও হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আশুতোষ বিশ্বাস এবং কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি বাবুলাল মারান্ডি বিধায়কের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন যাতে এই রাস্তা দ্রুত সংস্কার করা হয়। তাঁরা জানান, পাইপলাইন থেকে শামুকতলা সিধো কানহো কলেজ পর্যন্ত প্রায় দেড় কিমি রাস্তার পিচের চাদর উঠে গিয়েছে। কঙ্কালসার ওই রাস্তায় দেখা দিয়েছে বড় বড় গর্ত। এর ফলে ওই রাস্তা দিয়ে সাইকেল নিয়ে কিংবা টোটো, ছোট গাড়ি ও মোটর সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি বেহাল হয়ে থাকলেও সেটি মেরামত করার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে কলেজের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং এলাকার বাসিন্দাদের প্রতিনিয়ত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

বিধায়কের দ্বারস্থ কর্তৃপক্ষ

বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে রাস্তার সমস্যা সমাধানের আর্জি জানাব।'

ওই এলাকার বাসিন্দা সন্তোষ মুর্মু বলেন, 'শামুকতলা পাইপলাইন থেকে ছোটপুকুরিয়া গ্রামের দিকে যে রাস্তাটি গিয়েছে সেটাই কিছুটা গিয়ে কলেজের দিকে বাঁক নিয়েছে। গোটা রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়েছে। রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সকলকেই। বিশেষ করে কৃষিপণ্য আনা নেওয়া, মুমূর্ষু রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি অবিলম্বে সংস্কার করা প্রয়োজন।'

রোজ কলেজে যেতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হন ছাত্র রাহুল দাস, আদিত্য দেবনাথরা। তাঁদের কথায়, কলেজের যাতায়াতের রাস্তাটি বেহাল হয়ে থাকায় যাতায়াত করতে গিয়ে খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাই অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কার করা প্রয়োজন।

কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আশুতোষ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'কলেজে যাতায়াতের রাস্তাটি বেশ কিছুদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়েছে। সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সকলকেই। আমরা প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছি যাতে দ্রুত রাস্তাটি সংস্কার করা হয়। আশা করছি আমাদের আর্জি মেনে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

পথসভা

ফালাকাটা, ১৬ এপ্রিল : 'স্কুল বাঁচাও, শিক্ষা বাঁচাও' স্লোগানকে সামনে রেখে পথসভা করল এসএফআই। চাকরি চুরির ইস্যু থেকে মানুষের নজর ঘোরাতেই নানা ধরনের চক্রান্তের অভিযোগ তুলে বুধবার তারা বিক্ষোভ সভা করে। এদিন ফালাকাটা শহরের দুই মাইল বাজারে এসএফআই-১ নম্বর লোকাল কমিটির উদ্যোগে এই সভা করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের লোকাল কমিটির সম্পাদক অনিকেত দাস, জেলা সভাপতি সায়ন সাহা ও প্রাক্তন ছাত্র নেতা তুষাররঞ্জন সরকার।

জটেশ্বর বাজারে ভাঙা পড়বে ৪০০টি দোকান

রাস্তা সম্প্রসারণে আতঙ্ক

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১৬ এপ্রিল : সম্প্রতি জটেশ্বর-তপসিতলা রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। রাস্তাটি আগের চেয়ে চওড়া হবে। আর সেই রাস্তা চওড়া হওয়ায় জটেশ্বর বাজারের ভেতরের প্রায় ৩০০ মিটার এলাকাজুড়ে দু'ধারে থাকা স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে ৪০০টি দোকানের সামনের অংশ ভাঙা পড়বে। রাস্তার ধারের অস্থায়ী দোকানগুলি সম্পূর্ণ উচ্ছেদও হয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। পাকা দোকানঘর ভাঙা পড়েলে নতুন করে গাঁটের কড়ি খরচ করে দোকান বানাতে হবে। এনিয়েই চিন্তিত ব্যবসায়ীরা। দোকান ভাঙার আগে সড়ক কর্তৃপক্ষকে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। জেলা পরিষদের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুদর্শন সাহা জানান, ৩০০ মিটার এলাকাজুড়ে রাস্তার দু'ধারে দোকান রয়েছে। কাজের মাঝেই দোকানদারদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

এই রাস্তার দুই ধারে দোকান ভাঙা পড়ার সম্ভাবনা।

জটেশ্বর বাজারের দোকানদার অসীম বর্ধন বলেন, 'দিনকয়েক আগে ঠিকা সংস্থা দোকানের সামনের ১ মিটার রাস্তা ছেড়ে দিতে বলেছে। বুঝতে পারছি না কী করব।' স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য তনুশ্রী রায় বিষয়টি নিয়ে ব্লক প্রশাসন ও ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তবে জটেশ্বর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অভিজিৎ বল জানান, ঠিকা সংস্থা এখনও তাদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেনি।

জটেশ্বর কাছারি মোড় থেকে তপসিতলা পর্যন্ত ৯.৬ কিমি দীর্ঘ রাস্তা প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার অধীনে নতুনভাবে তৈরি করবে ডব্লিউবিএসআরডিএ কর্তৃপক্ষ। তাই রাস্তার বেশ কয়েকটি জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করেছে সড়ক কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে কাছারি মোড় থেকে পোস্ট অফিস পর্যন্ত ৩০০ মিটার রাস্তায় ৪০০ দোকান রাস্তা ঘেঁষে রয়েছে। সেগুলির সামনের ১ মিটার জায়গা সড়কের কাজে ভাঙা পড়বে। দোকানদারদের জায়গা খালি করার নির্দেশ দিয়েছে ঠিকাসংস্থা। পান ব্যবসায়ী প্রবীর সাহার কথায়, 'দোকানের সামনের অংশ ভাঙা পড়লে নতুন করে দোকান বানাতে হবে। আমার কাছে এখন দোকান বানানোর টাকা নেই।' স্থায়ী দোকানদারদের খানিকটা অংশ তো ভাঙা পড়বেই, পাশাপাশি বাজারের রাস্তার ওই ৩০০ মিটারের মধ্যে থাকা অস্থায়ী দর্জি, চায়ের দোকান, পানসুপারি সহ প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকানের সম্পূর্ণ অস্তিত্বও সংকটে। রাস্তার ধারে এমনই এক অস্থায়ী দোকানদার জগদীশ রায় বলেন, 'রাস্তা সম্প্রসারণের পর নর্দমা তৈরি হলে তার ওপর বসতে পারব না। আমাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে।'

এদিকে, জটেশ্বর বাজারের রাস্তা সম্প্রসারণের এই সমস্যায় তৃণমূল-বিজেপি, উভয় দলই ব্যবসায়ীদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে। বিজেপি নেতা তথা ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন বলেন, 'জমির বিষয়টি রাজ্য সরকারকে দেখতে হবে। সেখানে কতজন ব্যবসায়ীর দোকান ভাঙা পড়বে, তাঁরা ভবিষ্যতে কী করবেন সবটা রাজ্য সরকারকে দেখতে হবে। আমরা ব্যবসায়ীদের পাশে আছি।' ফালাকাটা ব্লক তৃণমূল সভাপতি সঞ্জয় দাসের দাবি, 'দোকানদাররা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আলোচনা করুক। আমরাও দলের তরফে আলোচনা করে দেখব। দোকানদাররা ক্ষতিপূরণ পান, সেটা আমরাও চাই।'

উদ্বেগের কারণ

- জটেশ্বর কাছারি মোড় থেকে তপসিতলা ৯.৬ কিমি রাস্তা নতুনভাবে তৈরি হবে
- রাস্তার কয়েকটি জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি করেছে সড়ক কর্তৃপক্ষ
- কাছারি মোড় থেকে পোস্ট অফিস ৩০০ মিটার রাস্তায় ৪০০ দোকান রাস্তা ঘেঁষে রয়েছে
- দোকানগুলির সামনে ১ মিটার জায়গা খালি করার নির্দেশ দিয়েছে ঠিকা সংস্থা

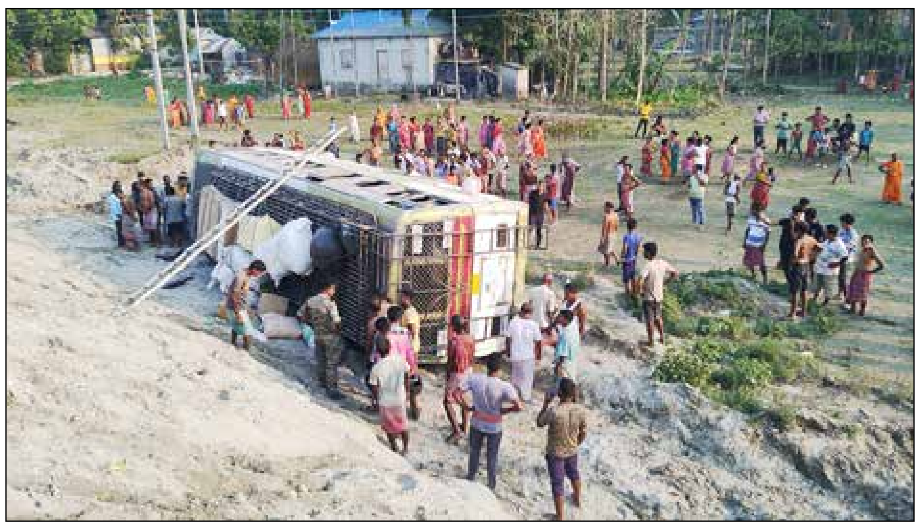
রাস্তার পাশে উলটে রয়েছে বাস। বুধবার। আলিপুরদুয়ার-ফালাকাটা জাতীয় সড়কের বাবুরহাট খেলার মাঠে।

বাবুরহাটে বাস উলটে আহত ৩০

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ১৬ এপ্রিল : শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারগামী একটি বেসরকারি বাস উলটে আহত হলেন কমপক্ষে ৩০ জন। বুধবার বিকেলে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের আলিপুরদুয়ার-ফালাকাটা জাতীয় সড়কের বাবুরহাট খেলার মাঠ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। আহতদের বেশিরভাগই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিন সন্ধ্যায় বাসটিকে উদ্ধার করে আটক করেছে পুলিশ। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'গুরুতর আহত কেউ হননি। গাড়ির ড্রাইভারের খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

বাসটি শিলিগুড়ি থেকে রায়ডাক পর্যন্ত চলে। বিকেলে দুর্ঘটনার পর সন্ধ্যায় গাড়িটিকে ক্রেন দিয়ে উদ্ধার করা হয় পুলিশের তরফে। দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, বাবুরহাট খেলার মাঠ এলাকায় বাসের সামনে একটি বাইক চলে আসে। ওই বাইকে ধাক্কা দেওয়ার পরই পাশে থাকা অনেকেই গাড়ি আটক করতে যান। সেই সময় বাসটি আবার পিছিয়ে আসতে থাকে। ওই সময় একটি টোটোতে গিয়ে ধাক্কা লাগে বাসটির। এরপরই দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি রাস্তার পাশে ঢালু জমিতে উলটে যায়।

দুর্ঘটনার সময় ওই এলাকায় একটি গাড়িতে আলু তোলা হচ্ছিল। সেখানে থাকা শ্রমিকদের মধ্যে প্রসেনজিৎ রায় নামে এক তরুণ বলেন, 'বাসটি বাইকে ধাক্কা দেওয়ার পর পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং উলটে যায়। অল্পের জন্য আমাদেরও প্রাণরক্ষা হয়েছে।' স্থানীয় সূত্রে আরেকটি দাবিও করা হচ্ছে। তা হল, বাসটি বাইকে ধাক্কা দেওয়ার পর স্থানীয়দের কয়েকজন বাসটিকে আটকানোর জন্য পাথর ছোড়ে। কয়েকজন বাসে ওঠার চেষ্টাও করে। এজন্য বাসচালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে।

দুর্ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বাইকচালক গুরুতর আহত হয়েছেন। পেশায় রাজমিস্ত্রি ওই ব্যক্তিকে কোচবিহারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে, বাসের যাত্রীদের প্রথমে পাঁচকোলগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। জেলা হাসপাতাল সূত্রে খবর, সেখানে আহত ২৩ জনকে আনা হয়। তাঁদের মধ্যে ১৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে কেউই গুরুতর আহত নন। এদিন ওই বাসেই ছিলেন শামুকতলার বাসিন্দা রাম ইয়ালমা, অকৃতকুমার নার্জিনারি ও তাঁদের বাড়ির লোকেরা। সকলেই আহত হয়েছেন। অকৃত বলেন, 'বাসটি বাইকে ধাক্কা দেয় সেটা বুঝতে পারি। এরপর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই যে কী কী হল, বুঝতেই পারলাম না।'

এদিন বাসটি দুর্ঘটনায় পড়তেই স্থানীয় লোকজন যাত্রীদের উদ্ধারে হাত লাগান। ঘটনার খবর পেয়ে প্রায় ১০টি অ্যাম্বুল্যান্স সেখানে পৌঁছে যায় এবং আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার পর জাতীয় সড়কে যান চলাচল বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে। পরিস্থিতি দেখতে ঘটনাস্থলে আসেন আলিপুরদুয়ারের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শ্রীনিবাস এমপি, আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য সহ পুলিশকর্মীরা।

হোমে ঠাঁই হল কিশোরীর

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৬ এপ্রিল : জয়গাঁর সাতালি চা বাগান এলাকার এক কিশোরী স্কুলে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়েছিল প্রায় এক মাস আগে। পরে পুনে থেকে তাকে উদ্ধার করে পুলিশ। বুধবার আলিপুরদুয়ার সিডব্লিউসি'র হাতে তুলে দেওয়া হয় ওই কিশোরীকে। সিডব্লিউসি মেয়েটির কাউন্সেলিংয়ের পর হোমে থাকার ব্যবস্থা করেছে।

সিডব্লিউসি ও পুলিশ সূত্রে খবর, মেয়েটি প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা দেওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, তারপর আর বাড়ি ফেরেনি। খোঁজখবর করে না পেয়ে শেষে পুলিশে অভিযোগ করেন পরিবারের লোকজন। হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ তদন্তে নামে। ওই নাবালিকা হাসিমারা থেকে পাটনা ও পরে পাটনা থেকে পুনে চলে যায়। তবে কার সঙ্গে ও কেন গিয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। জিজ্ঞাসাবাদ করলে সদুত্তর মিলছে না। তবে মেয়েটি তার এক বান্ধবীর খোঁজে পুনেতে পৌঁছায় বলে জানায়। সামাজিক মাধ্যমে সম্প্রতি এক বান্ধবীর সঙ্গে তার সম্পর্ক তৈরি হয়। তারপরেই ঘর ছাড়ে সে। পুনে যাওয়ার কারণ বান্ধবী নাকি অন্য কিছু, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

তবে এই ঘটনার সঙ্গে পাচারচক্রের কোনও যোগসূত্র এখনও পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

কিন্তু ওই নাবালিকা কীভাবে একা পুনেতে পৌঁছাল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে এক মাস ধরে কোথায় কার সঙ্গে ছিল তাও জানা যায়নি। বান্ধবীর আড়ালে অন্য কেউ রয়েছে কি না তা ভাবাচ্ছে।

এ বিষয়ে সিডব্লিউসি'র চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'ওই নাবালিকার কাউন্সেলিংয়ের পর হোমে রাখা হয়েছে। তবে কোথায় কার সঙ্গে ছিল তা জানার চেষ্টা চলছে।'

সাধারণত প্রেমের ফাঁদে ঘর ছাড়ার ঘটনা ঘটলেও বান্ধবীর জন্য ঘর ছাড়ার ঘটনা তেমন শোনা যায় না। তাই ওই নাবালিকার কথায় ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য শপিং মল

বিনামূল্যে জায়গা দেবে রাজ্য

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৬ এপ্রিল : স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য নয়া পদক্ষেপ করছে রাজ্য সরকার। এবার কলকাতার পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি জেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর জন্য একটি করে শপিং মল চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর।

শপিং মলের জন্য বিনামূল্যে জমির ব্যবস্থা করে দেবে রাজ্য। সেই জমিতে কোনও সংস্থা বা শিল্পপতি শপিং মল তৈরি করতে চাইলে রাজ্যের কাছে আবেদন করবে। সেই আবেদনের ভিত্তিতে সংস্থাগুলোকে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর জন্য সেই মলে বিনা ভাড়ায় দুটি করে ফ্লোর বরাদ্দ করার শর্ত দেওয়া হবে।

সংস্থাগুলো সেই শর্তে রাজি হলে শপিং মল বানাতে চাইলে রাজ্যের তরফে শপিং মল তৈরির সবুজ সংকেত দেওয়া হবে। দিনকয়েক আগে আলিপুরদুয়ারে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে এসে একথা জানান রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে আলোর দিশা দেখাতে চাইছেন। তাই তিনিই রাজ্যের প্রতি জেলায় শপিং মল তৈরির করার পক্ষে সায় দিয়েছেন।'

এখন রাজ্যজুড়ে সেই শপিং মল তৈরির জায়গা খোঁজার কাজ চলছে। প্রত্যেক জেলায় সমীক্ষা করা হচ্ছে। সরকার জমি দেবে। যেসব সংস্থা সরকারি জায়গায় শপিং মল তৈরি করতে আগ্রহ দেখাবে, প্রথমে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করবে। সেই সংস্থার কাগজপত্র দেখার পাশাপাশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর জন্য সেই শপিং মলে দুটো করে ফ্লোর বরাদ্দ করার প্রস্তাব দেওয়া হবে। সেই প্রস্তাবে নির্মাণকারী সংস্থা রাজি থাকলে রাজ্যের তরফে সবুজ সংকেত দেওয়া হবে।

যেসব স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতের কাজ ভালো ও উন্নতমানের, সেই সংস্থাগুলোকে চিহ্নিত করে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে রাজ্য। তার জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। যোগ্যতার নিরিখে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে চিহ্নিত করে শপিং মলগুলোতে স্থান দেওয়া হবে।

> শপিং মলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলো স্থায়ী দোকান পাবে। ফলে ওদের হাতের কাজ, নিখুঁত শিল্পকর্ম জনসাধারণের কাছে সহজেই পৌঁছে যাবে। এতে মহিলাদের মধ্যে উৎসাহ বাড়বে।
>
> **পাপিয়া সূত্রধর**
> *স্বনির্ভর গোষ্ঠী কমিউনিটি অডিটার, আলিপুরদুয়ার জেলা*

আলিপুরদুয়ার জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কমিউনিটি অডিটার পাপিয়া সূত্রধর বলেন, 'এই শপিং মল তৈরি হলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলো ভীষণভাবে উপকৃত হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য দুটো মেলা হয়। তবে স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা নেই। শপিং মলগুলোতে ওরা স্থায়ী দোকান পাবে। ফলে ওদের হাতের কাজ, নিখুঁত শিল্পকর্ম জনসাধারণের কাছে সহজেই পৌঁছে যাবে। এতে মহিলাদের মধ্যে উৎসাহ বাড়বে।'

আলিপুরদুয়ার জেলায় ২৫ হাজারের মতো স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। তবে কিছু স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে বাদ দিলে বেশিরভাগ গোষ্ঠী বসে গিয়েছে। জেলায় সবচেয়ে বেশি গোষ্ঠী রয়েছে কালচিনি ব্লকে। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে সবচেয়ে কম গোষ্ঠী রয়েছে।

আলিপুরদুয়ার দশ বৌ রানি নামে একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য ফুলন দাস বলেন, 'আমরা নির্দিষ্টভাবে বসার জায়গা পাই না। শপিং মল তৈরি হলে সেই সমস্যা মিটবে। আমরা আরও ভালো কাজ করার সুযোগ পাব।'

বাড়ি বাড়ি পাইপলাইনে গ্যাস পৌঁছাল

জলপাইগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন থেকে জলপাইগুড়ি শহরতলির এলাকায় বাড়ি বাড়ি পাইপে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার কাজ শুরু করল হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (এইচপিসিএল)। জলপাইগুড়ি শহর এবং শহরতলির কয়েকটি পঞ্চায়েত এলাকা মিলিয়ে ৩০ হাজার সংযোগ দেওয়া হবে। প্রথম দু'দিনে কোতোয়ালি থানার পাতকাটা পঞ্চায়েত এলাকায় ১০টি বাড়িতে পাইপলাইনে গ্যাস পৌঁছে দিয়েছে ওই সংস্থা। এলপিজির ব্যবহারের চেয়ে পাইপ ন্যাচারাল গ্যাস ব্যবহারে গৃহস্থের খরচ অনেক কমবে। এইচপিসিএল সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ির পাতকাটা এলাকায় বাড়ি বাড়ি সংযোগ দিয়েই প্রকল্পের কাজ শুরু হল।

পাতকাটা ও পাহাড়পুর পঞ্চায়েত ছাড়াও জলপাইগুড়ি পুর এলাকা এবং খড়িয়া পঞ্চায়েতের কিছু এলাকায় বাড়ি বাড়ি পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস (পিএনজি)-র সংযোগ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে শেষ করবে সংস্থাটি।

এইচপিসিএল সূত্রে জানা গিয়েছে, এলপিজি সিলিন্ডারে যে রান্নার গ্যাস থাকে সেটি তরল আকারে থাকে। তার মধ্যে বিউটেন ও প্রোপেন থাকে। কিন্তু পাইপড ন্যাচারাল গ্যাসে থাকে মিথেন। এটা প্রাকৃতিক গ্যাস। এলপিজির থেকে অনেক বেশি নিরাপদ ও সুরক্ষিত পিএনজি। পিএনজি গ্যাসে চাপ কম থাকে। বাতাসের থেকেও হালকা। ফলে পাইপলাইনে কোথাও লিকেজ হলেও পিএনজি বাতাসে দ্রুত মিশে যায়। ফলে বিপদ থাকে না। অন্যদিকে, এলপিজিতে চাপ বেশি থাকে এবং লিক করলে বিপজ্জনক অবস্থা তৈরি হতে পারে। তাছাড়া পিএনজি ব্যবহারে কার্বন কম বের হয়।

জলপাইগুড়ি

পাতকাটা এলাকার বাসিন্দা জাহিরুন্নেসা বলেন, 'রান্নাঘরে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাসের সংযোগ এসেছে। অনেক সুরক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। নিজের চাহিদামতো গ্যাস ব্যবহার করতে পারব। ইলেকট্রিকের মতো মিটার বসানো হয়েছে। ইউনিট পিছু গ্যাস ব্যবহারের উপর দাম দিতে হবে।'

পাতকাটার আর এক বাসিন্দা শাহির আলি বলেন, 'এলপিজি সিলিন্ডার নিয়ে আসার পর অনেক সময় রেগুলেটর ঠিকমতো লাগে না। অনেক সময় রেগুলেটর দিয়ে গ্যাস লিক করে। নতুন ন্যাচারাল গ্যাসে সেইসব সমস্যা নেই। তবে খরচ কতটা কম হচ্ছে, সেটা দেখার বিষয়।' এইচপিসিএলের উত্তরবঙ্গের চিফ ম্যানেজার চারণ্য কুমার জানান, জলপাইগুড়ি শহর ও শহরতলির মোট ৩০ হাজার বাড়িতে পিএনজি সংযোগ দেওয়া হবে। এরপর ময়নাগুড়ি ও মালবাজারেও পাইপলাইন বসিয়ে গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হবে। পুরো জেলাতেই এইচপিসিএল বাড়ি বাড়ি পিএনজি সংযোগ দেবে। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও পাইপলাইন পাতার কাজ এলাকাভিত্তিক শেষ পর্যায়ে।

৮ লক্ষের কালভার্ট ব্যাংডাকিপাড়ায়

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৬ এপ্রিল : জলদাপাড়া বনাঞ্চলের ব্যাংডাকি বিটের পাশে ব্যাংডাকিপাড়ায় একটি নালার ওপর বেহাল ও ভাঙাচোরা কাঠের সেতুটি নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যা এবার মিটতে চলেছে। এতদিন বহু পুরোনো ওই সেতুর জন্য এলাকাবাসী সহ বনকর্মীদেরও যাতায়াতের ক্ষেত্রে ভোগান্তিতে পড়তে হত। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় এটি একটি বড় সমস্যার কারণ হয়ে উঠেছিল। বুধবার ওই সেতুর জায়গায় অবশেষে একটি কালভার্টের কাজের সূচনা করা হয়। এমনকি কাজের বাস্তবায়নের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের তরফে আট লক্ষেরও বেশি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এদিন পুজো দিয়ে ফিতে কেটে কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়েছে। চলতি বছরের বর্ষার আগেই কালভার্ট তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে বলেও জানানো হয়।

জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য সঞ্চিতা বর্মন অধিকারী বলেন, 'ওই কালভার্টের জন্য মোট ৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। জোরকদমে কাজ করে বর্ষার আগেই কাজটি শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।' জেলা পরিষদের এই উদ্যোগে গ্রামের মানুষ থেকে বনকর্মী সকলেই বেশ খুশি।

ওই এলাকার পাশেই জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের ব্যাংডাকি বিট রয়েছে। জায়গাটি যোগেন্দ্রনগর উত্তর যৌথ বন পরিচালন কমিটির মধ্যে পড়ে। গ্রামের কোথাও হঠাৎ হাতি বা বাইসন বেরোনোর খবর পেলে বনকর্মীরা ওই কাঠের সেতু পেরিয়ে এলাকায় যাতায়াত করতে অসুবিধার মধ্যে পড়তেন। আবার বর্ষাকালেও সেতুটি বেশ বিপজ্জনক হয়ে উঠত। বিটের বনকর্মীদের বংশীধরপুর, যোগেন্দ্রনগর সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় নজরদারি করতে হয়। বিট অফিস থেকে বেরোনোর পর বনকর্মীদের যাতায়াতের মূল রাস্তায় ওই কাঠের দুর্বল সেতুটি পড়ে। তাই কালভার্ট তৈরি হয়ে গেলে বনকর্মীরা নির্ভয়ে যাতায়াত করতে পারবে।

সংশ্লিষ্ট এলাকার বিট অফিসার অন্বেষণ চক্রবর্তীর কথায়, 'কোনও এলাকায় বন্যপ্রাণী বের হওয়ার খবর পেলে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোনোর ক্ষেত্রে একটাই মূল রাস্তা রয়েছে। বন্যপ্রাণীকে উদ্ধার করতে গেলেও ওই পথটি ছাড়া গতি নেই। এতদিন যাত্রাপথে কাঠের ব্রিজটি ভগ্নপ্রায় অবস্থায় ছিল। ফলে কালভার্ট তৈরি হয়ে গেলে আমাদের যাতায়াতেও আর কোনও সমস্যা থাকবে না।'

> কোনও এলাকায় বন্যপ্রাণী বের হওয়ার খবর পেলে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে একটাই মূল রাস্তা রয়েছে। বন্যপ্রাণীকে উদ্ধার করতে গেলেও ওই পথটি ছাড়া গতি নেই। এতদিন যাত্রাপথে কাঠের ব্রিজটি ভগ্নপ্রায় অবস্থায় ছিল। ফলে কালভার্ট তৈরি হয়ে গেলে আমাদের যাতায়াতেও আর কোনও সমস্যা থাকবে না।
>
> **অন্বেষণ চক্রবর্তী**
> *বিট অফিসার, ব্যাংডাকি*

অন্যদিকে, এলাকার মানুষের চলাচলেও কালভার্টটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এক স্থানীয় বাসিন্দা কৃষ্ণবাহাদুর গোলের কথায়, 'আমরা জঙ্গলের পাশেই থাকি। কোথাও যেতে হলেই আমাদের ওই রাস্তা ব্যবহার করতে হয়। একটি কালভার্ট তৈরি হলে আগামীদিনে আর ভোগান্তি থাকবে না।' মেঘ বাহাদুর গোলে নামে আরেক বাসিন্দারও কালভার্ট তৈরি নিয়ে একই বক্তব্য।

ময়ূরের ডিম পাহারায় বাগানের চৌকিদার

জলপাইগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে আগুন লাগার পর থেকে ময়ূরের আস্তানা হয়ে উঠেছে ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান। এতদিন সেই ময়ূরদের যাতে ক্ষতি না হয়, সেদিকে নজর রেখেছিল বাগান কর্তৃপক্ষ ও বাগিচা শ্রমিকেরা। এবার সেই ময়ূররা ডিম পাড়ায় তাঁদের ব্যস্ততা আরও বেড়েছে। বাগানে আসা বাঁদর আর কুকুরের দল ময়ূরের ডিম নষ্ট করতে পারে, এই আশঙ্কায় বাগান কর্তৃপক্ষ এখন যেসব জায়গায় ময়ূররা ডিম পেড়েছে সেখানে চৌকিদার মোতায়েন করেছে। নজর রাখছেন সেকশনে কাজ করা বাগিচা শ্রমিকরাও। তবে বন দপ্তরের এখনও পা পড়েনি ওই বাগানে। কেন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ময়ূররা চা বাগানে আশ্রয় নিয়েছে বা সেখানে ডিম পাড়ছে, তা খতিয়ে দেখতে সেখানে যাননি বন দপ্তরের কোনও কর্তা।

জলপাইগুড়ির ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে ময়ূরের ডিম।

এমনিতে বছরভর চিতাবাঘের সঙ্গে কাটাতে হয় এই বাগানের শ্রমিকদের। চা ঝোপের আড়ালে মা চিতাবাঘ প্রসব করে। সেই সময় ধারেকাছে কোনও শ্রমিক চলে গেলে তার উপর আক্রমণের ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু ময়ূরের দলকে দেখে চিতাবাঘরাও এখন বাগানে আসছে না। ফলে শ্রমিকরাও নিশ্চিন্তে কাজ করছেন বাগানে। বনাঞ্চলের সঙ্গে এই সহাবস্থান থেকেই ময়ূরদের কার্যত আগলে রাখছেন বাগান কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকরা। বাগানের শ্রমিকদের ধারণা, অন্তত ৩০০ ময়ূর আশ্রয় নিয়েছে বাগানে। বৃষ্টি পড়লে তারা পেখম মেলছে বাগানের সবুজ গালিচায়। আর তা দেখতে শহর থেকে মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে ৬ কিমি দূরে ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান। চা বাগানের শ্রমিক রোহিত রোশন তিরকি বলেন, 'প্রতিদিন বাগানে পাতা তুলতে গেলেই ময়ূরের দলকে দেখা যাচ্ছে। চা গাছের নীচে ডিম পেড়েছে ওরা। আমরাও নজর রাখছি ডিম যাতে বাঁদর তুলে না নিয়ে যায়। কুকুর এসেও ডিম ভেঙে খেয়ে নিচ্ছে। সকাল-বিকেল-সন্ধ্যায় বাগানে ময়ূরদের আনাগোনা লেগেই আছে। শহর থেকে অনেক মানুষ আসছেন ময়ূর দেখতে। চা শ্রমিক রত্নয়া ওরাওঁ বলেন, এখন চা গাছের ফাঁকে চিতাবাঘ নেই। ময়ূরের জন্য নির্বিঘ্নে কাজ করা যাচ্ছে। মাঝে বৃষ্টি হয়েছিল, তখন ময়ূরের নাচ দেখেছি। চা গাছের নীচে ডিম পেড়ে চা গাছের পাতা দিয়ে ঢেকে রাখছে ওরা। এসব দেখতে অনেকেই ভিড় জমাচ্ছেন চা বাগানে।

ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের ডেপুটি ম্যানেজার দীপক শর্মা জানান, 'প্রায় তিনশোর মতো ময়ূর আশ্রয় নিয়েছে চা বাগানের সর্বত্র। কিন্তু ময়ূরের ডিম বাঁদর ও কুকুর এসে ভেঙে খেয়ে নিচ্ছিল, নষ্ট করে দিচ্ছিল। তাই আমরা ময়ূরের ডিম রক্ষা করার জন্য চৌকিদারদের নির্দেশ দিয়েছি পাহারা দেওয়ার জন্য। শহরের থেকেও অনেকে ময়ূর দেখতে আসছেন। আমরা বলেছি, ময়ূরদের কোনওভাবে বিরক্ত না করে দেখুন, বিরক্ত না করুন।' চা পর্যটনে ময়ূরের দল নতুন দিশা দেখাবে বলে তিনি মনে করেন।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'ময়ূরের উপর অত্যাচার বা শিকার করার চেষ্টা করা হলে সেটা বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনের আওতায় পড়বে। ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের পাশে বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চল। আমাদের খবর দিলে অবশ্যই আমরা দেখব।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

নম্বরের টিকিটে এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে অনেক সাধারণ মানুষের মর্যাদা বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি আমার জীবনে একটি আশীর্বাদ স্বরূপ এসেছে যা আমাকে একজন কোটিপতিতে পরিণত করেছে। এই বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ দিয়ে আমার জীবনে অনেক প্রয়োজনীয়তা পূরণ হবে। আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা কণিকা দাস - কে 22.01.2025 তারিখের ড্র-তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92H 69459

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সমীকরণ বদল তৃণমূলে

বিধানসভা ভোটের টিকিট পেতে কোন্দল

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ এপ্রিল : রাজনৈতিকভাবে আলিপুরদুয়ার জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আসন আলিপুরদুয়ার বিধানসভা। আর সেই বিধানসভার বেশিরভাগ ভোট রয়েছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে। এই এলাকা দখলে এলে যে সফলতা আসবে সেটা ভালো করেই জানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ এই ব্লকে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল দেখা গিয়েছে। গত ৬-৭ বছরে সেই কোন্দল অনেকটা বেড়েছে।

২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই কোন্দল এবার অন্যমাত্রা নিয়েছে। আর কোন্দলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে দ্রুত বলাচ্ছে এই ব্লকে তৃণমূলের সমীকরণ। শাসকদলের নেতাদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলছে নিজেদের ক্ষমতার চাদর বড় করতে। একসময় ব্লকে মনোরঞ্জন ও সৌরভ গোষ্ঠীর চর্চা চলত। এখন নতুন আরেক গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ হয়েছে সুমন গোষ্ঠী।

প্রায় এক বছর থেকে এই নতুন সমীকরণ দানা বাঁধছিল। তবে সম্প্রতি সেটা নজরে এসেছে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে'র সঙ্গে একসময় ঘনিষ্ঠতা ছিল আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর। তবে কয়েক বছর আগে তাঁদের সম্পর্কে চিড় ধরে। এরপর থেকে ব্লকে সৌরভ ও মনোরঞ্জন গোষ্ঠীর মধ্যে কোন্দল বাড়তে থাকে। এই দুই গোষ্ঠীর বিবাদ মেটাতে তুষারকান্তি রায়কে ব্লক সভাপতি করে তৃণমূল। যদিও তুষার একসময় মনোরঞ্জন ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিতি ছিল। এদিকে, সুমন কাঞ্জিলাল বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসার কয়েক মাস পর থেকে ব্লকের রাজনীতি মোড় অন্যদিকে ঘুরতে থাকে। সুমনের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন তুষার। অন্যদিকে, মনোরঞ্জন ও সৌরভের গোষ্ঠী তো ছিলই।

আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কার্যালয়। -ফাইল চিত্র

> আমাদের দলে সবাই একসঙ্গে রয়েছে। সাংগঠনিকভাবে কোনও কোন্দল নেই। জনপ্রতিনিধিদের কিছু নিজস্ব মতামত থাকতে পারে। সেটার সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই।
>
> **তুষারকান্তি রায়** *সভাপতি*
> *আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক*

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের রাজনীতিতে সৌরভ গোষ্ঠীর নেতারা বর্তমানে অনেকটাই নিষ্ক্রিয় এবং কোণঠাসা। মনোরঞ্জন গোষ্ঠীর নেতারাও একচ্ছত্র প্রভাব খাটাতে পারছে না নতুন করে সুমন গোষ্ঠীর উদয়ে। সুমন তৃণমূলের আসার পরও কিন্তু তাকে মনোরঞ্জনের সঙ্গেই বিভিন্ন সময় দেখা গিয়েছে। তবে হঠাৎ করে তাঁদের সম্পর্কের চিড় কীভাবে ধরল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা চলছে এইভাবে নেতাদের মধ্যে গোষ্ঠী ভাগ এবং নিজের মধ্যে দূরত্ব তৈরির পিছনে রয়েছে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের অঙ্ক।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থীপদের অন্যতম দাবিদার সুমন। গত বছরের প্রার্থী সৌরভও টিকিটের আশায়। সেইসঙ্গে জেলা পরিষদের গণ্ডি পেরিয়ে বিধানসভা যেতে চান মনোরঞ্জনও। নির্বাচনে যেই জিতুক না কেন এলাকায় কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং উন্নয়নকেই হাতিয়ার করতে চান সব নেতারা। সে কারণে ব্লকের যে এলাকায় কোনও সরকারি কাজ শুরু হবে সেটার কৃতিত্ব নিতে চান সব গোষ্ঠীর নেতাই। মঙ্গলবারই যেমন একটি রাস্তার উদ্বোধনে ডাকা হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মনোরঞ্জন। চলতি সপ্তাহে শালকুমার এলাকায় একটি বাঁধের কাজের সূচনা করেন সুমন। সেখানে ছিলেন না মনোরঞ্জন। অন্যদিকে, কয়েকদিন আগে তপসিখাতা এলাকায় একটি রাস্তার কাজের সূচনা করেন মনোরঞ্জন। সবমিলিয়ে বলা যায়, তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতারা উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করছে। আর বাড়ছে গোষ্ঠীর লড়াই। যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের সাফাই, দলে কোনও গোষ্ঠীকোন্দল নেই।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি তুষারকান্তির কথায়, 'আমাদের দলে সবাই একসঙ্গে রয়েছে। সাংগঠনিকভাবে কোনও কোন্দল নেই। জনপ্রতিনিধিদের কিছু নিজস্ব মতামত থাকতে পারে। সেটার সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই।'

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক

- ব্লকের রাজনীতিতে সৌরভ গোষ্ঠীর নেতারা বর্তমানে অনেকটাই নিষ্ক্রিয়
- মনোরঞ্জন গোষ্ঠীও একচ্ছত্র প্রভাব খাটাতে পারছে না সুমনের উদয়ে
- মঙ্গলবারই রাস্তার উদ্বোধন করেন সুমন, সেখানে ডাকা হয়নি মনোরঞ্জনকে
- চলতি সপ্তাহে শালকুমার এলাকায় বাঁধের কাজের সূচনাতেও ছিলেন না মনোরঞ্জন
- কয়েকদিন আগে তপসিখাতায় একটি রাস্তার কাজের সূচনা করেন মনোরঞ্জন

চিতাবাঘের হানায় জখম মহিলা শ্রমিক

সমীর দাস

কালচিনি, ১৬ এপ্রিল : বাগানের শ্রমিক কলোনি থেকে প্রায়দিনই ছাগল, হাঁস, মুরগি গায়েব হচ্ছিল। চা বাগানের সেকশনে চিতাবাঘ ঘোরাফেরা করতেও দেখছিলেন শ্রমিকরা। সেজন্য কিছুটা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিলেন কালচিনির রাজাভাত চা বাগানের শ্রমিকরা। বুধবার ওই বাগানের এক শ্রমিক বাগানে পাতা তোলার কাজ করতে গিয়ে চিতাবাঘের হামলায় জখম হয়েছেন। জখম ওই শ্রমিকের নাম সাকিলা আনসারি। চিতাবাঘের হানায় জখম ওই শ্রমিককে বাগানের অন্য শ্রমিকরা তড়িঘড়ি প্রথমে বাগানের হাসপাতালে নিয়ে যান। পড়ে সেখান থেকে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ঘটনার খবর পেয়ে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা বাগানে আসেন। বাগান শ্রমিকরা বনকর্মীদের কাছে বাগানে খাঁচা বসানোর দাবি জানিয়েছেন।

এবিষয়ে রাজাভাতখাওয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার নুর ইসলাম বলেন, 'বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে বাগানে খাঁচা বসানোর আবেদন জানানো হয়েছে। দ্রুত সেখানে খাঁচা বসানো হবে। জখম ওই মহিলার পরিবারের তরফে আবেদন জানানো হলে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে মহিলার চিকিৎসার ব্যয়ভার বন দপ্তর বহন করবে।'

রাজাভাত বাগান

বাগান সূত্রে খবর, বুধবার সকালে সাকিলা অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে বাগানের ৯ নম্বর সেকশনে পাতা তোলার কাজে গিয়েছিলেন। অন্য শ্রমিকদের থেকে কিছুটা দূরে চা পাতা তুলছিলেন। সাড়ে ৮টা নাগাদ পেছন থেকে একটি চিতাবাঘ সাকিলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। চিতাবাঘের এমন অতর্কিত হামলায় সাকিলা ঘাবড়ে মাটিতে পড়ে যান। ঘোর কাটিয়ে তিনি চিৎকার শুরু করেন। তাঁর চিৎকারে অন্য শ্রমিকরা ছুটে এলে চিতাবাঘটি পালিয়ে যায়। চিতাবাঘের হামলায় তাঁর পিঠে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। যদিও তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

অন্যদিকে, দিনে চিতাবাঘের হামলায় শ্রমিক জখমের ঘটনায় বাগানে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বাগান শ্রমিক শিবদয়াল মাহালির কথায়, 'দিনদুপুরে চিতাবাঘের হামলায় ভয়ে আছি। বাগানে একাধিক চিতাবাঘ রয়েছে। অনেকের বাড়ি বা খামার থেকে প্রায়দিনই ছাগল, হাঁস, মুরগি খেয়ে সাবাড় করছে চিতাবাঘ।'

সম্প্রতি রাজাভাত চা বাগানের চিতাবাঘের হামলায় কোনও শ্রমিক জখম হননি। তবে প্রায় ১০ বছর আগে ওই বাগানের এক কিশোর চিতাবাঘের হানায় প্রাণ হারিয়েছিল।

পথসভা

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১৬ এপ্রিল : বুধবার সন্ধ্যায় বীরপাড়ার পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে পথসভা করে সিপিএমের বীরপাড়া শাখা কমিটি। জাতপাত, ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি বন্ধ করা, যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের স্কুলে ফেরানো এবং নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান দলের জেলা কমিটির সদস্য জয়ন্ত চিকবড়াইক, বাপন গোপ, শংকর দাসরা। ওয়াকফ বিল সংশোধনের দাবি করার পাশাপাশি তাঁরা অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার সাম্প্রদায়িক এবং বিভাজনের নীতি নিয়ে চলছে। ২০ এপ্রিল কলকাতার ব্রিগেডে যোগদানেরও আহ্বান জানানো হয় পথসভা থেকে। ব্রিগেড সমাবেশের জন্য বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাটে অর্থ সংগ্রহে নামে সিপিএম। সমাবেশ সফল করার জন্য একটি পথসভা করা হয় সোনাপুর এলাকাতেও।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সূর্যাস্ত।। *নেপালের পোখড়ার ফেওয়া লেকে ছবিটি তুলেছেন হুগলির নীলাব্জ ঘোষ।*

আবর্জনার দুর্গন্ধে রাস্তায় চলা দায়

লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে বাড়ছে ক্ষোভ

সমীর দাস

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১৬ এপ্রিল : হ্যামিল্টনগঞ্জের নেতাজিপল্লি থেকে রবীন্দ্রনগর যাওয়ার মূল সড়কের দুই ধারে দীর্ঘদিন ধরে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, কেউ আবর্জনা ফেলা যেমন বন্ধ করছেন না তেমনই আবর্জনা পরিষ্কার করার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। ফলে জমে থাকা আবর্জনা থেকে প্রতিমুহূর্তে দূষণ ছড়াচ্ছে। সম্পূর্ণ রাস্তাটি সবসময় দুর্গন্ধে ভরে থাকে। এমনকি নেতাজিপল্লির একেবারে শেষ প্রান্তে রয়েছে একটি বড় বেসরকারি স্কুলও। সেখানে রোজ প্রচুর পড়ুয়া আসে। দূষণের জেরে অভিভাবকরাও তাদের স্কুলে পাঠাতে দ্বিধা করছেন। তাই অবিলম্বে বাসিন্দারা ওই এলাকার আবর্জনা পরিষ্কার করার দাবি তুলেছেন। পাশাপাশি গোটা হ্যামিল্টনগঞ্জের আবর্জনা ফেলার জন্য একটি নির্দিষ্ট ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরির দাবিতেও সকলে সরব হয়েছেন। এবিষয়ে লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ধীরেন বাগওয়ার মঙ্গলবার বলেন, 'আমি এই সমস্যার বিষয়ে জানি। ওই পথ দিয়ে মাঝেমধ্যে যাতায়াতও করছি। রাতের অন্ধকারে কিছু মানুষ আবর্জনা ফেলে রেখে যাচ্ছেন, তা টের পাওয়া যায় না। তবুও ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা যাতে ওই এলাকায় আবর্জনা না ফেলেন তার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে তাঁদের সচেতন করা হবে।'

এছাড়া তিনি জানিয়েছেন, হ্যামিল্টনগঞ্জে এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করা যেতে পারে। এর আগে বন দপ্তরের কাছে জমির জন্য আবেদন করা হলেও বন দপ্তরের তরফে তা মঞ্জুর করা হয়নি। তবে সম্প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতের হ্যামিল্টনগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় বড় বড় ডাস্টবিন বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান। হ্যামিল্টনগঞ্জের নেতাজিপল্লি থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে রবীন্দ্রনগর। সেই এলাকা পার হয়ে দক্ষিণ লতাবাড়ি যেতে হয়। নেতাজিপল্লির একদিকে ডিমা চা বাগানের কিছুটা অংশও রয়েছে এবং অপর দিকটা ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ। ১০০ মিটার রাস্তায় কোনও বসতি নেই। এলাকাটি ফাঁকা থাকায় আশপাশের অনেক বাসিন্দাই নিজেদের বাড়ির আবর্জনা সেখানে ফেলে যান বলে অভিযোগ।

নেতাজিপল্লি এলাকার বাসিন্দা চঞ্চল নার্জিনারি বলেন, 'প্রতি বছর বর্ষায় রাস্তার ওই নোংরা জল আমাদের ঘরে ঢোকে। স্থানীয় কালী মন্দিরেও ওই জল যায়। ফলে এখনই ওই রাস্তায় আবর্জনা ফেলা বন্ধ করার ব্যাপারে প্রশাসনকে পদক্ষেপ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।' আবার অনেক ব্যবসায়ীও মাছ-মাংস বিক্রির পরে অবশিষ্টাংশ বস্তায় ভরে রাতের অন্ধকারে রাস্তার দু'ধারে ফেলে যান বলেও এলাকাবাসীর দাবি। রাতে পথকুকুররা সেগুলি রাস্তায় টেনে আনলে রাস্তাটিতে আবর্জনা ও দুর্গন্ধ দুই-ই ছড়ায়। রবীন্দ্রনগরের এক বাসিন্দা হরিশ সরকারের অভিযোগ, 'আমি বিভিন্ন প্রয়োজনে দিনে একাধিকবার ওই রাস্তা দিয়ে হ্যামিল্টনগঞ্জ বাজারে যাই। জমা আবর্জনা ও দুর্গন্ধে যাতায়াত করাই সমস্যার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে দূষণও রয়েছে।'

নেতাজিপল্লি থেকে রবীন্দ্রনগর যাওয়ার রাস্তার পাশে আবর্জনা।

সমস্যা যেখানে

- নেতাজিপল্লি থেকে রবীন্দ্রনগর যেতে রাস্তার দু'পাশে জমে আবর্জনা
- রাতের অন্ধকারে অনেকে এলাকায় ময়লা ফেলে যান
- অভিযোগ, মাছ-মাংস বিক্রেতারাও দোকানের আবর্জনা রাস্তার পাশে ফেলেন
- বর্ষায় রাস্তার ময়লা জল আশপাশের বাড়ি ও মন্দিরে ঢোকে

টুকরো খবর

জন্মদিন

জটেশ্বর, ১৬ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গের প্রবাদপ্রতিম ওস্তাদ ফইজুল হকের ৭৩ জন্মজয়ন্তী পালিত হল শিল্পীর বাসভবনে। শিল্পীর গান ও তাঁর জীবনদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠান করে। পরে নজরুলগীতি ও ভাওয়াইয়া গানের বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেন ফইজুল হক। নজরুলগীতির পাশাপাশি ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, লোকগীতি, পল্লিগীতি শেখান ফইজুল।

হাতির আতঙ্ক

কুমারগ্রাম, ১৬ এপ্রিল : কুমারগ্রাম বিডিও অফিস এলাকায় বাসিন্দাদের বাড়ির সামনে, গ্রামের গলিপথে, কৃষক বাজারের আশপাশে এমনকি ঘরবাড়ি লাগোয়া সবজি খেতে হাতির পায়ের ছাপ দেখে বুধবার চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দা সৌতম দাস বলেন, 'মঙ্গলবার রাতে লোকালয়ে হাতি ঢুকেছিল। বাড়ির পেছনের খেতের একটি চালকুমড়ো ছিঁড়ে নেয় হাতিটি।' অন্যের খেত থেকেও কলা, লাউ, কুমড়ো খেয়ে ভোরে ফের জঙ্গলে চলে যায় হাতিটি। বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

তরুণ গ্রেপ্তার

হাসিমারা, ১৬ এপ্রিল : হাসিমারার ৮ নম্বর লাইন এলাকার এক তরুণ উসকানি ও অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিল। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ওই তরুণকে এদিন সাইবার অপরাধ মামলায় গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালতে তোলা হবে। ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যম থেকে পোস্টটি মুছে ফেলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ ভাইরাল ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি।

সেমিনার

সোনাপুর, ১৬ এপ্রিল : বুধবার দুপুরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে পীযূষকান্তি মুখার্জি মহাবিদ্যালয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারে 'বর্তমান রাষ্ট্র : গান্ধিজির চিন্তাভাবনা' শীর্ষক আলোচনা হয়। সেখানে পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে। স্পেশাল রিসোর্স পার্সন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গীতা দেবনাথ। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ শংকরপ্রসাদ দে বলেন, 'পড়ুয়াদের চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটাতে প্রত্যেক বিভাগে আলাদা আলাদা করে স্টুডেন্ট সেমিনার করা হচ্ছে। পাশাপাশি বাংলা বিভাগের তরফে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রেরও আয়োজন করা হবে খুব শীঘ্রই।'

শহর নয়, গ্রামে সচেতনতায় জোর

সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি দমকল বিভাগের

আলিপুরদুয়ার, ১৬ এপ্রিল : শহর বা শহরতলির বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, অফিস, হাসপাতাল বা দোকানে দমকল বিভাগের তরফে সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে শহরের পাশে গ্রামাঞ্চল সহ দুর্গম এলাকাগুলিতে সেভাবে এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি খুব একটা নিতে দেখা যায় না। কিন্তু এই সমস্ত গ্রামীণ এলাকাতেই প্রকাশ্যে পেট্রোল, ডিজেল মজুত রেখে দেদারে চলছে অবৈধ কারবার। এর ফলে যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। এই আবহে আলিপুরদুয়ার দমকল বিভাগের তরফে গ্রামীণ এলাকাগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার দমকলবাহিনীর ওসি ভাস্কর রায়ের কথায়, 'আলিপুরদুয়ার শহর এলাকায় অগ্নিনির্বাপণ নিয়ে কর্মসূচি নেওয়া হলেও গ্রামীণ এলাকায় এধরনের কর্মসূচি খুব একটা নেওয়া হয় না। ১৪ এপ্রিল থেকে অগ্নিনির্বাপণ সপ্তাহ শুরু হয়েছে। চলবে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত। এই সময় গ্রামীণ দুর্গম এলাকাগুলিতে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি করা হচ্ছে।' তাঁর আরও সংযোজন, অনেক সময় দুর্গম গ্রামীণ এলাকায় প্রবেশে রাস্তার সমস্যা থাকে। তেমনি প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থাও সেভাবে থাকে না। অনেকে জানেন না, আগুন লাগলে প্রাথমিকভাবে কী করণীয়। সবদিক মাথায় রেখে এই কর্মসূচি করার কথা ভাবা হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন ডিমা নদীর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা, নর্থ পয়েন্ট এলাকা, বিবেকানন্দ-২ অঞ্চলের লাল স্কুল মোড়, নাড়ু চৌপথি, গরম নদীর সেতু সংলগ্ন এলাকা, বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার ধারে প্রকাশ্যে কাটা তেল বোতলে বিক্রি হয়। শুধু তাই নয়, দোকান বা বাড়িতে ড্রামে পেট্রোল-ডিজেলের মতো দাহ্য পদার্থ অনেক অসাধু ব্যবসায়ী মজুত করে রাখছে। এর ফলে যে কোনও সময় আগুন লেগে যেতে পারে। আর আগুন লেগে গেলে সেই দোকান বা বাড়ি সহ আশপাশের সম্পূর্ণ এলাকায় আগুন ছড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে দমকল বিভাগের কর্মীরা। অনেকে গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়াই যেভাবে ব্যবসা করছে, তা নিয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখছে দমকল বিভাগ। তাই নড়েচড়ে বসেছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

এবিষয়ে মনোজ বর্মন নামে এক ব্যবসায়ী বলেন, 'আমরা দোকান থেকে অনেকটা বাইরে তেল বিক্রি করছি সাবধানতা মেনে। তবে দমকলবাহিনীর নেওয়া এই ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত। আমরা এই কর্মসূচিতে অনেক কিছু শিখতে পারব।'

শামুকতলা বাজারে সচেতনতা শিবিরে দমকলকর্মীরা।

কেন সতর্কতা

- শহর সংলগ্ন জংশন এলাকা সহ বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় কাটা তেল বোতলে বিক্রি হয়
- দোকান বা বাড়িতে ড্রামে পেট্রোল ও ডিজেলের মতো দাহ্য পদার্থ মজুত করে রাখছে অসাধু ব্যবসায়ীরা
- কোনওভাবে যদি দোকানে আগুন লাগে তাহলে আশপাশের এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে
- এই পরিস্থিতিতে গ্রামীণ এলাকার মানুষকে সচেতন করতে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে দমকল বিভাগ

পৃথক ক্রীড়া জোন

মাদারিহাট ও রাঙ্গালিবাজনা, ১৬ এপ্রিল : বুধবার রাঙ্গালিবাজনা মোহনসিং হাইস্কুলে আয়োজিত বৈঠকে ফালাকাটা ও মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের জোনাল কাউন্সিল ভেঙে দুটি পৃথক জোনাল কাউন্সিল গঠন করা হল। উপস্থিত ছিলেন দুই ব্লকের হাইস্কুলগুলির প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা, শারীরশিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বীরপাড়া জোনের কার্যনির্বাহী সভাপতি মনোনীত হন রাঙ্গালিবাজনা মোহনসিং হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অমল রায়। সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন রামঝোরা বাজার হিন্দি হাইস্কুলের শারীরশিক্ষার শিক্ষক মহেশ মাহাতো।

অন্যদিকে, ফালাকাটা জোনের কার্যনির্বাহী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন যথাক্রমে লাল্টুরাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রাণতোষ পাল এবং পারঙ্গেরপার হাইস্কুলের শারীরশিক্ষার শিক্ষক সুশান্ত রায়। সংশ্লিষ্ট ব্লক দুটির বিডিওরা পদাধিকারবলে নয়া কমিটির সভাপতি মনোনীত হন।

ফালাকাটা ও মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক মিলিয়ে এতদিন স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের একটিমাত্র জোনাল কাউন্সিল ছিল। অথচ অন্যান্য প্রতিটি ব্লকে পৃথক পৃথক জোনাল কাউন্সিল ছিল আগাগোড়াই। বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জোনাল স্তরের সেরারা জেলা স্তরে খেলার সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে প্রতিটি ইভেন্টে দুটি ব্লকের মোট একজন করে সেরা খেলোয়াড় সুযোগ পাচ্ছিল। পড়ুয়ারা বঞ্চিত হচ্ছে বলে অভিযোগ করছিলেন শারীরশিক্ষার শিক্ষকরা।

ফালাকাটা ও বীরপাড়া

হিন্দু শহিদ দিবস পালন

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১৬ এপ্রিল : বুধবার জেলা বিজেপির তরফে হিন্দু শহিদ দিবস পালন করা হল। আলিপুরদুয়ার শহরে জেলা বিজেপি পার্টি অফিসের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও শহিদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জেলা বিজেপি সভাপতি মিঠু দাস সহ অন্য কর্মীরা। মিঠু বলেন, 'রাজ্যব্যাপী সনাতনী সমাজের ওপর প্রতিনিয়ত আক্রমণ বেড়েই চলেছে। যার ফলে অনেক সনাতনী ভাইদের প্রাণ হারাতে হয়েছে।' মুর্শিদাবাদ কাণ্ডে নিহত চন্দন দাস ও হরগোবিন্দ দাসকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সকলে।

কুমারগ্রাম বাসস্টপে বিজেপির কুমারগ্রাম ২ নম্বর মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে হিন্দু শহিদ দিবস পালন করা হয়। মণ্ডল সভাপতি নলিত দাস বলেন, 'সন্ত্রাসবাদীদের সরকার চলছে।' একইভাবে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সাহেবপোঁতা এলাকায় বিজেপির কর্মসূচি দেখা যায়। পলাশবাড়িতেও মিছিল ও পথসভা করে বিজেপি। সম্প্রতি ওয়াকফ নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া অশান্তির ঘটনায় তীব্র ধিক্কার জানিয়ে এদিন পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট বাজার চত্বরে বিজেপির মিছিল ও পথসভা হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন ও অন্যরা।

দুর্ঘটনা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৬ এপ্রিল : বুধবার পুণ্ডিবাড়ি-ফালাকাটা জাতীয় সড়কে শ্রীরামহাট সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজের রেলিংয়ে ধাক্কা মারে একটি পণ্যবাহী ট্রাক। সেই সময়ে এলাকায় ছিল একটি টোটো। সকলেই অল্পের জন্য রক্ষা পান। খবর পেয়ে ঘোকসাডাঙ্গা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটিকে উদ্ধার করে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে।

মতুয়া মহোৎসবে প্রসাদ খেলেন তসবিররা

শালকুমারহাটে সম্প্রীতির বার্তা

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ১৬ এপ্রিল : ধর্ম যার যার উৎসব সবার। এই ভাবনা নিয়েই মতুয়া উৎসবে শামিল হলেন তসবির আহমেদ। বুধবার থেকে শালকুমারহাটে মতুয়াদের তিনদিনব্যাপী উৎসব শুরু হয়েছে। সেখানেই এসেছেন কলাবাড়িয়ার তসবির। রীতিমতো প্রসাদও খেয়েছেন। বললেন, 'এখানে এসেছি। বেশ ভালো লাগছে। আসলে উৎসব তো সবারই।'

আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্যে মতুয়াদের সব থেকে বড় উৎসব হয় শালকুমারহাটেই। সেখানেই সম্প্রীতির এই ছবি দেখা গেল। উৎসবের এমন আবহে খুশি উদ্যোক্তারাও। মতুয়া মহাসংঘের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক নির্মলকুমার বালার কথায়, 'এটি মতুয়াদের অনুষ্ঠান হলেও শালকুমারহাটের অন্য সম্প্রদায় ও ধর্মের মানুষও শামিল হন। এখানে কোনও ধর্মীয় ভেদাভেদ নেই। এভাবে এক সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি হয়।'

বৈশাখের শুরুতেই জলদাপাড়া বনাঞ্চল লাগোয়া শালকুমারহাট এখন উৎসব মুখর। বুধবার থেকে মহোৎসব শুরু হয়েছে এই শালকুমারহাটেই। শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর কলাবাড়িয়া গ্রামে ১৯৯১ সালে মতুয়া মহাসংঘ স্থাপিত হয়। এখানেই রয়েছে হরিচাঁদ ঠাকুরের মন্দির। এখানকার মতুয়া মহোৎসবের সঙ্গে ওপার বাংলার একটা যোগ রয়েছে। মতুয়াদের দাবি, প্রায় দুশো বছর আগে অশ্বিনী গোঁসাই বৈশাখের ২ ও ৩ তারিখ বাংলাদেশে এই মহোৎসব করতেন। সেখানে ঠাকুরবাড়ির হরিচাঁদ ঠাকুরও যেতেন। সেই ঐতিহ্য মেনেই শালকুমারহাটে বৈশাখ মাসে মতুয়াদের এই উৎসব হয়। নির্মলকুমারের কথায়, 'বাংলাদেশের অশ্বিনী গোঁসাইকে অনুসরণ করেই নিয়মনিষ্ঠা সহকারে এই পুজো ও উৎসবের আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত প্রসাদ বিলি চলবে। এখানে সব ধর্মের মানুষই আসেন।'

স্থানীয় বাসিন্দা নুরবাস আলির কথাতেও একই সুর শোনা গেল, 'আমাদের এখানে কোনও ভেদাভেদ নেই। সব সম্প্রদায়ের মানুষ উৎসবে শামিল হন। মতুয়াদের এই বার্ষিক উৎসবে আমার মতো অনেকেই যান। শুধু উৎসবেই যাই তা নয়, আমরা প্রসাদও গ্রহণ করি।' মতুয়া মহাসংঘের স্থানীয় প্রতিনিধি সুকুমার বালা বলেন, 'আমাদের এই উৎসব হয়ে ওঠে বিবিধের মাঝে মিলন মহান। এলাকার সব সম্প্রদায় ও ধর্মের মানুষকে উৎসবে আমন্ত্রণ করা হয়।'

বুধবার সকালে স্থানীয় মতুয়ারা বিজয় নিশান লাগানোর পর কীর্তন করে জল ভরতে যান। তারপর সেই জল দিয়ে ঘট স্থাপন করা হয়। সেখানে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পর উদ্বোধনী আলোচনা শুরু হয়। তারপর শুরু হয় হরিসংকীর্তন। এভাবে রাতভর ঠাকুর সম্পর্কে আলোচনা ও কীর্তন চলবে। বৃহস্পতিবার সকালে অঞ্জলি দেওয়ার মাধ্যমে দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান শুরু হবে। সেদিনও কীর্তন ও আলোচনার পর প্রসাদ বিতরণ করা হবে। রাতভর প্রসাদ গ্রহণের জন্য হাজার পাঁচেক মানুষকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। মতুয়াদের এই অনুষ্ঠানে ঠাকুরনগর সহ আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলা, পলাশবাড়ি, আসাম মোড়, নতুনপাড়া, মুন্সিপাড়া, প্রধানপাড়ার বেশ কয়েকটি কীর্তনের দল যোগ দিয়েছে। আগামী শুক্রবার উৎসবের সমাপ্তি।

শালকুমারহাটে মতুয়াদের কীর্তন। বুধবার। -সংবাদচিত্র

ধৃত আরও ৮

ভাঙড়ে গোলমালের ঘটনায় আরও ৮ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে কাশীপুর থানা এলাকা থেকে ৪ জনকে ও হাতিশালা থানা এলাকা থেকে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কাজ শুরু

ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের অঙ্গ হিসেবে দাশপুরে সেতুর কাজ শুরু করল সেচ দপ্তর। বাকি কাজও দ্রুত শুরু হবে বলে জানিয়েছেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া।

ধৃত বাংলাদেশি

হাওয়ালার মাধ্যমে বাংলাদেশে টাকা পাঠানোর অভিযোগে উত্তর ২৪ পরগনার বিশরপাড়া থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ইডি। ধৃত ব্যক্তি বাংলাদেশি। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

বৃষ্টির সম্ভাবনা

আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে গরম কমবে না। শিলাবৃষ্টিও হতে পারে। এমনই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

হাইকোর্টে তিন বিচারপতির এজলাসে মামলা

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : সংশোধিত ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি নিয়ে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে তিন বিচারপতির বেঞ্চে একাধিক মামলা দায়ের হল। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে এনআইএ তদন্ত চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তাছাড়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদও প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হয়েছে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসেও মুর্শিদাবাদের অশান্তি কবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করতে চেয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মামলা দায়ের করেছেন। তবে তাঁর মুর্শিদাবাদ পরিদর্শনের অনুমতি আপাতত ডিভিশন বেঞ্চের ওপরই ছাড়া হয়েছে। এদিন তাঁর এজলাসেই পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে আরও একটি মামলা দায়ের হয়েছে। এছাড়া বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে একটি সংগঠন মুর্শিদাবাদে ক্যাম্প করতে চেয়ে মামলা দায়ের করেছে।

এদিন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে সুতি, ধূলিয়ান, সামশেরগঞ্জ সহ একাধিক এলাকার কয়েকজন বাসিন্দাও মামলা দায়ের করেন।

মুর্শিদাবাদের হিংসায় দোষারোপ শুভেন্দুর

‘মমতার সংখ্যালঘু তাস’

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক হিংসার জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার মুর্শিদাবাদ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে পালটা মুখ্যমন্ত্রীকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে এই মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর মতে, গত লোকসভা ভোটে হাতছাড়া হওয়া মালদা দক্ষিণ লোকসভার সংখ্যালঘু ভোট ফেরাতেই পরিকল্পিতভাবে এই দাঙ্গা করিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। হিংসা রুখতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। রাজ্য পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রেখে গোটা জেলাজুড়ে যেভাবে হিংসা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর জেলে যাওয়া উচিত।

মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে সাম্প্রতিক হিংসায় নিহত হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর ছেলে চন্দন দাসের স্মৃতিতে বুধবার বিধানসভার বাইরে ‘শহিদ দিবস’ পালন করে বিজেপি। সেখান থেকেই মুর্শিদাবাদ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের বিরুদ্ধে পালটা তোপ দাগেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। এদিনই বিধানসভা থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে নেতাজি ইন্ডোরে এক কর্মসূচি থেকে মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদের ঘটনাকে পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত বলে অভিযোগ করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সেই মন্তব্যের পালটা জবাব দিতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘হ্যাঁ চক্রান্ত তো বটেই। আর সেইজন্যই আমরা চাই তাঁর স্বরূপ উদঘাটিত হোক। সেই কারণেই আমরা এনআইএ তদন্ত দাবি করেছি। তবে আমি জানি আসল চক্রান্তটা কী?’ এরপরই স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে শুভেন্দু বলেন, ‘আসল কারণ গত লোকসভা ভোটে মালদা দক্ষিণ লোকসভার অধীন মোথাবাড়ি, সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ানে কংগ্রেস জিতেছে। সেখানে সংখ্যালঘু মুসলিমরা কংগ্রেসকে জিতিয়েছে। ’২৬-এর বিধানসভার আগে সেই সংখ্যালঘু ভোট তৃণমূলের দিকে আনতেই পরিকল্পিতভাবে এই দাঙ্গা করিয়েছে তৃণমূল।’

সামশেরগঞ্জ বিধানসভা জেলাগতভাবে মুর্শিদাবাদের মধ্যে হলেও মালদা দক্ষিণ লোকসভার অধীন। এই কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ভোটার প্রায় ৮০ শতাংশেরও বেশি। গত লোকসভা ভোটে তৃণমূল তৃতীয় স্থান দখল করে। ফরাক্কায় কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের ব্যবধান ছিল প্রায় ৭০ হাজার। আর সামশেরগঞ্জে প্রায় ৩০ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়েছিলেন কংগ্রেসের ইশা খান চৌধুরী।

শুভেন্দুর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে কংগ্রেসও। প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, ‘ঘটনা যদি পূর্বপরিকল্পিত হবে তাহলে আপনি জানতেন না কেন? সরকার জানত না কেন? আর যদি জানতেন তাহলে ব্যবস্থা নেননি কেন? আসলে বিপদে পড়ে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।’

এদিন তাৎপর্যপূর্ণভাবে কলকাতায় আইএসএফ-এর সমাবেশ ও মিছিল নিয়েও প্রশংসা শোনা গিয়েছে শুভেন্দুর গলায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, মমতার সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে ধস নামাতে বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ-এর মতো দলগুলি যদি কিছুটা সফল হয় তাতে আখেরে লাভ বিজেপিরই। সেই অঙ্ক থেকেই এদিন এই সওয়াল শুভেন্দুর।

নয় সদস্যের সিট

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : জঙ্গিপুরের অশান্তির ঘটনায় ৯ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করল রাজ্য পুলিশ। রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিমের সই করা ওই নির্দেশিকায় আইবি-র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শান্তনু চৌধুরীর নেতৃত্বে ওই ৯ সদস্যের দল গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে দুজন ডিএসপি পদমর্যাদার অফিসার, ৫ জন ইনস্পেকটর পদমর্যাদার অফিসার ও সুন্দরবন পুলিশ জেলার সাইবার ক্রাইম সেলের ওসি রয়েছেন। এদিন থেকেই ওই বিশেষ তদন্তকারী দল সামশেরগঞ্জে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করে তদন্তের দাবিতে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে।

> আসল কারণ গত লোকসভা ভোটে মালদা দক্ষিণ লোকসভার অধীন মোথাবাড়ি, সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ানে কংগ্রেস জিতেছে। সেখানে সংখ্যালঘু মুসলিমরা কংগ্রেসকে জিতিয়েছে। ’২৬-এর বিধানসভার আগে সেই সংখ্যালঘু ভোট তৃণমূলের দিকে আনতেই পরিকল্পিতভাবে এই দাঙ্গা করিয়েছে তৃণমূল।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

ডাবের জলে তেষ্টা মেটানো। বুধবার এসপ্ল্যানেডের কাছে। ছবি : আবির চৌধুরী

দিঘার মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রীর স্বর্ণঝাড়ু

প্রস্তুতি বৈঠকে দায়িত্ব ভাগ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : পুরীতে জগন্নাথদেবের রথ টানার আগে সোনার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা ঝাঁট দেওয়ার রেওয়াজ আছে। দিঘার জগন্নাথদেবের জন্যও সোনার ঝাড়ু উপহার দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই জন্য তাঁর নিজস্ব সঞ্চয় থেকে ৫ লক্ষ টাকা তিনি দিতে চেয়েছেন।

বুধবার সন্ধ্যায় নবান্ন সভাঘরে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এই কথা জানিয়েছেন। এদিনের বৈঠকে জগন্নাথ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ড, ইসকন কর্তৃপক্ষ, রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘২৯ এপ্রিল যজ্ঞের মধ্যে দিয়ে জগন্নাথদেবের প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হবে। ওইদিন পুরীর রাজেশ দ্বৈতপতি এই যজ্ঞ করবেন। ৩০ এপ্রিল প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। ওইদিনই অক্ষয় তৃতীয়া। প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর ইসকন কর্তৃপক্ষের হাতে মন্দিরের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে।’

দিঘার জগন্নাথ মন্দিরকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা শুরু হয়েছে। রাজ্যের খ্যাতনামা শিল্পপতি থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক জগতের লোকজন এই মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকবেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বৈঠকে সকলের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, ‘২৮ এপ্রিল আপনারা পৌঁছে যান। ২৯ ও ৩০ এপ্রিল অনুষ্ঠান চলবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে। ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নাচের গ্রুপ অনুষ্ঠান করবে। অদিতি মুন্সির অনুষ্ঠান থাকবে। এছাড়াও রাজ্যের সংস্কৃতি জগতের অনেকের অংশগ্রহণ থাকবে।’ অন্তত ১২ থেকে ১৫ হাজার ভক্ত ও অতিথি সমাগম হতে পারে ধরে নিয়ে সমস্ত দপ্তরের আধিকারিককে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দপ্তরের মন্ত্রীদের বিভিন্ন দায়িত্ব ভাগও করে দেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কবে থেকে দিঘার মন্দিরের দানধ্যান প্রক্রিয়া শুরু হবে, তা আমাকে আগে থেকে জানাবেন। সবার প্রথম আমি জগন্নাথদেবের জন্য সোনার ঝাড়ু উপহার দেব। এর জন্য ৫ লক্ষ ১ টাকার একটি চেক আমার তৈরি করা আছে। পুরীর আদলে দিঘার মন্দিরেও এরকম একটি সোনার ঝাড়ু রাখা হবে।’ এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দিঘার মন্দিরকে দেখার জন্য গোটা রাজ্যের মানুষের আগ্রহ রয়েছে জানি। কিন্তু সবাই একসঙ্গে যাবেন না। তাতে দুর্ঘটনা হতে পারে। উদ্বোধনের পর তো সারাজীবন পড়ে রয়েছে। সকলেই চলুন সারা বছর ধরে।’

তিন মৃত্যুতে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদ। ইতিমধ্যেই সেখানে তিনজনের প্রাণ গিয়েছে। প্রচুর বাড়িঘর ও দোকান ভাঙচুর হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইমাম ও মোয়াজ্জেমদের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এলাকায় শান্তি না থাকলে আপনার পায়ে কুড়ুল মেরে বিজেপি সুবিধা নেবে। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। মনে রাখবেন, একটি গাড়ি কিনতে ৪০ লক্ষ টাকা লাগে।’ এরপরই মুর্শিদাবাদে মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করে বলেন, ‘যাঁরা অশান্তিতে মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। এছাড়া হিংসার ঘটনায় যাঁদের বাড়ি পুড়েছে, তাঁদের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে। এছাড়াও যাঁদের দোকান ভেঙেছে, সেটাও এস্টিমেট করতে আমি মুখ্যসচিবকে বলেছি।’

যদিও এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর জাফরাবাদের মৃত হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের পরিবার জানিয়ে দিয়েছে, তারা এই ক্ষতিপূরণের টাকা নেবে না। তারা মনে করে, সেদিন পুলিশ সময়মতো এলে পরিবারের দুই সদস্যকে হারাতে হত না। এদিনই ছিল হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, আতঙ্কের কারণে শ্রাদ্ধের কাজ করার জন্য কোনও পুরোহিত বা ক্ষৌরকারকে তাঁরা পাশে পাননি। তাই শেষপর্যন্ত ক্ষৌরকার ও পুরোহিত ছাড়াই এই কাজ করতে হয়েছে। তবে এগিয়ে এসেছিলেন কীর্তনের দলের সদস্যরা।

পর্যালোচনা বৈঠকে বিজেপি

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : জঙ্গিপুর, সামশেরগঞ্জ সহ মুর্শিদাবাদ জেলার সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে ধর্মীয় রাজনীতির কতটা ফায়দা এল, তার মূল্যায়ন করতেই ১৮ এপ্রিল জরুরি বৈঠক ডাকল বিজেপি। সল্টলেকে বিজেপির দপ্তরে এই বৈঠকে বিধায়ক, সাংসদদের পাশাপাশি জেলা সভাপতিদেরও ডাকা হয়েছে। বাংলাদেশের পর মুর্শিদাবাদের ঘটনায় হিন্দুদের ওপর আক্রমণের অভিযোগ তুলে হিন্দু ঐক্যের দাবিতে সরব হয়েছিল বিজেপি। সামশেরগঞ্জে হিন্দু পরিবারের হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের মৃত্যুকে ‘শহিদের মৃত্যু’ আখ্যা দিয়ে ১৬ থেকে ১৮ এপ্রিল শহিদ দিবস পালনের কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি।

সূত্রের খবর, ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে হিন্দু ভোট একজোট করার লক্ষ্যে আন্দোলনকে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্থির করতেই শুক্রবার বৈঠকে বসছেন কেন্দ্র ও রাজ্য নেতৃত্ব।

RIGHT TO LIFE
RIGHT TO LIVELIHOOD
VIOLATED
WE WANT (OUR JOB) BACK
শুভ নববর্ষ ১৪৩২
আমরা চাই ন্যায় বিচার
যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ
গ্রুপ সি-গ্রুপ ডি-র যোগ্য কর্মচারী

চাকরি ফেরতের দাবিতে অবস্থান। বুধবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের আজ ভাগ্যপরীক্ষা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : চাকরিহারা প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে নিয়ে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আর্জির ওপর গুরুত্বপূর্ণ শুনানি। আর্জির ভবিষ্যতের ওপর কিছুটা হলেও চাকরিহারাদের ভাগ্য নির্ভর করছে। সুপ্রিম কোর্ট আর্জি মঞ্জুর করলে চাকরি বাতিল রায়ের ওপর পরবর্তীকালে রাজ্য সরকারের রিভিউ পিটিশনের পক্ষে একটা রাস্তা খুলে গেলেও যেতে পারে বলে বুধবার নবান্ন, শিক্ষা দপ্তর ও পর্ষদ প্রশাসনের বড় অংশ আশা করছে।

পর্ষদ সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানিয়েছে, আদালত-নির্দেশে নতুন নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত বা চলতি শিক্ষাবর্ষ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চাকরি বাতিলের রায় স্থগিত রাখা হোক। যদিও আইন-বিশেষজ্ঞ অধিকাংশেরই ধারণা, সুপ্রিম কোর্টে এই আর্জি মঞ্জুরের আশা খুবই ক্ষীণ। অতীতে সুপ্রিম কোর্টে এ ধরনের তেমন কোনও উদাহরণ নেই। এখন আর্জি মঞ্জুর হলে সেটা ভবিষ্যতের জন্য একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে সুপ্রিম কোর্টে।

তবুও বুধবার নবান্ন সূত্রের খবর, আর্জির শুনানির ওপর বিশিষ্ট আইনজীবী থেকে শুরু করে অন্যান্য কাগজপত্র নিয়ে পর্ষদের চূড়ান্ত তৎপরতা ও প্রস্তুতি তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ এই শুনানির প্রস্তুতির বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে সব খোঁজখবর নিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে পর্ষদ সভাপতিরও এ নিয়ে কথা হয়েছে।

২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলা

এদিন তৎপর নবান্ন প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক মন্তব্য করেন, ‘বৃহস্পতিবার কী হয় সেদিকে তাকিয়ে আমরা সবাই। একদিক থেকে কাল বিষয়টি একরকম ‘অ্যাসিড টেস্ট’ বলা যেতে পারে। চাকরি বাতিলের রায়ের পর পর্ষদের আর্জি সুপ্রিম কোর্ট এ যাত্রায় মঞ্জুর করলে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত রিভিউ পিটিশনের ভাগ্যের ওপর একটা রাস্তা খুলে যেতে পারে। আপাতত আর্জি মঞ্জুর হলে রিভিউ পিটিশনে কিছুটা হলেও জোর পাবে রাজ্য সরকার।

এদিন পর্যন্ত রিভিউ পিটিশন সরকার সুপ্রিম কোর্টে পেশ করেনি। চাকরি বাতিলের রায়ের ওপর রিভিউ পিটিশন পেশ ওই কারণেই স্থগিত রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আর্জি-শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা কী হয় তা দেখার পরই রিভিউ পিটিশন পেশ করবে রাজ্য সরকার। এখনও পর্যন্ত সিদ্ধান্ত তাই-ই।’

ওই শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, আসলে পর্ষদের আর্জিতে মানবিকতা দিকটিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে তুলে ধরা হচ্ছে। প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হলে তাঁদের সংসার ও ভবিষ্যতে ঘোর অনিশ্চয়তার অন্ধকার নেমে আসবে এটার ওপরই আর্জিতে জোর দেওয়া হচ্ছে।

হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে দ্রুত শুনানি চেয়ে আবেদন করা হল। এই মামলার একাংশের তরফে বুধবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে জানানো হয়, মামলায় অন্তর্বর্তী নির্দেশ রয়েছে। তার ফলে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এই প্রেক্ষিতে দ্রুত শুনানি হোক। ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, মামলায় সমস্ত পক্ষকে নোটিশ দিতে হবে। সমস্ত পক্ষ শুনানির দিন নির্ধারণ করে আবেদন করবে।

৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলা

একপক্ষের আবেদন শুনে আদালত শুনানির দিন নির্ধারণ করলে সেই নির্দিষ্ট দিনে শুনানি নাও হতে পারে।

সূত্রের খবর, আদালতের পরামর্শে চলতি সপ্তাহেই মামলার সমস্ত পক্ষকে নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে দ্রুত শুনানির আবেদন করার কথা রয়েছে। সম্প্রতি এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ান বিচারপতি সৌমেন সেন। এই মামলা বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির জন্য ছিল। তবে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বিচারপতি সেন মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোয় প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি শুনানির জন্য নির্ধারণ করেন।

পদক্ষেপ স্বাস্থ্য কমিশনের

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : সাধারণ মানুষের মেডিক্লেমে হয়রানি! রাজ্য বিমা সংস্থাগুলিকে এবার সরাসরি তলব করল রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশন। কখনও হাসপাতালে চিকিৎসাবাবদ বিল বিমা সংস্থার থেকে না মেলার অভিযোগ, কখনও ক্যাশলেস ব্যবস্থা কার্যকর না হওয়া, আবার কখনও প্রিমিয়াম দেওয়ার পরেও বিমার সুবিধা না পাওয়া প্রভৃতি অভিযোগের সমাধান করতেই ২১ এপ্রিল আলিপুরের ধনধান্য সভাগৃহে ১১টি স্বাস্থ্যবিমা সংস্থাকে নিয়ে বৈঠকে বসবে রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশন। এর মধ্যে ৪টি সরকারি বিমা সংস্থাও রয়েছে।

বাংলাদেশ যোগসূত্রের তদন্তে ইডি

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : ভুয়ো পাসপোর্ট মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত আজাদ মল্লিকের বাংলাদেশ যোগসূত্র খতিয়ে দেখতে চায় ইডি। মঙ্গলবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার তাকে ব্যাংকশাল আদালতে তোলা হয়। তদন্তকারীদের ধারণা, আজাদ হাওয়ালা চক্রে জড়িত ছিল। তার স্ত্রী, সন্তান বাংলাদেশেই থাকে। দুর্নীতির কোটি কোটি টাকার উৎস কী এবং ওই টাকা অন্য কোনও ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল কি না তা জানতে চাইছে ইডি। তাই তাকে ১৪ দিনের হেপাজতে চাওয়া হয়। বিচারক ধৃতের ১৩ দিনের ইডি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, আজাদ একটি ক্যাফে থেকে ১২-১৩ হাজার টাকার বিনিময়ে ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরি করত। এছাড়াও ভুয়ো নথির মাধ্যমে অন্যান্য পরিচয়পত্র তৈরির কাজও করত। জাল পাসপোর্ট কাণ্ডে অন্যতম মিডলম্যান ছিল আজাদ। বাংলাদেশেও তার এজেন্ট রয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। আজাদের মাধ্যমে ২ কোটি টাকার বেশি হাওয়ালায় বাংলাদেশে পাচার করা হয়েছে। তার ফোন পরীক্ষা করে তথ্য পেয়েছেন ইডি আধিকারিকরা।

জাল পাসপোর্ট কাণ্ড

শহিদ দিবস নিয়ে টক্করে সুকান্ত-শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : শহিদ দিবস পালনে সুকান্ত মজুমদার-শুভেন্দু অধিকারীর মতো রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকে একে অপরকে টক্কর দিতে দেখা গেল।

বিধানসভার বাইরে সামশেরগঞ্জ ইস্যুতে হিন্দু শহিদ দিবস পালন করলেন শুভেন্দু। সন্ধ্যায় নন্দীগ্রামে মোমবাতি মিছিলে হাঁটলেন তিনি।

উত্তর কলকাতায় বিজেপি রাজ্য দপ্তরে একই ধাঁচের কর্মসূচিতে দেখা গেল রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে। পরে মুর্শিদাবাদের আক্রান্ত পরিবারদের নিয়ে ভবানী ভবনে ডিজির সঙ্গে দেখা করলেন সুকান্ত। পরে এই সাক্ষাৎকে বিজেপির আন্দোলনের নৈতিক জয় বলে দাবি করে সুকান্ত বলেন, আগে আইসিরা আমাদের সঙ্গে দেখা করত না। এখন ডিজি নিজে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করছেন। এরপরে মুখ্যমন্ত্রীকেও বিজেপির সামনে মাথা নত করতে হবে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, এদিন বিধানসভা চত্বর থেকে কালো পতাকা ও হিন্দু শহিদ দিবস লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মিছিল করেন শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা। পরে গেটের বাইরে রাখা শহিদ বেদিতে মালা দেন তাঁরা। চড়া সুরে হিন্দুত্বের স্লোগানের পাশাপাশি ‘চোর মমতা হায় হায়’ স্লোগানও শোনা যায় শুভেন্দুর মুখে। পরে মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনায় রাজ্য পুলিশের ব্যর্থতার জন্য মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে শুভেন্দু বলেন, ‘১১ এপ্রিলের ঘটনার জন্য পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি। এই অপরাধের জন্য তাঁকে জেলে দেখতে চাই।’

অন্যদিকে, বিধানসভার বাইরে মুর্শিদাবাদ ইস্যুতে শুভেন্দুর সুর চড়ানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তর কলকাতায় বিজেপির রাজ্য দপ্তরে প্রায় একই ধাঁচে শহিদ দিবস কর্মসূচি পালন করলেন সুকান্ত। যদিও এদিন সকাল পর্যন্ত সুকান্তর এই কর্মসূচির ঘোষণা দলীয়ভাবে করা হয়নি। রাজ্য দপ্তরে যুবমোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ-র নেতৃত্বে শহিদ দিবস পালনের যে কর্মসূচি ছিল খানিকটা আচমকাই সেই কর্মসূচিতে যোগ দেন সুকান্ত। রাজ্য দপ্তরের বাইরে অস্থায়ীভাবে তৈরি শহিদ বেদিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর সামশেরগঞ্জের ঘটনায় ঘরছাড়া কয়েকটি হিন্দু পরিবারের লোকজনকে নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে হাজির হন তিনি। সুকান্ত বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী যে দাবি করছেন তার সঙ্গে স্থানীয় (ক্ষতিগ্রস্ত) মানুষের দাবির কোনও মিল নেই। এঁরা স্পষ্টই বলছেন, কোনও বহিরাগত নয়, পার্শ্ববর্তী কয়েকটি এলাকার বিশেষ সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ এই হামলা করেছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী এই হামলাকে সীমান্তপারের হামলা বলে দাবি করে বিএসএফের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন। এটা লজ্জার।’ এরপর মুর্শিদাবাদের আক্রান্ত পরিবারগুলিকে সঙ্গে নিয়ে ভবানী ভবনে রাজ্য পুলিশের ডিজির সঙ্গে দেখা করেন সুকান্ত। সুকান্ত বলেন, ‘আমরা ডিজিকে বলেছি, যা বলার আক্রান্ত পরিবারগুলিই বলবে। যাতে তিনি তাঁদের মুখেই প্রকৃত সত্য ঘটনাটা শুনতে পান।’

ওষুধ পরীক্ষার পরিকাঠামো নিয়ে উদ্বেগ

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : সকালে আচমকাই রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছে। ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো টেলমা-৪০ খেয়েছেন পরিস্থিতি সামলাতে। নামী কোম্পানির ওষুধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তচাপ নামবে এমনটাই বলেছিলেন ডাক্তারবাবু। কিন্তু বেলা গড়িয়ে দুপুর, তারপর বিকেল। রক্তচাপ নামার লক্ষণ নেই। শেষমেশ ডাক্তারবাবুর সন্দেহই ঠিক প্রমাণিত হল। ওষুধটা আসলে জাল ছিল।

কলকাতার সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন যে ১৪৫টি ওষুধকে নিম্নমানের বলে ঘোষণা করেছে, তার মধ্যে রয়েছে গ্লেনমার্ক ফার্মার টেলমা এএম থেকে শুরু করে অ্যালকেম হেল্থের অনডেম-৪ ট্যাবলেটও। এভাবে ওষুধের বাজারে এত জাল ও নিম্নমানের ওষুধ ছড়িয়ে পড়ায় উদ্বেগ জানিয়েছে ওষুধ বিক্রেতাদের সংগঠন বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনও। তাঁরা মনে করছেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ওষুধ পরীক্ষা করার পরিকাঠামো উন্নয়ন খুব জরুরি। একইসঙ্গে ওষুধের দামে ছাড় দেওয়ার প্রতিযোগিতা নিয়েও উদ্বিগ্ন তাঁরা। অ্যাপের মাধ্যমে ওষুধ কেনা নিয়েও সাবধান করেছেন বিসিডিএ কর্তারা।

বিসিডিএ-র সাধারণ সম্পাদক পৃথ্বীশ বসুর অভিযোগ, বাজারে জাল ওষুধ ঢোকার অন্যতম কারণ, ছাড় দেওয়ার প্রতিযোগিতা। সাধারণভাবে ডিস্ট্রিবিউটারদের ২০ শতাংশ ও খুচরো ব্যবসায়ীদের ১০ শতাংশ ছাড় দেয় ওষুধ প্রস্তুতকারকরা। কিন্তু অনেকেই এখন ২০ বা তারও বেশি শতাংশ হারে ছাড় দিচ্ছেন। পাড়ার ওষুধের দোকানদারদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না। একদিকে যেমন ক্রেতাদের বিশ্বস্ত দোকানগুলির অস্তিত্ব সংকট দেখা দিচ্ছে, অন্যদিকে সস্তায় ওষুধ সরবরাহ করার ভুঁইফোঁড় ডিস্ট্রিবিউটর তৈরি হচ্ছে। এই ভুঁইফোঁড়রাই বিভিন্ন রাজ্য থেকে জাল ওষুধ এরাজ্যের দোকানগুলিতে সস্তায় সরবরাহ করছে। ক্রেতাদের বেশি ছাড় দিয়ে ধরে রাখার লোভে ওষুধের দোকানদাররাও ওই অচেনা, অজানা সরবরাহকারীদের ফাঁদে পা দিচ্ছেন। পৃথ্বীশবাবু জোরের সঙ্গে বলেন, ‘আমাদের সংগঠনের সদস্যদের কেউ যদি জাল ওষুধ বিক্রির দায়ে ধরা পড়েন, আমরা তাহলে ওই ব্যবসায়ীকে সাসপেন্ড করব। কিন্তু আসল উদ্যোগ নিতে হবে কেন্দ্র ও রাজ্যকে। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে।’

পৃথ্বীশবাবু আরও বলেন, ‘ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, কেরল, ছত্তিশগড় প্রভৃতি রাজ্যে ফার্মাসি কাউন্সিল চড়া হারে ছাড়ের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আমাদের রাজ্যেও যাতে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয় সেজন্য শীঘ্রই ফার্মাসি কাউন্সিলের কাছে দরবার করব। এই ধরনের অপরাধের বিচারে বিশেষ আদালত সহ কড়া আইন ও পরীক্ষার পরিকাঠামো জরুরি।’

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩২৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩ বৈশাখ ১৪৩২

হার্ভার্ডের শিক্ষা

মুক্তচিন্তায় বড় ভয় শাসকের। নানা মতের প্রকাশে তাই শাসকের বাধা নতুন নয়। আসলে শিক্ষা নিয়েই দুশ্চিন্তায় থাকে রাষ্ট্রের ক্ষমতাবানরা। শিক্ষায় চেতনার চাষে রক্তচাপ বাড়ে তাদের। ইতিহাসে তাই মত প্রকাশের স্বাধীনতা পদদলিত হয়েছে বারবার। মুক্তচিন্তার চর্চা করায় আক্রান্ত হয়েছে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শিক্ষার কফিনে আরেকটি বড় পেরেক পোঁতার এখন মরিয়া চেষ্টা চলছে আমেরিকায়। শুধু নতুন আমেরিকা নয়, নতুন বিশ্ব তৈরিতে উন্মত্ত সেদেশের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তবে এই প্রথম বিরাট ধাক্কাও খেয়েছেন তিনি। কোনও চাপের মুখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা ও সাংবিধানিক অধিকার ছাড়বে না বলে ট্রাম্পের উদ্দেশে জানিয়ে দিয়েছে বিশ্বখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা, গবেষণায় শুধু নয়, স্বাধীন চিন্তা বিকাশে, আপন আপন মতের চর্চায় যে বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণীর ভূমিকা পালন করছে দীর্ঘদিন ধরে। ট্রাম্প প্রশাসন সেই ভূমিকাগুলি বন্ধ করতে যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা আসলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার মূলেই কুঠারাঘাত।

স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হার্ভার্ড রুখে দাঁড়িয়েছে। শাসকের বিরুদ্ধে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গর্জে ওঠা নজিরবিহীন। বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রেসিডেন্ট অ্যালান মাইকেল গার্বারের স্পষ্ট উচ্চারণে স্বাভিমান ঠিকরে বেরোচ্ছে। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, যে দলই সরকার পরিচালনা করুক না কেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কী পড়াবে, কাদের ভর্তি বা চাকরিতে নিয়োগ করবে, তা নির্ধারণ করার কোনও এক্তিয়ার তাদের থাকতে পারে না।

অথচ সেই এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজই একটার পর একটা করে চলেছেন ট্রাম্প। তাঁর নির্দেশে মহাকাশ গবেষণার শীর্ষ সংস্থা নাসা থেকে বিতাড়িত হয়েছেন সংস্থার অন্যতম শীর্ষ আধিকারিক ভারতীয় বংশোদ্ভূত নীলা রাজেন্দ্র। যিনি নাসার বৈচিত্র্য, সমতা ও অন্তর্ভুক্তি বিভাগের প্রধান ছিলেন। ওই বিভাগের সবারই চাকরি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বিভাগটাই তুলে দেওয়া হয়েছে। আসলে বৈচিত্র্য, সমতা শব্দগুলিতে এখনকার শাসকদের বড় উদ্বেগ। হার্ভার্ডকে লেখা ট্রাম্প প্রশাসনের চিঠিতেও বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গিতে লাগাম টানার শর্ত ছিল।

শিক্ষা ব্যবস্থায় ট্রাম্পের এই বেনজির হস্তক্ষেপকে প্রত্যাঘাতেও নজিরবিহীন পদক্ষেপ করেছে হার্ভার্ড। সরাসরি মার্কিন সরকারের দেওয়া শর্তাবলিতে নিজেকে বেঁধে ফেলতে অস্বীকার করেছে। মুক্তচিন্তার অধিকার রক্ষায় হার্ভার্ডের এই অবস্থান আরও উন্মত্ত করে তুলেছে ট্রাম্পকে। এককথায় হার্ভার্ডের জন্য প্রায় ২৩০ কোটি ডলারের ফেডেরাল ফান্ডিং আটকে দিয়েছেন তিনি। স্থগিত করে দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সরকারের ৬ কোটি ডলারের একটি চুক্তিও।

অবস্থান না পালটালে হার্ভার্ডকে রাজনৈতিক অস্তিত্ব ধরে নিয়ে করের বোঝা চাপানোর হুমকিও দিয়ে রেখেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সরকারি রোষ এবং আর্থিক প্রতিবন্ধকতার এমন ঝুঁকির মুখে ইতিমধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের বশ্যতা স্বীকার করেছে আরেক নামী প্রতিষ্ঠান কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। প্রিন্সটন, কর্নেল ও নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটি কোটি ডলার অনুদান আটকে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছে মার্কিন সরকার। জন হপকিন্সে একসঙ্গে ২০০০ কর্মীকে ছাঁটাইয়ের তুঘলকি নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

এত বড় চাপ ও হুমকির মুখেও হার্ভার্ড অনড়। শিক্ষা, মুক্তচিন্তার অধিকার রক্ষায় প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে। এতে বিরাট আর্থিক ঝুঁকি সইতে হবে প্রতিষ্ঠানটিকে। কিন্তু ট্রাম্পের এক পূর্বসূরির ভাষায়, হার্ভার্ডের এই দৃঢ় পদক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধিভিত্তিক চর্চা, নিরন্তর বিতর্ক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা, মর্যাদা বোধের পরিবেশকে নিশ্চিত করবে।

শাসকের এমন প্রবণতা বাংলায় আমরা লক্ষ করেছি। শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন তৃণমূল নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় সওয়াল করেছিলেন, বেতন যেহেতু সরকার দেয়, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে নাক গলানোর অধিকার তাদের আছে। উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে সরকার ও রাজ্যপালের যে অন্তহীন বিরোধ চলছে, তার পিছনেও আছে শিক্ষা ব্যবস্থায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের প্রবণতা। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তচিন্তার পরিসর ভাঙতে হামলা পর্যন্ত হয়েছে। হার্ভার্ড যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল, তা অনুসরণ না করলে গোটা বিশ্বেই শিক্ষায় বিপদ সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

মুর্শিদাবাদ-মালদায় সংঘর্ষ : অতঃকিম?

ধর্মবর্ণনির্বিশেষে আম বাঙালি যাঁর ডাকে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভুলে বাঙালি সত্তা রক্ষায় ঝাঁপাবে, এমন ব্যক্তিত্ব কই?

সুমন ভট্টাচার্য

আপাতত 'অ্যাডভান্টেজ' বিজেপির। মালদার মোথাবাড়ি এবং মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ-সুতি-ধুলিয়ানে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ প্রাথমিকভাবে বিজেপিকে তাদের 'ন্যারেটিভ' প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে। এই 'ন্যারেটিভ' হচ্ছে, 'মুসলিমরা যে এলাকায় সংখ্যাগুরু, সেখানে হিন্দুরা নিরাপদ নয়।'

ধুলিয়ান থেকে পালানো আতঙ্কগ্রস্ত মহিলাদের ছবি এই ধারণাকে হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রতিবেশী বাংলাদেশে গত বছরের অগাস্টে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকে যেভাবে ইসলামি মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়েছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি আতঙ্কিত ছিলই। মোথাবাড়ি এবং মুর্শিদাবাদ বাঙালিকে বা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে হিন্দু বাঙালিকে চিন্তিত করেছে, এই বঙ্গেও মুসলিম মৌলবাদ কতটা মাথাচাড়া দিয়েছে এবং তাকে ঠেকাতে উপায় কী?

এই কথাটাও স্বীকার করে নেওয়া ভালো, এই বঙ্গের মুসলিম নেতাদের মধ্যে কেউ সেইভাবে সামনে এসে মোথাবাড়ি বা মুর্শিদাবাদের ঘটনাকে ঠেকানো তো দূরের কথা, নিন্দাও তেমনভাবে করেননি। যাতে হিন্দু বাঙালিরা তো বটেই, 'লিবারেল মুসলিম'রাও আশ্বস্ত হতে পারে। একইসঙ্গে সময়ের প্রেক্ষিতে এটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, আজকের বাঙালির কাছে কোনও এমন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বও নেই, যিনি এই সাম্প্রদায়িকতার প্রতিরোধে ঐক্যের ডাক দিতে পারেন এবং ধর্মবর্ণনির্বিশেষে আপামর বাঙালি তাঁর ডাকে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে ভুলে বাঙালি সত্তাকে রক্ষা করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আসলে বাংলাদেশের ঘটনার পর কলকাতার তথাকথিত কিছু শহুরে 'প্রগতিশীল এলিট' এমনভাবে ইউনূস প্রশাসনের সমর্থনে উদ্বাহু হয়ে 'নৃত্যগীত'-এ চলে গিয়েছিলেন, যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়ে তাঁদের আর মুখ খুলতে দেখা যায়নি। তারপরে বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ানোর পরেও তথাকথিত 'বুদ্ধিজীবী'কুলের হিরণ্ময় নীরবতা তাঁদের থেকে বৃহত্তর বাঙালি সমাজকে 'বিচ্ছিন্ন' করে দিয়েছে।

রাজনীতির সামান্য ছাত্র হিসেবে এইটুকু তো বুঝতেই হবে যে, হিন্দু মৌলবাদের নিন্দা করতে গেলে মুসলিম মৌলবাদীদেরও ছাড়লে চলবে না। গত শতকের চারের দশকে যে সময়টার কথা বলে বিজেপি বাঙালি হিন্দুর আবেগকে খুঁচিয়ে তুলতে চায়, সেই '৪৬-এর দাঙ্গার পরে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যেরকম নিবন্ধ লিখেছিলেন, সেইরকমই 'সাহসী' গদ্যকার কোথায়? বাঙালি 'বুদ্ধিজীবী'দের মুসলিম মৌলবাদের বিরোধিতায় 'ক্রিজ ছেড়ে বেরোব কি বেরোব না', এই সিদ্ধান্তহীনতাই আপাতত বিজেপিকে তাদের 'ন্যারেটিভ' প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করছে। অতএব, বিজেপি তার প্রাথমিক কৌশল অনুযায়ী যদি ২০২৬-এর নির্বাচনকে তাদের মতো করে 'ধর্মযুদ্ধ'-এ পরিণত করে দেয়, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বিজেপির এই রণকৌশলের বিপরীতে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও এই রাজনৈতিক লড়াইকে 'বাঙালি বনাম বহিরাগত'দের লড়াইতে যদি ঘুরিয়ে দিতে পারেন, তাহলেই একমাত্র তৃণমূলের সুবিধা।

মালদা এবং মুর্শিদাবাদের পরে তাহলে আসলে রাজনীতির পাশাখেলায় কী দাঁড়াল? বিজেপি আরও জোরের সঙ্গে নিজেদের ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইবে। একদিকে বাংলাদেশ আর অন্যদিকে মালদা-মুর্শিদাবাদের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ক্ষতকে উসকে দিয়ে হিন্দু ভোট সংহত করার যাবতীয় প্রচেষ্টা থকবে। শুভেন্দু অধিকারী বা সময়ে-অসময়ে সুকান্ত মজুমদারও যেটা বলেন, যে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে মাত্রই আর পাঁচ শতাংশ ভোটের ব্যবধান রয়েছে এবং আরও একটু হিন্দু ভোট টানতে পারলেই নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে দেওয়া যাবে, সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তর করার কাজে বিজেপি এবং আরএসএস ঝাঁপাবে।

এই 'ন্যারেটিভ'-এর সামনে কিছুটা ব্যাকফুটে চলে যাওয়া তৃণমূল কীভাবে 'বাঙালি অস্মিতা'কে জাগিয়ে তুলবে এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির কথা বলে কতটা ভোটারদের মন জিততে পারে, সেটাই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ করে দেবে।

মোথাবাড়ি-শামশেরগঞ্জ পরবর্তী সময়ে রাজনীতির 'কুরুক্ষেত্র'-এ তৃণমূল বনাম বিজেপির লড়াইতে কংগ্রেস এবং সিপিএম তাহলে কোথায় থাকবে? একথা সত্যি মুর্শিদাবাদের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে নিহত হিন্দু পরিবারের বাড়িতে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম প্রথম পৌঁছেছিলেন। রাজ্য-রাজনীতিতে কোনও শীর্ষনেতার ওই হিন্দু পরিবারটির কাছে পৌঁছোনোর নিরিখে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকই প্রথম। কিন্তু এটা 'ভিজুয়াল' হিসেবে যতটা আকর্ষণীয় 'পারসেপশন' তৈরিতে ততটা নয়। কারণ, সিপিএমের সদ্য সমাপ্ত মাদুরাই পার্টি কংগ্রেসে প্যালেস্টাইন কিংবা গাজা নিয়ে যত শব্দ ব্যয় করা হয়েছে, বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন নিয়ে বলতে গেলে প্রায় কোনও কথাই নেই। তাই সিপিএমের পক্ষে এই তীব্র মেরুকরণের বঙ্গভূমিতে নিজেদের জন্য ভোট শতাংশের বড় খণ্ডাংশ, অর্থাৎ 'স্লাইস' বের করাটা মুশকিল।

কিন্তু কংগ্রেস, তাদের কী ভূমিকা হবে? বিশেষ করে যেখানে মালদা এবং মুর্শিদাবাদে সংখ্যালঘু ভোটে তাদেরও বড় 'ভাগিদারি' আছে এবং শামশেরগঞ্জ আদতে এই রাজ্য থেকে নির্বাচিত একমাত্র কংগ্রেস সাংসদ, বরকত গনি খান চৌধুরীর ভ্রাতুষ্পুত্র ইশা খানের নির্বাচনি এলাকার মধ্যে পড়ে। বিজেপির মতো কংগ্রেসও যেহেতু একটি 'হাইকমান্ড' নির্ভরশীল দল, সেহেতু গান্ধি পরিবার বা সর্বভারতীয় নেতৃত্ব যা চাইবে, সেটাই হবে। অর্থাৎ মালদা-মুর্শিদাবাদের মোট ৩৮টি বিধানসভায় সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হয়ে বিজেপির কোনওরকম সুবিধা হোক, এই রাজনৈতিক 'হারাকিরি' কংগ্রেস করার ঝুঁকি নাও নিতে পারে। অর্থাৎ ২০২৫-এ দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস নিজেদের ভোট শতাংশ বাড়ানোয় যেমন আপের ভরাডুবি হয়ে বিজেপির ক্ষমতা দখল নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, সেই একই ভুল পশ্চিমবঙ্গের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের ক্ষেত্রে গান্ধি পরিবার নাও করতে পারে। তাই কংগ্রেস তৃণমূলের সঙ্গে কী ধরনের সমীকরণ তৈরি করবে, বিজেপিকে আটকাতে কী কৌশল নিতে পারে সেটার একটা আন্দাজ সবসময়ই করা যেতে পারে এবং অবশ্যই কংগ্রেসের সেই 'রাজনৈতিক লাইন' নির্ধারণে মুর্শিদাবাদের লোকসভা নির্বাচনে হেরে যাওয়া অধীর চৌধুরীর বক্তব্যই 'নির্ধারক' হবে না।

মালদা-মুর্শিদাবাদ তাহলে কোন বড় প্রেক্ষাপটের ইঙ্গিত দিচ্ছে? কীভাবে বিজেপির ন্যারেটিভের মোকাবিলা রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল করবে? অবশ্যই কালীঘাটের 'স্কাইওয়াক' কিংবা এরপরে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা বার্তা দিয়ে চলেছেন এবং সেই বার্তার মূল লক্ষ্য হবে হিন্দু ভোটের মেরুকরণকে ঠেকানো। অর্থাৎ, 'হিন্দু খতরে মে হ্যায়' বা 'বাঙালি হিন্দুরা নিরাপদ নয়' বিজেপির এই প্রচার কৌশলকে ভোঁতা করে দেওয়া।

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ধুলিয়ান থেকে হিন্দুদের 'পালাতে হয়েছিল', প্রান্তিক হিন্দু মহিলাদের চোখের জল ফেলার দৃশ্য যে 'স্বস্তিদায়ক' নয় সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বোঝেন। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-কে দ্রুত ২০০০ টাকা করে দিয়ে হয়তো মহিলা ভোটকে আবারও কিছুটা সুসংহত করে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেটাই একমাত্র দাওয়াই হতে পারে না। তৃণমূল নেতৃত্ব ঘরোয়া আলোচনায় সেটা স্বীকারও করে নিচ্ছেন। তাই 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উদযাপন, রবীন্দ্র-নজরুলকে আশ্রয় করে সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে মেরুকরণকে ঠেকিয়ে দেওয়ার রাস্তায় হাঁটছে শাসকদল। শাসকদলের এই কৌশলে মালদা-মুর্শিদাবাদের স্মৃতিকে কতটা ফিকে করে দেওয়া সম্ভব হবে, তা ভবিষ্যৎই বলবে।

আবারও মনে করাচ্ছি, আজকের পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলের কাছে তো নয়ই, কোনও দলেই এমন কোনও মুসলিম নেতা নেই, যাঁকে হিন্দু সম্প্রদায় শ্রদ্ধা করে, আবার তাঁর ওপর মুসলিম সম্প্রদায়েরও আস্থা রয়েছে, যিনি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মুখে দাঁড়িয়ে এই বঙ্গের মুসলিমদের 'বাংলাদেশের স্রোতে গা ভাসানো'-র অর্থাৎ মাৎস্যন্যায় তৈরি করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারবেন। অন্যদিকে বিজেপি এবং 'মেইনস্ট্রিম মিডিয়া'-র চাপ, সোশ্যাল মিডিয়ার 'ট্রোল বাহিনী'র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গোটা বাঙালি জাতিকে ঐক্যের সুরে গাঁথার মতো কোনও 'পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল' বা জনগণের পছন্দের মানুষও নেই। তাই এই সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে, বাঙালি হিন্দুরাও যাঁকে ভরসা করবেন, আবার মুসলিমরাও জানবেন যে তাঁরা কোনও পক্ষপাতের শিকার হবেন না, এমন 'সর্বজনগ্রহণযোগ্য' বুদ্ধিজীবীর অভাবও বাঙালি সমাজ টের পাচ্ছে। তথাকথিত 'প্রগতিশীল', 'অতি বিপ্লবী', 'অতি বাম'দের ব্যর্থতা বিজেপিকে যে সুবিধা করে দিয়েছে, শাসকদল হিসেবে তৃণমূলকেই তার 'প্রতিস্পর্ধী' উত্তরকে খুঁজে বের করতে হবে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৭৫

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের।

২০১৪

নোবেলজয়ী গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

আমি নাম বলি না। আজ বলছি। এখানে অমিত শা-র কোম্পানি বেশি আছে। আপনি কোনওদিন প্রধানমন্ত্রী হবেন না। মোদিজির প্রধানমন্ত্রিত্ব গেলে আপনার কী হবে? আপনাকে তো হামাগুড়ি দিতে হবে। আমি মোদিজিকে অনুরোধ করছি, ওই লোকটাকে নিয়ন্ত্রণ করুন। একটা লোকের কাছে সব এজেন্সি। যেমন পারছে, ব্যবহার করছে।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

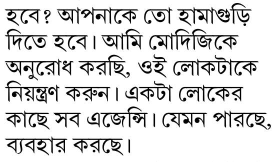

নিজের হাতে ক্লাসরুমের দেওয়ালে গোবর লেপেছিলেন দিল্লি রানি লক্ষ্মীবাঈ কলেজের প্রিন্সিপাল। এবার প্রিন্সিপালের অফিস ঘরে গিয়ে দেওয়ালে গোবর লেপে দিলেন পড়ুয়ারা। পড়ুয়াদের প্রশ্ন, তাঁদের ক্লাসরুম ঠান্ডা রাখতে গোবর লেপা হলে প্রিন্সিপালের ঘরে এসি কেন?

ভাইরাল/২

রিলস বানানোর নেশায় জীবনটাই শেষ। উত্তর কাশীতে ভাগীরথী নদীতে নেমে রিলস বানাচ্ছিলেন মহিলা। ফোনটি দেন মেয়ের হাতে। ভিডিওতেই দেখা গেল, টাল সামলাতে না পেরে জলের স্রোতে ভেসে গেলেন মহিলা।

জনমন

জনমত

কলঙ্কের ভার টানবে নয়া প্রজন্ম

পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গবিভূষণ চালু হল যে বছর থেকে, সেই সময় থেকেই বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রে বঙ্গ রত্নাকরদের টাকা খাওয়ার চল শুরু হল। প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি, অবাঙালিদের সোনার জাদুকাঠি হয়ে ওঠে অবৈধ উপায়ে সরকারি চাকরি। গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে মহানগর- দুর্নীতির কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়ে।

চাকরি, খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসা- দুর্নীতির মায়াজাল ক্রমশ প্রকাশ্যে। মধ্যবিত্ত বাঙালি মেধা আর অক্লান্ত অসাধ্য সাধন করে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে স্টার কিংবা কলেজে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েও রাজ্যে সরকারি চাকরির সুযোগ ধরাছোঁয়ার বাইরে।

সরকারি চাকরি বিশেষ করে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মী নিয়োগে তখন 'ফ্যালো কড়ি মাখো তেল' ট্রেন্ড। সেই থেকেই হাজার হাজার দুর্নীতির অভিযোগ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম, পত্রিকায় ফলাও করে জনমানসে। দিনের পর দিন আজ লোকগাথায় পরিণত।

প্রশাসনিক স্তরের ডব্লিউবিসিএস, আবগারি দপ্তরের পুলিশ, পুরসভা, পঞ্চায়েত অফিস সহ বিভিন্ন দপ্তর- সর্বস্তরে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। আর দুর্নীতি হয়েছে। সেটা সমাজের অনেকেই মানেন। আর সেটা যেহেতু মানিয়ে নিয়েছে সমাজ, তাই হয়তো এই প্রজন্ম ও আগামী প্রজন্মকে সেই কলঙ্কের ভার টানতে হবে। শিক্ষকদের মার খেতে হচ্ছে। যে সমাজে মানুষ গড়ার কারিগররা বিপন্ন, সেই সমাজের ভবিষ্যৎ কী হবে? এই কথাগুলোই বড় চিন্তায় ফেলে দেয় বারবার।

পূর্ণেন্দু রায়
হলদিবাড়ি, উত্তরপাড়া।

রেলগেট যেন বিভীষিকা

শিবমন্দির বাজারের ২১৮ নম্বর রেলগেট যেন বিভীষিকা। সারাদিন রাত মিলিয়ে গড়ে প্রতি আধ ঘণ্টা পরে পরে দুই দিক থেকে ট্রেনের যাতায়াত চলতেই থাকে। প্রতিবারই ট্রেন আসার আগে ও পরে মিলিয়ে ১৫-২০ মিনিট দুই দিকের গাড়ির চাপে মানুষের চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন মহল থেকে আবেদন-নিবেদন, অনুরোধ কিছুই কাজে আসেনি। উড়ালপুল বা আন্ডারপাসও হচ্ছে না কিছুতেই।

এ ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ সেই অর্থে আছে বলে জানা নেই। রেল ভীষণ উদাসীন। দ্রুত পদক্ষেপ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দয়া করে কিছু একটা করুন।

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস: এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলাদেশে জঙ্গি হচ্ছে তরুণ-কিশোর প্রজন্ম

মৌলবাদীরা বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের মাঝে হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাব বাড়িয়ে তাদের ভারতবিরোধী করে তুলেছে।

মীর রবি

ষড়যন্ত্রমূলক জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নৈরাজ্যবাদের ভেতরে বাংলাদেশ। ইসলামি চরমপন্থীরা বিশ্বের অস্থির এই অঞ্চলটিতে অস্তিত্বের জানান দিয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসলামিক স্টেটের মতো সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক এই অঞ্চলে নিজেদের বিস্তৃত করেছে। শেখ হাসিনার পতনের প্রায় অর্ধশতক বছর আগে সংঘটিত গণহত্যা থেকে উদ্ভূত চরমপন্থা বাংলাদেশের রাজনীতিতে শক্ত জায়গা করে নিয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে জামায়াতের সমর্থক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক হামলা বেড়েছে। এসব হামলার সঙ্গে সম্পৃক্তদের অধিকাংশই তরুণ। বিপুল সংখ্যক কিশোরও রয়েছে এই দলে। দেশের তরুণ প্রজন্মকে ধর্মের আবেগে ভাসিয়ে জঙ্গি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করছে মৌলবাদী দলগুলো। মৌলবাদী শক্তিগুলো দেশের নতুন প্রজন্মের মাঝে হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাব বাড়িয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভারতবিরোধী করে তুলেছে। এর মাঝেই জামায়াতে, হেফাজত সহ তাদের সমমনা চরমপন্থী ইসলামি গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে জনসমক্ষে কর্মসূচি পালন করছে নিষিদ্ধ ঘোষিত আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তাহরীর। তারা ঢাকার বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ করলেও প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। তাদের সভাসমাবেশে প্রতিনিয়ত তথাকথিত ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা পুনর্ব্যক্ত হচ্ছে। একই সঙ্গে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান সহ অন্যান্য রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোও জনগণকে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দিচ্ছে উসকানিমূলক বক্তব্য। এসব ঘটনা উপমহাদেশের নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগের।

অসংখ্য হিন্দু সহ আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মী ও প্রগতিপন্থীরা এরই মধ্যে তিব্বত ও মায়ানমার সীমান্তবর্তী ভারতের স্পর্শকাতর এলাকায় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। শুধু তাই নয়, ইসলামি চরমপন্থীরা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও বিভক্তি তৈরি করেছে। মুসলমানদের একাংশকে 'প্রকৃত মুসলিম নয়' আখ্যা দিয়ে ইসলাম থেকে খারিজ করে দিচ্ছে এবং তাদের উপর আক্রমণ করছে। কাদিয়ানী, আহলে হাদিস, আহলে সুন্নাত, মাজারপন্থী, সুফি, পির-ফকির ইত্যাদি মতের অনুসারীদের অমুসলিম ঘোষণা দিয়ে তাদের ওপর হামলার ঘটনা এখন দৈনন্দিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশে কয়েক শত মাজার ও আখড়া ভেঙে দিয়েছে উগ্রবাদী গোষ্ঠী এবং তাদের সমর্থকরা। ধ্বংস প্রায় দেড় হাজার ভাস্কর্য, ম্যুরাল ও শিল্পকর্ম। ভাঙচুর করা সহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সংস্কৃতিচর্চা করা হয় এমন বিভিন্ন জেলার শিল্পকলা অ্যাকাডেমি, শিশু অ্যাকাডেমি, স্বাধীনতা জাদুঘর, সাংস্কৃতিক সংগঠন, সিনেমা হল ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাঠাগার। হোলি আর্টিজানে জঙ্গিবিরোধী অভিযানে নিহত পুলিশ সদস্যদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধ ভেঙে ফেলে ইসলামি চরমপন্থী গোষ্ঠীর পোস্টার টাঙানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ধর্মনিরপেক্ষ মনীষীদের নিয়ে অপপ্রচার বৃদ্ধি পেয়েছে, আক্রান্ত হয়েছে লালন আখড়া। বৃদ্ধি পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধপন্থী প্রগতিশীল মানুষদের 'ইসলাম বিরোধী' আখ্যা দেওয়ার প্রবণতা। ভিন্নমতাবলম্বীদের 'নাস্তিক, মুরতাদ, কাফের, শাহবাগী, আওয়ামি লিগের দোসর, ফ্যাসিবাদের দোসর, আফসোস লিগ, ছাত্র লিগ, ভারতের দালাল, ইসলাম বিরোধী' ইত্যাদি ট্যাগ দিয়ে মব জাস্টিসের মুখোমুখি হয়রানি করা হচ্ছে। এমনকি জবাই করে হচ্ছে হত্যাও।

ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী অধ্যাপকদের পর্দা করার নির্দেশ দিয়ে চিঠি প্রচারিত। দেশের নানা প্রান্তরে নারীদের হিজাব ও বোরখা পরিধান বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা। পর্দা না করার অভিযোগে কক্সবাজারে নারীকে হেনস্তা করা হয়েছে, আক্রান্ত নারী পর্বতারোহীও। বন্ধ নারী ফুটবল দলের টুর্নামেন্ট সহ বিভিন্ন কনসার্ট। নারী স্বাধীনতা চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। নারী বিদ্বেষীদের প্রকাশ্যে ফুলের মালা পরিয়ে ইসলামি বীর ঘোষণা করা হচ্ছে। খুন, ছিনতাই, ডাকাতি সহ অন্যান্য ঘটনার মতো নারী হেনস্তা, হোমোফোবিয়া ও ধর্ম পুলিশিং, ধর্ষণ এখনকার প্রাত্যহিক ঘটনা। বাংলাদেশের প্রতিদিনকার ঘটনা মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষদের ভাবিয়ে তুলছে, তারা সংকট উত্তরণে বৈশ্বিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করছে।

(লেখক বাংলাদেশের কবি ও সমাজচিন্তক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১১৭

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। দই থেকে ঘোল তৈরির সরঞ্জাম ৩। না জানিয়ে গোপনে বা নিঃশব্দে ৪। পারদর্শী, নিপুণ ৫। যা চকচক করছে অথবা চকচকে আভাযুক্ত ৭। নদী বা সমুদ্রের ধার, উপকূল ১০। যে ফলের সঙ্গে চারু শিল্পের সম্পর্ক আছে ১২। সুরতাল সম্পর্কে যার ধারণা আছে ১৪। মহাভারতের কুন্তীর পুত্র ১৫। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ছেদ ১৬। আশির বেশি একশোর কম।

উপর-নীচ : ১। সবুজ রঙের মূল্যবান রত্ন ২। কাজের দফারফা ৩। কোনও বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক ৬। নৌকা নয়, জাহাজ চালক ৮। একটি সাদা রঙের ফুলের নাম ৯। জলচর পাখি ১১। উপযুক্ত যথাযথ বা মাপ অনুযায়ী ১৩। সূর্য যে গতিতে মহাকাশে ঘোরে।

সমাধান ■ ৪১১৬

পাশাপাশি : ২। পয়মাল ৫। বর্তুল ৬। হাড়হাভাতে ৮। জাল ৯। আম ১১। কুটকচাল ১৩। কদাপি ১৪। কলবিঙ্ক।

উপর-নীচ : ১। দেবসেনা ২। পল ৩। মাকড় ৪। সলতে ৬। হাল ৭। হারেম ৮। জারক ৯। আল ১০। পাদপিষ্ট ১১। কুচুটে ১২। চাতাল।

বিন্দুবিসর্গ

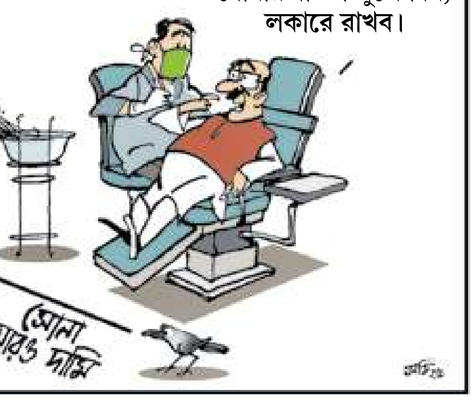
দিনকাল ভালো নয়। সোনার দাঁতটা খুলে দিন, লকারে রাখব।
সোনা আরও দামি

উর্দু লেখা মোছার আর্জি খারিজ

‘ধর্ম ভাষা নয়, সংস্কৃতির অংশ’

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : অনেকেই মনে করেন, উর্দু ভারতীয় ভাষা নয়। এই ভাষা বিদেশি মুসলিমদের। এই ভুল ধারণা ভেঙে দিল দেশের শীর্ষ আদালত।

মহারাষ্ট্রের আকোলা জেলার পাতুর পৌর পরিষদ ভবনে উর্দু ভাষার সাইনবোর্ডে আপত্তি জানিয়ে এক আবেদন খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ‘ভাষা কোনও ধর্মের নয়। ভাষা একটি জনগোষ্ঠীর, একটি অঞ্চলের, মানুষের।’

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়, উর্দু ব্যবহারে ‘মহারাষ্ট্র লোকাল অথরিটিজ (অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস) অ্যাক্ট, ২০২২’-এর কোনও লঙ্ঘন হয়নি। এই আইনে কোথাও উর্দু ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা নেই।

আদালত বলেছে, পৌর ভবনের সাইনবোর্ডে উর্দু যুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল কেবল ‘কার্যকর যোগাযোগ’। আর এই ধরনের ভাষাগত বৈচিত্র্যকে অবশ্যই সম্মান করা উচিত। বিচারপতিরা বলেন, ‘যদি ওই এলাকার মানুষ উর্দু ভাষা বোঝেন, তাহলে মারাঠির পাশাপাশি উর্দু লেখা নিয়ে কোনও আপত্তি থাকা উচিত নয়।’ আদালত আরও বলেছে, ‘উর্দু হল গঙ্গা-যমুনি তহজিব তথা হিন্দুস্তানি সংস্কৃতির সবচেয়ে উজ্জ্বল নিদর্শন।’

পাতুর পৌর ভবনে উর্দু সাইনবোর্ড নিয়ে আপত্তি জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টের রায়কে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এক প্রাক্তন কাউন্সিলার। সেই আবেদনের শুনানির পর রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ‘ভাষা কোনও ধর্ম নয়। ভাষা ধর্মের প্রতিনিধিত্বও করে না। ভাষা হল সংস্কৃতি। ভাষার মাধ্যমেই আমরা একটি জনগোষ্ঠী বা সমাজের সভ্যতার অগ্রগতি পরিমাপ করি।’

> **ভাষা কোনও ধর্মের নয়। ভাষা একটি জনগোষ্ঠীর, একটি অঞ্চলের, মানুষের। উর্দু হল এই উপমহাদেশের সংস্কৃতির এক মিলিত রূপ। এটি এক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ফসল। ভাষাশিক্ষার আগে মানুষের প্রথম প্রয়োজন ছিল যোগাযোগ—আজও তাই।**
>
> **বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রন**
> *সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি*

বিচারপতিরা বলেন, ‘উর্দু হল এই উপমহাদেশের সংস্কৃতির এক মিলিত রূপ। এটি এক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ফসল। ভাষাশিক্ষার আগে মানুষের প্রথম প্রয়োজন ছিল যোগাযোগ—আজও তা-ই।’

আদালত স্বীকার করেছে যে, উর্দুর মতো কিছু ভাষা আজও ভুল ধারণা ও বিদ্বেষের শিকার। আদালতের বার্তা : ‘আমাদের উচিত সেই ভুল ধারণা ও বিদ্বেষ মনোভাবকে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করানো এবং তাকে যাচাই করা যুক্তি ও ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে। ভারত এক বৈচিত্র্যে ভরা দেশ—সেই বৈচিত্র্যই আমাদের শক্তি। উর্দু হোক বা অন্য যে কোনও ভাষা, আমাদের তা আপন করে নিতে হবে।’

উর্দু সম্পর্কে ভুল ধারণা ভেঙে দিয়ে আদালত আরও স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, ‘মারাঠি ও হিন্দির মতো উর্দুও একটি ইন্দো-আর্য ভাষা। এদেশের মাটিতেই জন্ম উর্দু ভাষার। আরও পরিষ্কার করে বললে, উর্দু ভাষার জন্ম উত্তর ভারতের দিল্লি এলাকায়। অন্যান্য ভাষার মতোই এই ভাষার বিকাশের পিছনেও ছিল একে অপরের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশ।’

রাজধানীতে ধর্নায় ‘যোগ্য’ শিক্ষকরা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : ২০১৬’র স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগপত্র ছিল স্বপ্নের সিঁড়ি। আজ যা পরিণত হয়েছে দুঃস্বপ্নে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বাতিল হয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি। বাতিল প্যানেলে অযোগ্যদের পাশাপাশি বহু ‘যোগ্য’ প্রার্থীও রয়েছেন বলে চাকরিহারা শিক্ষকদের দাবি। প্রতিবাদে এবার রাজধানী দিল্লির যন্তরমন্তরে একদিনের ধর্নায় বসলেন ৬৭ জন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী।

ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেল থেকে রওনা দিয়ে বুধবার ভোরে দিল্লি পৌঁছোয় রাজ্যের চাকরিহারা শিক্ষকদের প্রতিনিধিদল। দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা মাত্র চার ঘণ্টা। তার মধ্যেই দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও সাংসদদের কাছে নিজেদের যন্ত্রণার কাহিনী তুলে ধরার চেষ্টা করলেন তাঁরা। আন্দোলনকারীদের কথায়, ‘এই লড়াই কেবল নিজেদের চাকরির জন্য নয়, এটা সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর লড়াই।’ রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরা।

হাতে ন্যায়বিচারের দাবির প্ল্যাকার্ড আর গলায় চাল, ডাল, ও কাঁকর মিশ্রিত চালের ছোটো প্রতীকী বস্তা ঝুলিয়ে রাজধানীর রাস্তায় আন্দোলনে নেমেছে রাজ্যের চাকরিহারাদের একাংশ। অভিযোগ, টাকার বিনিময়ে চাকরি বণ্টন হয়েছে। কিন্তু সেই দোষীদের সঙ্গে সমান শাস্তি পেতে হচ্ছে তাঁদেরও।

চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডলের গলায় রাগ, যন্ত্রণা আর হতাশা। ‘আমরা অপরাধ করিনি, তবু শাস্তি পেতে হচ্ছে। যারা টাকা নিয়ে চাকরি দিয়েছে, যারা নিয়মভঙ্গ করেছে, তাদের শাস্তি হোক, আমরা চাই। কিন্তু আমরা কেন ভোগ করব সেই অন্যায়ের খেসারত?’

দিল্লির পথে যাওয়ার সময় যেখানেই তাঁরা বিশ্রাম নিয়েছেন, সেখানেই বিলি করেছেন লিফলেট। এলাহাবাদ বাইপাস হোক বা উত্তরপ্রদেশের স্কুল। সর্বত্র তুলে ধরেছেন তাঁদের লড়াইয়ের কথা। আন্দোলনে শামিল হয়েছেন অনিন্দিতা চৌধুরী। কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা, সত্যনারায়ণ গার্লস হাই স্কুলের কেমিস্ট্রির শিক্ষিকা। শুধু তিনি নন, তাঁর স্বামীও চাকরি হারিয়েছেন।

নবদ্বীপের ভালুকা হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ঘরে ছয় বছরের ছেলে। আজ তাঁরা দিশেহারা, সংসার চলবে কী করে, বুঝে উঠতে পারছেন না। ‘প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙে আতঙ্কে, কীভাবে খাবার জোগাব ছেলের জন্য? কীভাবে ওর পড়াশোনা চলবে?’ বললেন অনিন্দিতা।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আবার স্কুলে গিয়ে পড়াতে। তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন যোগ্য চাকরিহারারা। তাঁদের বক্তব্য, ‘সেটা কীভাবে সম্ভব? তাহলে আদালতের অবমাননা করা হবে। আর মুখ্যমন্ত্রী যদি সত্যিই তা চাইতেন তাহলে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ কেন করছেন না? মুখ্যমন্ত্রীর সেদিনের মন্তব্যের পর কেউ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।’ ধর্না শেষে তাঁরা আবার ফিরছেন কলকাতায়। ‘যোগ্য’দের দাবি এটা আন্দোলনের সমাপ্তি নয় বরং শুরু।

অন্যদিকে এদিন হুগলির ডিআই অফিসে প্রতীকী তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই। তাদের দাবি, ‘ডিআই অফিস দুর্নীতির আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে। ডিআই এখানে এসে উত্তর দিন কেন যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি গিয়েছে। যতক্ষণ না যোগ্য চাকরিচ্যুতদের চাকরি ফেরানো হচ্ছে ততক্ষণ ডিআই অফিসে এই প্রতীকী তালা ঝুলবে।’

ANT JUSTICE
and to reinstate in our jobs
Gr-C & Gr-D Adhikar Mancha
"Don't Erase Merit to Hide Corruption!"
Uphold the Constitution

পাশে আছি...

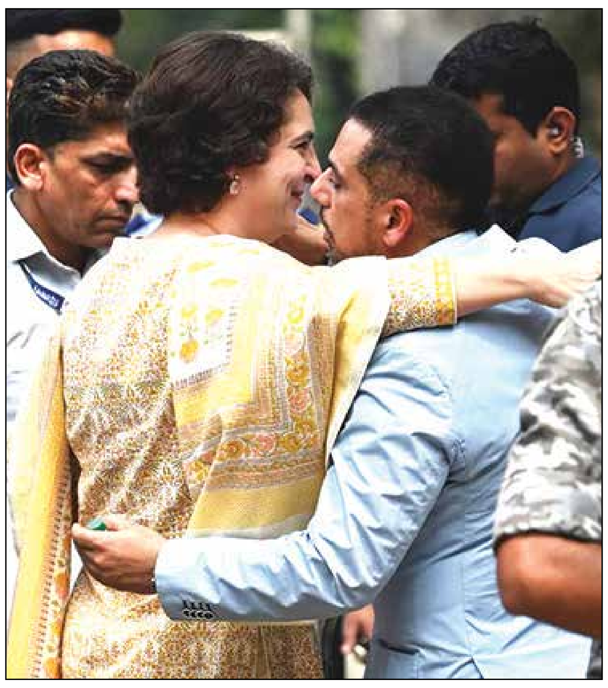

ইডির দপ্তরের সামনে রবার্ট ভদরা ও প্রিয়াংকা গান্ধি। বুধবার নয়াদিল্লিতে।

হেরাল্ড রাজপথে বিক্ষোভ কংগ্রেসের

বিজেপি-আরএসএসকে নিশানা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়ার ঘটনায় বুধবার মোদি সরকার এবং তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে রাজপথে নামল কংগ্রেস। বিভিন্ন রাজ্যে ইডি দপ্তরের বাইরে হাতশিবিরের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। দিল্লিতে বিক্ষোভরত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দেবেন্দর যাদব সহ দলের একাধিক নেতা-কর্মীকে পুলিশ আটক করে। ২৪, আকবর রোডে এআইসিসির পুরোনো সদর দপ্তরের বাইরে কর্মী-সমর্থকদের একাংশ অবস্থান বিক্ষোভ দেখান। অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি কলকাতাতেও বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা।

এদিন দেশজুড়ে কংগ্রেসের প্রতিবাদের মধ্যেই গুজরাটের মোডাসায় দলের এক সভায় রাহুল বলেন, ‘আমাদের দলের সূচনা হয়েছিল গুজরাট থেকে। যদি দেশে বিজেপি-আরএসএসকে হারাতে হয়, তাহলে তার রাস্তা গুজরাটের মধ্যে দিয়ে যায়। আমাদের দলও গুজরাট থেকে শুরু হয়েছিল। আমাদের সবথেকে বড় নেতা মহাত্মা গান্ধি, সর্দার প্যাটেল গুজরাটের ছিলেন।’ রাহুল এদিনও মনে করিয়ে দেন, বিজেপি-আরএসএসের সঙ্গে লড়াই শুধু রাজনৈতিক নয়, মতাদর্শগতও বটে। কংগ্রেসই যে এই দুটি শক্তিকে হারাতে পারে, সেটা গোটা দেশ জানে। যাঁরা কংগ্রেসে থেকে বিজেপির হয়ে কাজ করেন, তাঁদেরও বার্তা দেন রাহুল। তিনি বলেন, ‘যাঁরা কংগ্রেসে থেকে বিজেপির জন্য কাজ করেন, বিজেপির সঙ্গে মিলে রয়েছেন, এই নেতাদের শনাক্ত করে ভালোবেসে আলাদা করতে হবে, হিংসা-ঘৃণা দিয়ে নয়।’

মঙ্গলবার ইডি চার্জশিট জমা দেওয়ার পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছিলেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। কংগ্রেসের দাবি, রাহুল গান্ধিকে হারাতে পারছেন না বলেই এই ১২ বছরের পুরোনো মামলায় চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। গুজরাট, বিহারের পাশাপাশি একাধিক রাজ্যে কংগ্রেস সক্রিয় হচ্ছে। তাই রাহুল গান্ধিকে ভয় দেখানো চলছে। এদিন রমেশ বলেন, ‘এটা প্রতিশোধ এবং উৎপীড়নের রাজনীতি। প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অপরাধমূলক মানসিকতার কারণেই এই ধরনের রাজনীতি চলছে। কিন্তু এসব করে আমাদের চুপ করানো যাবে না।’ শচীন পাইলট বলেন, ‘সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব থেকে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। এটা দেশের মানুষ বুঝতে পারছেন। কংগ্রেসের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক এবং আইনি লড়াই জারি রাখব।’

এদিকে সোনিয়া-রাহুলের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া নিয়ে হইচইয়ের মধ্যেই বুধবারও রবার্ট ভদরাকে জেরা করল ইডি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। মঙ্গলবারও ভদরাকে ৬ ঘণ্টা জেরা করে করে ইডি। বৃহস্পতিবারও তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এদিকে বিজেপি নেতা রবিশংকর প্রসাদ বলেন, ‘কে কী প্রতিবাদ দেখালেন তাতে ইডি ভয় পায় না। মোদি জমানায় আইন আইনের পথেই চলবে। দেশে কাউকে লুট করার লাইসেন্স দেওয়া হয়নি।’ অন্যদিকে সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবের কটাক্ষ, ‘ইডি আইন তো কংগ্রেসের জমানাতেই তৈরি হয়েছিল। এখন তারা নিজেরাই এর মজা টের পাচ্ছে।’ ইডি-র মতো দপ্তর রেখে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই বলেও জানান তিনি।

জলের অপর নাম জীবন.... *বুধবার আগ্রার তাজমহলের সামনে।*

পরবর্তী প্রধান বিচারপতি গাভাই

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : আগামী ১৪ মে দেশের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নেবেন ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাই। বর্তমান প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ১৩ মে অবসর নেবেন। রীতি অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতি পদে উত্তরসূরির নাম কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকে পাঠাতে হয় বর্তমান প্রধান বিচারপতিকে। সেই প্রথা মেনে খান্না ইতিমধ্যেই গাভাইয়ের নাম প্রধান বিচারপতি পদে প্রস্তাব করেছেন।

গাভাই প্রায় ছয় মাস প্রধান বিচারপতি পদে থাকবেন। তাঁর অবসর নভেম্বরে। তিনি দ্বিতীয় দলিত বিচারপতি, যিনি ভারতের বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদে বসতে চলেছেন। এর আগে ২০০৭ সালে বিচারপতি কেজি বালাকৃষ্ণন প্রথম দলিত হিসাবে ওই পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর বাসিন্দা গাভাই ১৯৮৫ সালে আইন পেশায় যোগ দেন। ২০০৩ সালে তিনি বম্বে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি ও ২০০৫ সালে স্থায়ী বিচারপতি হন। ২০১৯ সালে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়ে যুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে ২০১৬ সালের নোটবন্দির সিদ্ধান্তকে বৈধ ঘোষণা এবং নির্বাচনি বন্ড প্রকল্পকে অসাংবিধানিক ঘোষণার মতো গুরুত্বপূর্ণ রায়।

হত ২ মাওবাদী

রায়পুর, ১৬ এপ্রিল : সমাজের মূল ধারায় ফিরতে নিষিদ্ধ মাওবাদীদের তরফে শান্তি আলোচনার প্রস্তাব নিয়ে ছত্তিশগড় সরকারের বৈঠকের প্রস্তুতির মাঝেও দু’তরফের সংঘর্ষ চলছে। বুধবার মাওবাদীদের সঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি) ও বস্তার ফাইটার ফোর্স-এর লড়াইয়ে মৃত্যু হল দুই মাওবাদীর।

রায়পুর থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে কোন্দাগাঁও জেলার কিলম-বরগুম জঙ্গলে মাওবাদীদের সন্ধানে তল্লাশিতে নেমেছিল যৌথ বাহিনী। দু’পক্ষের তুমুল লড়াইয়ে শেষমেশ দুই মাওবাদী নিহত হয়। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, নিহতদের একজন হল হালদার কাশ্যপ। সে মাওবাদীদের ডিভিশনাল কমিটির সদস্য। দ্বিতীয়জন রামে সোরি। সে পূর্ব বস্তারের এরিয়া কমিটির সদস্য। দু’জনেই কট্টরপন্থী মাওবাদী। নিহতদের মাথার দাম সমষ্টিগতভাবে ১৩ লক্ষ টাকা। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি একে ৪৭, বেশ কিছু বিস্ফোরক ও কিছু অস্ত্র।

‘১০০ একরে সবুজ ফেরান’

নয়াদিল্লি ও হায়দরাবাদ ১৬ এপ্রিল : শুধু পরিবেশের জন্যই নয়, প্রাণীদের পক্ষে ব্যাট ধরলেন সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি বিআর গাভাই ও এজি মসিহ।

কাঞ্চা গাচিবাউলিতে একটি তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক গড়ার জন্য হায়দরাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস সংলগ্ন অঞ্চলে ৪০০ একর বনাঞ্চলের ১০০ একর জমিতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছে। তাতে বিপন্ন বহু পশুপাখি। নির্বিচারে গাছকাটা নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। সেই মামলাতে তেলেঙ্গানা সরকারকে তিরস্কার করে বিচারপতি বিআর গাভাই ও এজি মসিহর বেঞ্চ উন্নয়নের চেয়ে সবুজ রক্ষায় জোর দিয়েছে।

দুই বিচারপতি বলেছেন, ‘১০০ একর জমি পুনরুদ্ধার করুন। কিছু নির্মাণ করতে চাইলে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিতে হবে।’ ওই জমিতে বিস্তৃত বন ছিল। তা উজাড় হয়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন বিচারপতিদের বক্তব্য, এর ফলে প্রাণীদের আবাসস্থল বিঘ্নিত হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের ধমক তেলেঙ্গানাকে

ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, তৃণভোজী প্রাণীরা আশ্রয়ের জন্য ছুটছে। তেলেঙ্গানা সরকারের বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেনকে প্রাণীদের সুরক্ষার জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা। রাজ্য সরকারকেও সতর্ক করা হয়েছে। যে বনভূমি উজাড় করা হয়েছে তা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা উপস্থাপন করা না হলে মুখ্যসচিব থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বতন কর্তাদের জেল জরিমানা করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি গাভাই উষ্মা প্রকাশ করে রাজ্য সরকারকে বলেছেন, ‘মুখ্যসচিবকে বাঁচাতে চাইলে কীভাবে ওই ১০০ একর জমি পুনরুদ্ধার করবেন, তার পরিকল্পনা করুন।’

চলন্ত ট্রেনেও এবার এটিএম

মুম্বই, ১৬ এপ্রিল : যাত্রীদের সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বারেবারেই বলে ভারতীয় রেলমন্ত্রক। এবার যাত্রীদের কথা ভেবে চলন্ত ট্রেনে আস্ত এটিএমও বসিয়ে দিল তারা। পরীক্ষামূলকভাবে এটিএম বসেছে মুম্বই থেকে মানমাড়গামী পঞ্চবটী এক্সপ্রেসে। এটিই দেশের প্রথম ট্রেন যেখানে বসানো হল চলন্ত এটিএম! ভারতীয় রেলের ‘ইনভেটিভ অ্যান্ড নন-ফেয়ার রেভেনিউ আইডিয়াজ স্কিম’ (ইনফ্রিস) প্রকল্পের অধীনে চালু হয়েছে এই অভিনব পরিষেবা।

রেলমন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, ভূসাওয়াল ডিভিশনের সঙ্গে ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রের যৌথ উদ্যোগে এই এটিএমটি পঞ্চবটী এক্সপ্রেসে বসানো হয়েছে। মহড়ার সময় প্রায় পুরো যাত্রাপথেই এটিএমটি নিখুঁতভাবে কাজ করেছে। তবে ইগাতপুরি থেকে কসারা পর্যন্ত কিছু সুড়ঙ্গে ট্রেন ঢোকার পর কিছু গোলমাল হয়েছিল। যা-ই হোক, সেটুকু বাদ দিলে পরীক্ষামূলক যাত্রায় উতরে গিয়েছে পঞ্চবটী এক্সপ্রেস।ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার ইতি পান্ডে জানিয়েছেন, ‘মানুষ এখন রেলযাত্রার মধ্যেই নগদ টাকা হাতে পেয়ে যাবেন। সঙ্গে অনেক টাকা নিয়ে তাঁদের ঘুরতে হবে না। শুধু তা-ই নয়, এই এটিএম থেকে চেকবই অর্ডার করা, অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট নেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে।’ তিনি বলেন, যদিও এটি একটি এসি কামরায় বসানো হয়েছে, তবে যেহেতু ২২টি কামরা পরস্পর সংযুক্ত, তাই যে কেউ ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়া এই সুবিধা আপাতত মিলবে মুম্বই-হিঙ্গোলি জনশতাব্দী এক্সপ্রেসেও।

পাককে কড়া বার্তা ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতে মামলা চলছে। এদিকে ওয়াকফ নিয়ে পাকিস্তানের বক্তব্যকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করল কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক। একইসঙ্গে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর অধিকার নেই বলেও কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানকে।

সম্প্রতি পাকিস্তান বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র বলেছিলেন, ‘এই আইন ভারতীয় মুসলিমদের আরও পিছনে ফেলে দেবে। এই আইনের মাধ্যমে তাঁদের মসজিদ, মাজার সহ সমস্ত সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্ট চলছে।’

বুধবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘পাকিস্তানের বক্তব্যকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করছে ভারত। এই দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্তব্য করার কোনও অধিকার নেই পাকিস্তনের।’ তাঁর আরও সংযোজন, ‘তাঁদের উচিত অন্যদের দিকে নজর না দিয়ে নিজেদের দেশের সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করা।’

ওয়াকফ

দেড়ঘণ্টায় ৪ ভূমিকম্প

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : দিনকয়েক আগে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়েছে মায়ানমার। তারপরেও এশিয়ার দেশগুলিতে একের পর এক কম্পন অনুভূত হচ্ছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে মাত্র দেড়ঘণ্টার মধ্যে ৪ বার ভূমিকম্প হয়েছে। স্বল্প ও মধ্যম মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়েছে ভারত, চিন ও আফগানিস্তানে। তবে কোনও ক্ষয়ক্ষতির কথা জানা যায়নি। জারি হয়নি সুনামি সতর্কতাও।

ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিএস)-র রিপোর্ট অনুযায়ী এদিন ভোর ৩টে ৫০ মিনিটে কেঁপে ওঠে তিব্বত। ৪.২ মাত্রার ভূমিকম্পটির উৎস মাটি থেকে ২৬ কিলোমিটার গভীরে। এরপর ৪টে ৪০-এ আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতে ৫.৯ মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়। বাঘলানের ১৬৪ কিলোমিটার পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎস। আফগানিস্তানে হওয়া ভূমিকম্পের প্রভাবে ভারতেও কম্পন অনুভূত হয়েছে। কেঁপেছে দিল্লি সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশ। ভোররাতে ভূমিকম্প হলেও আতঙ্কিত মানুষজন রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। ভোর ৫টা ৭-এ কেঁপে ওঠে বাংলাদেশ। কম্পনের মাত্রা ছিল ২.৯। চতুর্থ কম্পনটি হয় সকাল ৭টা ১২ মিনিটে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ভারত মহাসাগরের গভীরে। কম্পনের মাত্রা ৬.৬।

ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল থেকে ২,০৬৯ কিমি দূরে সমুদ্রতলের ১০ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের উৎপত্তি ঘটেছে। এত কম সময়ের মধ্যে স্থল ও জলভাগে পরপর ভূমিকম্প ভূ-বিজ্ঞানিদের চিন্তা বাড়িয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসন তিরস্কৃত

নিউ ইয়র্ক, ১৬ এপ্রিল : পড়াশোনা শেষ হওয়ার আগে এক ভারতীয় শিক্ষার্থীর ভিসা মার্কিন সরকার বাতিল করে দেওয়ায় ট্রাম্প প্রশাসনকে তিরস্কার করলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক ফেডারেল আদালতের বিচারক। ২১ বছরের পড়ুয়ার স্বদেশে চলে যাওয়া বিরত রাখতে স্থগিতাদেশ দিয়েছেন বিচারক।

কৃষলাল ইসেরদাসানি নামে ওই ছাত্র উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক করছেন। তাঁর বিষয় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং। মে মাসের গোড়ার দিকে তিনি স্নাতক হবেন। ছাত্র ভিসা এফ-১ ভিসা তাঁর থাকলেও মার্কিন সরকার বাতিল করেছে। ফলে ডিগ্রি পাওয়ার আগেই তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়। কৃষের অভিযোগ, স্টুডেন্টস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটর প্রোগ্রাম-এর ডেটাবেস থেকে তাঁর সমস্ত তথ্য উড়িয়ে দিয়েছে ট্রাম্প সরকারের প্রশাসন। এই ঘটনার মামলা ওঠে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওই ভারতীয় ছাত্রের অপসারণে আদালত মার্কিন সরকারের ভর্ৎসনা করে স্থগিতাদেশ দিয়েছে।

চিনা পণ্যে মার্কিন শুল্ক বেড়ে ২৪৫%

সংকটে ভারতীয় ‘বন্ধু’দের ভিসা বেজিংয়ের

ওয়াশিংটন ও বেজিং, ১৬ এপ্রিল : চিনের সঙ্গে শুল্ক-যুদ্ধকে বেনজির পর্যায়ে নিয়ে গেল আমেরিকা। বুধবার মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে, চিনা পণ্যের ওপর শুল্কের হার ২৪৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে ট্রাম্প সরকার। ‘আমেরিকা প্রথম’ নীতি মেনে চিনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

এর আগে চিনা পণ্যের ওপর ১৪৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিলেন ট্রাম্প। চিনও মার্কিন পণ্যের ওপর ১২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে। শুল্কের হার আর না বাড়ানোর কথা জানিয়েছে তারা। তবে শুল্ক বৃদ্ধিতে রাশ টানার কোনও ইঙ্গিত দিচ্ছে না আমেরিকা। হোয়াইট হাউস থেকে জারি করা একটি তথ্যপত্রের উল্লেখ করে সেদেশের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, চিনের সব পণ্যের ওপরেই ২৪৫ শতাংশ হারে শুল্ক বসানো হয়নি। গুরুত্ব ও চাহিদার ভিত্তিতে চিনা পণ্যের শ্রেণি বিভাগ করে কয়েকটিকে শুল্কের সর্বোচ্চ হারের আওতায় আনা হয়েছে। শুল্কের হার বাড়ানো নিয়ে মন্তব্য না করলেও এদিন চিনের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টির অভিযোগ এনেছে আমেরিকা।

হোয়াইট হাউসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘কয়েক মাস আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্যালিয়াম, জার্মেনিয়াম, অ্যান্টিমনি এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ প্রযুক্তির উপকরণ রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছে চিন। চলতি সপ্তাহে তারা ছয়টি বিরল ধাতুর রপ্তানিও বন্ধ করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে বন্ধ রেখেছে গাড়ি নির্মাণ, মহাকাশ গবেষণা, সেমিকন্ডাক্টর এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কাঁচামালের জোগান।’

এদিকে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধে পিছু না হটার কথা জানিয়েছে চিন। আমেরিকার শুল্ক প্রাচীর ভাঙতে বিশ্বের বড় অর্থনীতিগুলিকে একজোট করার চেষ্টা করছে শি জিনপিংয়ের সরকার। ইতিমধ্যে কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এ ব্যাপারে চিনা কর্তাদের আলোচনা হয়েছে। আমেরিকার বিরুদ্ধে বাণিজ্য যুদ্ধে ভারতকে পাশে পেতে মরিয়া চেষ্টা শুরু করেছে চিন। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং থেকে শুরু করে সেদেশের একাধিক মন্ত্রী ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে সওয়াল করেছেন। এবার একধাপ এগিয়ে ভারতীয়দের জন্য ভিসা নীতি শিথিল করার ইঙ্গিত দিল চিন।

বুধবার ভারতে চিনের রাষ্ট্রদূত জু ফেইহং জানান, চলতি বছর ৮৫ হাজারের বেশি ভারতীয়কে চিনের ভিসা দিয়েছে তাঁদের দিল্লি দূতাবাস। ভারতীয়দের ‘খোলামেলা’, ‘নিরাপদ’ ও ‘বন্ধুত্বপূর্ণ’ চিনে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন জু। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ‘চলতি বছর ৯ এপ্রিল পর্যন্ত ভারতের চিনা দূতাবাস ৮৫ হাজারের বেশি ভারতীয়ের ভিসা মঞ্জুর করেছে। খোলামেলা, নিরাপদ ও বন্ধুত্বপূর্ণ চিনে আমরা আরও বেশি ভারতীয়কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।’ আমেরিকার সঙ্গে সাম্প্রতিক বাণিজ্য যুদ্ধের সময় চিনের এই ভারত প্রীতি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে

ক্রোমোজোম, ডিএনএ ও জিনের খুঁটিনাটি

মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান

মৌমিতা বিশ্বাস, *শিক্ষক*
শিলিগুড়ি জগদীশচন্দ্র বিদ্যাপীঠ

❑ ক্রোমোজোম কীভাবে গঠিত হয়?

কোষের নিউক্লিয়াসস্থিত ক্রোমোটিন সূত্র, যা প্রকৃতপক্ষে DNA, যা চার প্রকার হিস্টোন প্রোটিন প্রতিটি ২ অনু একত্রিত হয়ে হিস্টোন অক্টামার গঠন করে, যা কুণ্ডলীকৃত হয়ে প্রথমে নিউক্লিওজোম তারপর আরও পেঁচিয়ে ক্রোমাটিড ও পরে ক্রোমোজোম গঠন করে।

❑ ক্রোমোজোম, DNA ও জিনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।

কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতরে জালকের মতো গঠন একে অপরকে পেঁচিয়ে থাকে যা ক্রোমোটিন সূত্র। ক্রোমোটিন সূত্রগুলি যখন কোষ বিভাজন হয় না, তখন আংশিক উন্মুক্ত অবস্থায় থাক। কোষ বিভাজনের সময় দৃঢ়ভাবে পাকিয়ে লুপ তৈরি করে। তখন কুণ্ডলী গঠন করে। এইগুলোকে বলে ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোমের যে অংশে DNA থাকে তার নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট প্রোটিন সংশ্লেষের সংকেত বহন করে। এই DNA-র এক একটি অংশ হল জিন যা জীবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বহন করে।

❑ লোকাস কী?

একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট জিন অবস্থান করে, এই অবস্থান বিন্দুকে লোকাস বলে।

❑ হ্যাপ্লয়েড কোষ কী?

যে কোষে প্রজাতি নির্দিষ্ট ক্রোমোজোম প্রতিটি একটি করে থাকে, তাকে হ্যাপ্লয়েড কোষ বলে।

যেমন- যৌন জননকারী প্রাণীদের জননকোষ হ্যাপ্লয়েড (n) ক্রোমোজোম যুক্ত।

❑ ডিপ্লয়েড কোষ কী?

যে সমস্ত জীবকোষে বিভিন্ন রকমের ক্রোমোজোম, আবার জোড়ায় অবস্থান করে। তাকে ডিপ্লয়েড কোষ বলে। যেমন- কোনও জীবের দেহকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা ধ্রুবক (2n)

❑ জিনোম কী ?

হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনের সমষ্টিকে জিনোম বলে। মানুষের দেহকোষে দুটি হ্যাপ্লয়েড সেট থাকায় একে ডিপ্লয়েড সেট বলে। (diplod set-2n)

> কোষে উপস্থিত বংশগত বস্তু DNA কোষ থেকে কোষে প্রবহমান হয়, জীবের অস্তিত্ব রক্ষা ও জীবের বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য একেই জীবন প্রবাহ বলে।

❑ প্রোক্যারিওটিক কোষের DNA যুক্ত গঠনকে কী বলে?

প্রোক্যারিওটিক কোষের DNA যুক্ত গঠনকে নিউক্লিওয়েড বলে।

❑ 44xy অথবা 44xx বলতে কী বোঝো?

মানবদেহে মোট 46টি ক্রোমোজোম থাকে। 44xy বলতে বোঝায় 44টি অটোজোম এবং xy দুটি যৌন ক্রোমোজোম যা পুরুষের দেহে পাওয়া যায়। আর 44xx হল মহিলার দেহে 44 অটোজোম এবং xx দুটি যৌন ক্রোমোজোম।

উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজি নতুন সিলেবাসে প্রস্তুতি

সিমেস্টার পদ্ধতিতে কীভাবে পরীক্ষা হয় তা শিক্ষার্থীরা একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা দিয়ে ইতিমধ্যেই জেনেছ। একাদশে তোমরা সবাই নিজের স্কুলেই পরীক্ষা দিয়েছ। দ্বাদশ শ্রেণিতে WBCHSE-এর তৈরি করা প্রশ্নে তোমাদের বাইরের স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। তাই এখন থেকেই তোমাদের পড়াশোনার সঙ্গে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে।

প্রবীর মিত্র, *প্রধান শিক্ষক*
পাতলাখাওয়া উচ্চবিদ্যালয়
কোচবিহার

সিমেস্টার পদ্ধতিতে কীভাবে পরীক্ষা হয় তা শিক্ষার্থীরা একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা দিয়ে ইতিমধ্যেই জেনেছ। একাদশে তোমরা সবাই নিজের স্কুলেই পরীক্ষা দিয়েছ। দ্বাদশ শ্রেণিতে WBCHSE-এর তৈরি করা প্রশ্নে তোমাদের বাইরের স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। তাই এখন থেকেই তোমাদের পড়াশোনার সঙ্গে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। পরীক্ষার সময় যেসব নিয়মকানুন এবং নির্দেশাবলি শিক্ষা দপ্তর নোটিফিকেশনের মাধ্যমে দেবে সেটা তখন তোমাদের বলব। আজ ইংরেজি বিষয়ে তৃতীয় সিমেস্টারের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করছি।

MCQ প্রশ্নপত্র OMR উত্তরপত্রে পূরণ করা যেহেতু আবশ্যিক তাই তোমাদের অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে। প্রদত্ত বিকল্প উত্তরগুলোর জন্য যে বৃত্তগুলি দেওয়া থাকে সঠিক উত্তর লেখার জন্য তার একটিমাত্র বৃত্ত নীল অথবা কালো কলম দিয়ে তোমাদের স্পষ্টভাবে ভরাট করতে হবে। কলমের কালি বৃত্তের বাইরে যেন না যায়। একবার উত্তরের জন্য একটি বৃত্ত ভরাট হয়ে গেলে আর কোনওরকম পরিবর্তন অর্থাৎ কাটাকাটি মোছা, ওভাররাইটিং করা যাবে না।

OMR উত্তরপত্রটি সব বিষয়ে সকলের জন্যই সাধারণ। প্রশ্নপত্রের 1 নম্বর প্রশ্ন থেকে শেষ প্রশ্ন পর্যন্ত সিরিয়াল নম্বর দেখে OMR Sheet-এ বৃত্ত পূরণ করতে হবে।

কোনও বিষয়ে rough work করার দরকার হলে Question Booklet-এ দেওয়া নির্দিষ্ট জায়গায় করতে হবে। পরীক্ষা শেষ হলে OMR উত্তরপত্র ইনভিজিলেটরের কাছে জমা করে প্রশ্নপত্র সঙ্গে নিয়ে আসতে পারবে।

এবারে WBCHSE-এর New syllabus তথা Latest Modified Syllabus অনুযায়ী English বিষয়ের কথা বলছি।

MCQ মানে সহজেই উত্তর করে আসব এই ভাবনা মনের ভেতরে থাকলে তা ভুলে যাও। কারণ সব MCQ একরকমের হলে চিন্তা ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের MCQ থাকে পরীক্ষায়। WBCHSE যা Syllabus দিয়েছে তাতে বলা আছে 1) MCQ Zone - Basic and Simple MCQ, Fill in the blanks. 2) HOTS - Case based MCQ, Conceptual MCQ, True and False, Assertion - Reasoning, Statement - Reason, Relationship between statements, Rearrangement of Sentences / Events, Column Matching and Diagram / Chart MCQs.

তৃতীয় সিমেস্টারের নম্বর বণ্টন এমনটা থাকবে। Prose - 10, Verse - 10, Drama - 05, Textual Grammar - 05, Reading Comprehension - 10

এই Marks গুলোকে আবার Unit এবং Text Topic অনুযায়ী ভাগ করে দেওয়া থাকবে।

> MCQ প্রশ্নপত্র OMR উত্তরপত্রে পূরণ করা যেহেতু আবশ্যিক তাই তোমাদের অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে। কলমের কালি বৃত্তের বাইরে যেন না যায়।

Unit - 1 Prose (গদ্য)

1) 'The Night Train at Deoli' - Ruskin Bond Marks : 04

2) 'Strong Roots' - APJ Abdul Kalam Marks : 03

3) 'The Bet' - Anton Chekhov Marks : 03

Unit - 2 Verse (কবিতা)

1) 'Our Casuarina Tree' - Toru Dutt Marks : 05

2) 'Ulysses' - Alfred Lord Tennyson Marks : 05

Unit - 3 Drama (নাটক)

'Riders to the Sea' - J. M. Synge Marks - 05

Unit - 4 Textual Grammar (ব্যাকরণ) from Unit 1& Unit 2, Marks : 05, যাতে থাকবে Synthesis and Splitting of sentences ; Change of Narration ; Correction of errors

Unit - 5 Reading Comprehension (unseen)

Marks - 05 # Questions based on understanding and inference of the Unseen Passage (Text বোধগম্যতা এবং ধারণা তৈরি বা অনুমান করা)

Marks - 05 # Questions based on Grammar and Vocabulary items. সব মিলে Total Marks থাকছে 40 (চল্লিশ)।

শেষে বলব তোমরা পাঠ্যবই খুব মনোযোগ সহকারে পড়বে। যেহেতু MCQ পদ্ধতি তাই টেক্সটগুলোর নাম, লেখকের নাম মনে রাখতেই হবে। তারপর প্রতিটি কঠিন শব্দের অর্থ বাংলা ভাষায় জানতে হবে এবং nearest meaning পড়ে মনে রাখতে হবে। যখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় পড়াবেন তখন খুব মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং তাঁর বলা গুরুত্বপূর্ণ সবকিছু খাতায় লিখে নেবে। তারপর বাড়িতে এসে সময় ধরে কয়েকবার পড়বে এবং কঠিন বিষয়গুলি না দেখে লিখবে।

Textual Grammar তো বিদ্যালয়ে শেখাবেনই শিক্ষক, শিক্ষিকারা। তারপরও নতুন সিলেবাস অনুযায়ী কোনও মডেল কোয়েসচন ব্যাংক সংগ্রহ করে সেখান থেকে চর্চা করবে এবং বিষয় শিক্ষকদের দেখিয়ে নেবে। সেইসঙ্গে Unseen Passage-এর 10 নম্বর পাওয়ার জন্যও ওই কোয়েসচন ব্যাংক থেকে ধারাবাহিকভাবে চর্চা করে যাবে। তাহলে পরীক্ষা ভালো হবেই এই বিশ্বাস তোমাদের মনে জন্মাবে। সকলের জন্য শুভকামনা রইল।

দ্বাদশ শ্রেণির পর বিষয় নির্বাচন

দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার পর একজন শিক্ষার্থীর সামনে ভবিষ্যতের অনেক দরজা খুলে যায়। এই সময়ে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি হল- শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষায় মনোযোগ দেওয়া উচিত, নাকি এর সঙ্গে দক্ষতা বিকাশের উপরও জোর দেওয়া উচিত? এই দুটি বিকল্পের নিজস্ব গুরুত্ব এবং সুবিধা রয়েছে এবং কোনটি শিক্ষার্থীর জন্য সঠিক তা নির্ভর করে তার আগ্রহ, লক্ষ্য এবং ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষার উপর।

সব্যসাচী বোস
সহকারী অধ্যাপক
আনন্দচন্দ্র কলেজ অফ কমার্স
জলপাইগুড়ি

শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষাকে বেছে নেওয়া মানে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনার দিকে অগ্রসর হওয়া। এর প্রধান সুবিধা হল একটি বিশেষ বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করা যায়। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য বা অর্থনীতির মতো বিষয়গুলিতে তাত্ত্বিক জ্ঞান ভবিষ্যতের গবেষণা, অধ্যাপনা বা বিশেষায়িত পেশায় সুযোগ তৈরি করতে পারে। একটি শক্তিশালী অ্যাকাডেমিক ভিত্তি শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটায় এবং জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে।

তবে, বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক কর্মজীবনে শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জন করাই যথেষ্ট নয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, স্নাতক হওয়ার পরেও চাকরির বাজারে প্রবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে যদি না শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট কিছু ব্যবহারিক দক্ষতা থাকে। এইখানেই দক্ষতা বিকাশের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

দ্বাদশ শ্রেণির পর দক্ষতা বিকাশের উপর মনোযোগ দেওয়া মানে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বা কারিগরি কোর্সে অংশগ্রহণ করা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট কিছু পেশার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করতে পারে। যেমন- কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিকস ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, জিএসটি এবং আয়কর রিটার্ন ফাইলিং, বা হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করা যেতে পারে। এই ধরনের দক্ষতা শিক্ষার্থীদের দ্রুত কর্মসংস্থান পেতে সাহায্য করে এবং তাদের আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি করে।

তবে, শুধুমাত্র দক্ষতা বিকাশের উপর জোর দেওয়াও কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা তৈরি করতে পারে। হয়তো একজন শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট পেশায় দক্ষ হয়ে উঠবে, কিন্তু তার জ্ঞানের পরিধি সীমিত থাকতে পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির পরিবর্তন এবং কর্মক্ষেত্রের নতুন চাহিদার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া তার জন্য কঠিন হতে পারে।

অতএব, সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হল শিক্ষা এবং দক্ষতা বিকাশের একটি সমন্বয় ঘটানো। দ্বাদশ শ্রেণির পর প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি যদি শিক্ষার্থীরা প্রাসঙ্গিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে, তবে তা তাদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র যদি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বা ডেটা অ্যানালাইসিসের দক্ষতা অর্জন করে, তবে তার কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেক বেড়ে যায়। একইভাবে, কলা বিভাগের ছাত্ররা যদি ডিজিটাল মার্কেটিং বা কনটেন্ট রাইটিং-এর মতো দক্ষতা অর্জন করে, তবে তারা বিভিন্ন নতুন পেশায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও এই ধারণার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। স্নাতক স্তরের কোর্সের পাশাপাশি বিভিন্ন শর্ট-টার্ম স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্স বা সার্টিফিকেট প্রোগ্রামের সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের উচিত তাদের আগ্রহ এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে এই ধরনের কোর্সগুলি বেছে নেওয়া।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বাদশ শ্রেণির পর শুধুমাত্র শিক্ষা অথবা শুধুমাত্র দক্ষতা বিকাশ- কোনওটিই এককভাবে যথেষ্ট নয়। শিক্ষা আমাদের জ্ঞান এবং চিন্তাভাবনার দিগন্ত প্রসারিত করে, আর দক্ষতা আমাদের সেই জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেয়। তাই, একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার্থীদের উচিত শিক্ষা এবং দক্ষতা বিকাশের একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ বেছে নেওয়া।

ভাবতে শেখো

প্রকাশ করো

দেশ এবং সমাজের নানাবিধ সমস্যা তোমাকে যন্ত্রণা বা পীড়া দেয়? সমস্যার সমাধানে নতুন ভাবনা এলেও প্রকাশের উপযুক্ত মঞ্চ না থাকায় সেগুলি হারিয়ে যায়? তোমার প্রিয় গ্রাম বা শহরের পরিবেশ ও অন্যান্য সমস্যা তোমাকে দগ্ধ করছে? তোমাদের যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল ভাবনা আমাদের লিখে পাঠাও। বিষয় আমরা জানাব। লেখা মনোনীত হলে প্রকাশিত হবে পড়াশোনা বিভাগে।

আজকের বিষয়

বিশ্ব উষ্ণায়নের গ্রাসে প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আগামী প্রজন্মের অস্তিত্ব। রক্ষা পাওয়ার একটি অন্যতম উপায় বৃক্ষরোপণ। তোমার এলাকায় আগামী দিনে তুমি কীভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করতে চাও লিখে জানাও।

লেখা পাঠাও হোয়াটসঅ্যাপে, বাংলা টাইপ করে। ৮১১৬৪১৭৫৬৫ নম্বরে।
৫ মে, ২০২৫ তারিখের মধ্যে।
অনধিক ২৫০ শব্দের মধ্যে লিখবে।
সঙ্গে নাম, কলেজ/ইউনিভার্সিটির নাম, ঠিকানা অবশ্যই লিখবে এবং তোমার ফোটো পাঠাবে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ছোট্ট তারা

স্টেপিং স্টোন মডেল স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র কনিষ্ক সাহা পড়াশোনার পাশাপাশি অঙ্কন ও আবৃত্তিতে দক্ষ।

আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় আঁকা শেখান শিল্পী বিকাশ বসাক। তরমুজের মধ্যে পাতলা ছুড়ি দিয়ে গণেশ বানিয়েছেন তিনি। এই কারুকার্য সবার নজর কেড়েছে। তথ্য ও ছবি : প্রসেনজিৎ দেব

বড়ডোবায় বছরভরই ভাঙন

ফালাকাটা, ১৬ এপ্রিল : ফালাকাটা পুরসভার অন্যতম কৃষিসমৃদ্ধ এলাকা বড়ডোবা। পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের এই এলাকাকে তিনদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে মুজনাই নদী। বর্ষাকালে মুজনাই নদীর জলে প্রতি বছর প্লাবিত হয় বড়ডোবা এলাকা, আর বন্যার পরই শুরু হয় নদীভাঙন। গত কয়েক বছর ধরে সারাবছর অবশ্য অল্প অল্প করে নদীর পাড় ভেঙেই চলেছে। এর প্রভাব পড়ছে কৃষিজমির ওপর। ভাঙনে নদীর গ্রাসে চলে যাচ্ছে বিঘার পর বিঘা জমি।

> বর্ষার পর নদীভাঙন মারাত্মক আকার ধারণ করে। তবে এখন রোজ অল্প অল্প করে জমি নদীর গ্রাসে চলে যাচ্ছে। আমারও বেশ কয়েক বিঘা জমি ভাঙনের কবলে পড়েছে।
>
> - শিবু বর্মন *স্থানীয় বাসিন্দা*

স্থানীয় বাসিন্দা শিবু বর্মনের কথায়, 'বর্ষার পর নদীভাঙন মারাত্মক আকার ধারণ করে। তবে এখন রোজ অল্প অল্প করে জমি নদীর গ্রাসে চলে যাচ্ছে। আমারও বেশ কয়েক বিঘা জমি ভাঙনের কবলে পড়েছে। এই ভাঙন রোধ নিয়ে পুরসভায় আমরা সবাই বারবার জানিয়েছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।'

পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'নদীভাঙন রোধ করা একা পুরসভার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা এর জন্য সেচ দপ্তরের সহযোগিতা চেয়েছি।' ফালাকাটা পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের মুজনাই নদীর ভাঙনও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। মুজনাই নদীর ভাঙনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বড়ডোবা। এলাকায় যাতায়াতের জন্য নেই কোনও সেতু। তাই সাঁকোই যোগাযোগের একমাত্র ভরসা। নড়বড়ে সেই সাঁকোর ওপর ভরসা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই কারও। শহরের মধ্যে থেকেও এই এলাকা এখনও উন্নত পরিষেবা থেকে বঞ্চিত, যেন একটুকরো গ্রাম। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ২০ বিঘার উপর কৃষিজমি নদীর গ্রাসে চলে গিয়েছে। অনেকের বসতবাড়ির একেবারে সামনে চলে এসেছে নদী। বাসিন্দাদের দাবি, বর্ষার আগে টানা বৃষ্টির পর নদীভাঙন শুরু হত, কিন্তু এখন সারাবছর ধরেই মুজনাই নদীর গ্রাসে বড়ডোবা ভেঙে চলেছে। অবস্থা এমন যে মুজনাই নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে পুরসভা এখনও কোনও উদ্যোগ না নেওয়ায় ক্ষুব্ধ ফালাকাটার কৃষিবলয় বড়ডোবার বাসিন্দারা।

নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

স্কুলে নেই প্রাচীর

কোন কোন স্কুলে সমস্যা

- প্রসন্নকুমার প্রাথমিক স্কুল, সদানন্দ প্রাথমিক স্কুলের অবস্থান আলিপুরদুয়ার-কুমারগ্রাম মূল সড়ক ঘেঁষে
- বিবেকানন্দ প্রাথমিক স্কুলটি রয়েছে বক্সা ফিডার রোড ঘেঁষে
- দেশবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১ নম্বর ওয়ার্ডের অরবিন্দনগর প্রাথমিক স্কুলও প্রধান রাস্তা লাগোয়া
- অথচ কোনও স্কুলেরই প্রাচীর নেই

> ব্যস্ত রাস্তার ধারে স্কুল, অথচ স্কুলে প্রাচীর নেই। কোনও পড়ুয়া রাস্তায় চলে এলে কে দেখবে? আমরা চাই দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হোক।
>
> - কাকলি দে *অভিভাবক*

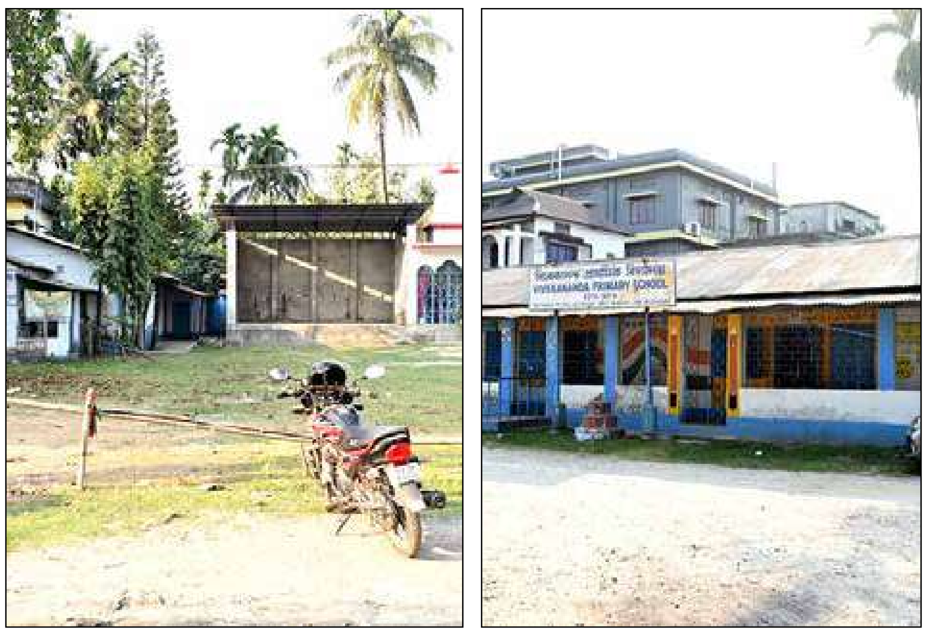

দেশবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়। (ডানদিকে) বিবেকানন্দ প্রাইমারি স্কুল। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

অরবিন্দনগর প্রাইমারি স্কুল।

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৬ এপ্রিল : স্কুল মানে শুধু শিক্ষা গ্রহণের স্থান নয়, এটি পড়ুয়াদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলও। কিন্তু আলিপুরদুয়ার শহরের বেশ কয়েকটি প্রাথমিক স্কুলের চিত্র যেন ঠিক তার বিপরীত! ১, ১৩ এবং ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্কুলে প্রাচীর নেই এবং সেগুলি ব্যস্ত প্রধান সড়ক থেকে মাত্র ২০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত। যে কারণে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অভিভাবকদের অভিযোগ, প্রশাসন এবং ঊর্ধ্বতন স্কুল কর্তৃপক্ষ আগাগোড়া বিষয়টি উপেক্ষা করে আসছে। আর দেরি না করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন তাঁরা। এবিষয়ে ডিপিএসসি'র তরফে জানানো হয়েছে, সমস্যা সমাধানের যাবতীয় প্রক্রিয়া চলছে।

১৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রসন্নকুমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যস্ত আলিপুরদুয়ার-কুমারগ্রাম প্রধান সড়কের পাশে অবস্থান। সদানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থানও একেবারে আলিপুরদুয়ার-কুমারগ্রাম মূল সড়ক ঘেঁষে। একই অবস্থা ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের, যা বক্সা ফিডার রোডের মাত্র ২০ মিটার দূরত্বে। এছাড়া, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১ নম্বর ওয়ার্ডের অরবিন্দনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যাচ্ছে- চারপাশে প্রাচীর নেই। মাত্র কয়েক কদমের দূরত্বে ছুটে চলে দ্রুতগতির যানবাহন, যা যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে বলে মনে করছেন অভিভাবকরা।

এমনই একটি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীর বাবা রঞ্জিত ঘোষ বলেন, 'মেয়েকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে খুব ভয়ে থাকি। স্কুলের চারপাশে কোনও প্রাচীর নেই, আর রাস্তার ধারে এত দ্রুত গাড়ি চলে যে বাচ্চারা খেলতে খেলতে যদি কখনও রাস্তায় চলে যায়, তাহলে বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।' খুদেদের স্কুলে পাঠিয়ে কিছুতেই নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন না অভিভাবকরা। রাস্তার উপরে স্কুল থাকায় বরাবরই চিন্তায় থাকেন অভিভাবকরা।

আরেক স্কুলের এক পড়ুয়ার মা কাকলি দে'র মন্তব্য, 'বাচ্চাদের স্কুলে দিয়ে যাওয়া আর কাঁটার ওপর বসে থাকা একই কথা। ব্যস্ত রাস্তার ধারে স্কুল, অথচ স্কুলে প্রাচীর নেই। কোনও পড়ুয়া রাস্তায় চলে এলে কে দেখবে? আমরা চাই দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হোক।'

বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত দেশবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মিলি দাসও। তিনি বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু প্রাচীর না থাকায়, আমরা চাইলেও তাদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে পারছি না।' একইভাবে হতাশার সুরে বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমর পালের মন্তব্য, 'স্কুলের চারপাশে যদি প্রাচীর না থাকে, তাহলে আমরা কীভাবে বাচ্চাদের সুরক্ষা দেব? এটা খুবই দুঃখজনক যে এতদিনেও এর সমাধান হয়নি।'

এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির বিষয়ে জানতে চাইলে ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন বলেন, 'এসআই লেভেল থেকে রিপোর্ট তৈরির কাজ চলছে। নতুন অর্থবর্ষেই সীমানা প্রাচীর তৈরি শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।' এসআই সুজিত সরকার জানান, তাঁরা রিপোর্ট প্রস্তুত করছেন এবং শীঘ্রই তা সংশ্লিষ্ট জায়গায় পাঠানো হবে। দ্রুত টেন্ডার পাশ হয়ে যাবে বলে তাঁরা আশা করছেন।

সংকটে ট্রেনযাত্রীরা

রাত বাড়লেই বন্ধ হোটেল

আলিপুরদুয়ার, ১৬ এপ্রিল : রাতের ট্রেনে অসম থেকে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে নেমেছিলেন দেবকুমার শর্মা। ট্রেন থেকে নামার পর মুশকিলে পড়েছিলেন কোনও হোটেল খোলা না পেয়ে। এদিকে, দীর্ঘ ট্রেন জার্নির পর খিদেয় তখন তাঁর পেট চুঁইচুঁই করছে। স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একাধিক হোটেল থাকলেও সবই বন্ধ ছিল বলে জানিয়েছেন দেবকুমার। এদিক-ওদিক অনেক খুঁজে শেষপর্যন্ত একটি হোটেল খুঁজে পেয়ে কোনওমতে পিত্তরক্ষা করেন সেবার।

দেবকুমারের এই সমস্যা কিন্তু কোনও ব্যতিক্রম নয়। যেহেতু নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন ও আলিপুরদুয়ার জংশনে রাতেও ট্রেনের আনাগোনা লেগেই থাকে, তাই যাত্রীদের ওঠানামাও চলতে থাকে। অথচ একটু রাত হলেই সেসব এলাকায় বেশিরভাগ হোটেল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গভীর রাতে ট্রেন থেকে নামার পর খাবার না পেয়ে তাই চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন যাত্রীরা।

নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছ'টি হোটেল রয়েছে। সেখানে রাত ১০টার একটু পরে গিয়ে দেখা গেল, ততক্ষণে অর্ধেকের বেশি দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যে দুয়েকটি তখনও খোলা ছিল, সেগুলিও বন্ধ করার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

পকেটে টাকা আছে, খিদেতে পেট চুঁইচুঁই, অথচ খেতে পারছেন না। স্টেশন থেকে বেরিয়ে মূল রাস্তার ধারে হোটেলগুলো থাকলেও রাত দশটার মধ্যে সেগুলি ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়। এমনটাই অভিযোগ যাত্রীদের। অবশ্য দোকান বন্ধ করা নিয়ে হোটেল মালিকদের নিজস্ব যুক্তি সাজানো রয়েছে।

প্রেম দত্ত নামে এক হোটেল মালিক জানালেন, সারাদিনে যে ভাত রান্না করা হয় সেটি শেষ হতে যতটুকু সময় লাগে, সেইসময় পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে। তিনি বলেন, 'রাত ১২টার আগেই খাবার শেষ হয়ে গেলে দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে কেউ ডাকলেও রাতে আর দোকান খোলা হয় না।' শ্যামল দেব নামে এক হোটেল ব্যবসায়ীও রাত ১২টা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখেন। তিনি বললেন, 'মূলত রাত ১২টা পর্যন্ত যাত্রীদের আনাগোনা থাকে। পরে সেরকম থাকে না। ব্যবসা করতে গেলে লাভ-লোকসানটাও খেয়াল রাখতে হয়। ঠান্ডার দিনে বা বর্ষাকালে বেশি রাত পর্যন্ত দোকান খোলা রাখার অর্থ হয় না।'

> মূলত রাত ১২টা পর্যন্ত যাত্রীদের আনাগোনা থাকে। পরে সেরকম থাকে না। ব্যবসা করতে গেলে লাভ-লোকসানটাও খেয়াল রাখতে হয়। ঠান্ডার দিনে বা বর্ষাকালে বেশি রাত পর্যন্ত দোকান খোলা রাখার অর্থ হয় না।
>
> - শ্যামল দেব *হোটেল ব্যবসায়ী*

আরেক যাত্রী নিখিলকুমার সিংয়ের ভাগ্য অবশ্য দেবকুমারের মতো হয়নি। দিল্লি থেকে আসার পর অনেক খুঁজেও খাওয়ার হোটেল পাননি। সে রাতে ভাতের বদলে রুটি খেয়ে কাটাতে হয়েছিল তাঁকে।

আলিপুরদুয়ার জংশন সংলগ্ন এলাকায় আছে দুটি হোটেল। একটি রাত ১২টায় বন্ধ হয়ে যায়। তবে অপরটি ভোররাত পর্যন্ত খোলা থাকে বলে দাবি মালিকের। কিন্তু যাত্রীদের বক্তব্য, সেখানে রাতের দিকে খাবার হিসেবে শুধু রুটি, ঘুগনি, চা, বিস্কুট জাতীয় খাবার পাওয়া যায়। দূরদূরান্ত থেকে আসা যাত্রীদের ওইসব খাবার খেয়ে পেট ভরে না।

PURE VEG
RAIL AAHAR
SNACKS
M/s KRISH
SNACK

ছবি : এআই

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

বুধবার বিকেল ৫টা অবধি

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	১
বি পজিটিভ	২
ও পজিটিভ	৪
এবি পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	২
এবি নেগেটিভ	০

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
বি পজিটিভ	০
ও পজিটিভ	২
এবি পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	১
ও নেগেটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০

বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	০
বি পজিটিভ	০
ও পজিটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

বৈশাখের শুরুতেই আম পাড়ার তাড়া। ফালাকাটায় ছবিটি তুলেছেন ভাস্কর শর্মা।

প্রতিযোগিতা

আলিপুরদুয়ার, ১৬ এপ্রিল : গত ১৪ এপ্রিল ছিল ডঃ বিআর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী। সেই উপলক্ষ্যে বুধবার আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতীয় সেবা প্রকল্প-এর উদ্যোগে সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক বিমল রায়। তিনি সংবিধান প্রণেতা আম্বেদকরের অবদানের ওপর মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। সেই বিভাগের আয়োজক অধ্যাপক জয়দীপ সিং জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় ১৭ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুছিয়ে নিজের নিজের বক্তব্য পেশ করেন। সকলের বক্তব্য শোনার পর বিচারকরা স্মিতাক্ষী দেবনাথ, ইশা বানিয়া ও খুশি বর্মন নামের তিন পড়ুয়াকে বেছে নেন। তাঁরা যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। এই তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এদিনের সেই অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।

দু'মাস পর ফালাকাটায় শুরু আবর্জনা সাফাই

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৬ এপ্রিল : কয়েক মাস ধরে ফালাকাটা শহরের আবর্জনা সাফাই করতে একটি টাকাও পাচ্ছে না পুরসভা। এদিকে, শহরজুড়ে আবর্জনা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের অলিগলিতে আবর্জনার স্তূপ নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ শহরবাসী। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে নিজস্ব তহবিল থেকেই আবর্জনা পরিষ্কার করা শুরু করল পুরসভা। তবে কতদিন এভাবে শহর পরিষ্কার রাখা যাবে তা নিয়ে কিন্তু সন্দিহান খোদ কাউন্সিলাররাই।

পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রতন সরকারের কথায়, 'আবর্জনা পরিষ্কার করার মতো কোনও টাকা আমরা এখনও রাজ্য থেকে পাইনি। তাই পুরসভার নিজস্ব ফান্ড খরচ করেই পরিষ্কারের কাজ শুরু করা হবে। এভাবে শহর কতটা পরিষ্কার রাখা যায়, সেটাই দেখার।'

অমল পাল পুরসভার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমার বাড়ির রাস্তা তো বটেই, আরও অনেক জায়গায় প্রতিদিন আবর্জনা জমছে। নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। এখন আবার মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে। জলকাদা ও জঞ্জাল মিলিয়ে পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হয়ে উঠছে। পুরসভার এই উদ্যোগ ভালো। তাদের উচিত নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কার করা।'

ফালাকাটা পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় তিন মাস ধরে শহরের আবর্জনা পরিষ্কার করার মতো কোনও টাকা তারা রাজ্য থেকে পাচ্ছে না। তাই প্রায় দু'মাসের ওপরে আবর্জনা সাফাই বন্ধ ছিল শহরজুড়ে। এনিয়ে শহরবাসীর মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দেয়। বিষয়টি নিয়ে কাউন্সিলাররাও ক্ষুব্ধ হন। তাঁরা গত মাসের বোর্ড মিটিংয়ে দাবি তোলেন, নিজস্ব ফান্ড থেকে খরচ করেই আবর্জনা সাফাই শুরু করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই শহরবাসীর ক্ষোভের মুখে পড়ছিলেন তাঁরা। সেইমতোই বিভিন্ন ওয়ার্ডে শুরু হয়েছে আবর্জনা পরিষ্কার। ট্রলি ও শ্রমিক দিয়ে এখন চলছে সাফাইকাজ। বর্ষার আগে এই সাফাই করা জরুরি ছিল বলেই মনে করছেন স্থানীয়দের একাংশ। কারণ নালাগুলো প্রায় বুজে যাওয়ার মুখে। সেই অবস্থায় বর্ষাকালে জলবদ্ধতার সমস্যা দেখা দিতে পারে। নালাগুলো পরিষ্কার করা হলে সেই সমস্যা কিছুটা মিটবে।

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশই জানিয়েছেন, আগে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে জঞ্জাল সাফাইও করা হত। এলাকার ছোট-বড় নালাগুলিও খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করা হত। কিন্তু ফালাকাটা পুরসভায় উন্নীত হওয়ার পর সকলের আশা ছিল পরিষেবা আরও ভালো হবে। একটু হলেও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগবে। কিন্তু সেসব কিছুই হয়নি। উলটে পরিস্থিতি আরও বিগড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকে জানিয়েছেন পুরসভা নাকি মাঝেমধ্যেই এই সাফাইকাজ বন্ধ রাখে। প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে জঞ্জালের স্তূপ জমতে থাকে। এলাকার নালাগুলিও বুজতে চলেছে। অনেকে আবার বাধ্য হয়ে জঞ্জাল নিয়ে সোজা সাপটানা নদীতেও ফেলে দিচ্ছেন। নাগরিকদের এই ক্ষোভের আঁচ পেয়েই অবশ্য পুরসভা এই মুহূর্তে আবর্জনা পরিষ্কার শুরু করল বলে জানিয়েছেন শহরবাসী।

ট্রলিতে তোলা হচ্ছে আবর্জনা। বুধবার ফালাকাটায়। - সংবাদচিত্র

> আবর্জনা পরিষ্কার করার মতো কোনও টাকা আমরা এখনও রাজ্য থেকে পাইনি। তাই পুরসভার নিজস্ব ফান্ড খরচ করেই পরিষ্কারের কাজ শুরু করা হবে। এভাবে শহর কতটা পরিষ্কার রাখা যায়, সেটাই দেখার।
>
> - রতন সরকার *কাউন্সিলার ৯ নম্বর ওয়ার্ড*

‘ভুল বুঝিয়ে’ গর্ভপাতে

প্রথম পাতার পর

দুজনেই বলেছিলেন, সন্তান জন্ম নিলে সে বিকলাঙ্গ হবে। তাই গর্ভপাত করিয়ে নেওয়া ঠিক পদক্ষেপ হবে। আর আমিনুলের দাবি, ডাস্টবিনে ভ্রূণ ফেলে দেওয়ার পর তিনি তুলে নিয়ে দেখেছেন, কিন্তু বিকলাঙ্গ হওয়ার কোনও লক্ষণ ছিল না বলে তাঁর দাবি। আর যে অভিযোগ আমিনুল করেননি, কিন্তু তাঁর অভিযোগপত্র সামনে আসার পর বিষয়টি উঠে এসেছে তা হল, ২৫ সপ্তাহে গর্ভপাত করা হল কী করে? কারণ, ভারতে ২৪ সপ্তাহের পর গর্ভপাত করাতে গেলে আদালতের বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মুর্শিদা গর্ভবতী হওয়ার সময় থেকেই ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এক চিকিৎসককে দেখিয়ে এসেছেন। সেই ডাক্তার ওই গর্ভবতীকে ১৮ থেকে ২২ সপ্তাহের মধ্যে অ্যানোমালি স্ক্যান করতে বলেন। ওই রিপোর্টে নাকি গর্ভাবস্থায় ভ্রূণটির ঠোঁটের অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে। চিকিৎসকের পরামর্শেই আরেকবার ওই পরীক্ষা করানো হয়। তাতে নাকি ভ্রূণের নাকের গঠনগত সমস্যাও ধরা পড়ে। পরে ওই মহিলা বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের এক সার্জনকে দেখান। ওই চিকিৎসক মহিলাকে নার্সিংহোমে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন। স্বামীর অভিযোগ, তারপরই মঙ্গলবার ওই মহিলার গর্ভপাত করানো হয়। কিন্তু কোন চিকিৎসক ওই মহিলার গর্ভপাত করিয়েছেন, তা অভিযোগপত্রে স্পষ্ট বলা হয়নি। তবে পরিবারের দাবি, চিকিৎসকরা বলেছিলেন, শিশু জন্মালে সে স্বাভাবিক হবে না। কিন্তু গর্ভপাত করানোর পর দেখা গিয়েছে, ভ্রূণটি ছিল স্বাভাবিক বাচ্চার মতোই।

অভিযুক্ত দুই চিকিৎসকের মধ্যে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ডাক্তার গর্ভপাতের সঙ্গে তাঁর জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়, ‘ওই মহিলা আমাকে প্রাইভেটে দেখাতেন। আমি তাঁদের কোচবিহার মাতৃমা-তে দেখাতে এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে বলি। আমি গর্ভপাত করাতে বলিনি। কেন যে তিনি গর্ভপাত করালেন, আবার আমার নামও জড়িয়ে দিলেন, বুঝতে পারছি না।’ বীরপাড়া হাসপাতালের সেই সার্জনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। আর নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষও কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

বিষয়টি নিয়ে চিকিৎসকদের সংগঠন প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশন-এর আলিপুরদুয়ারের অন্যতম সংগঠক সৌম্যজিৎ দত্ত বলেন, ‘অভিযোগ হওয়ায় এখন বিষয়টি প্রশাসন দেখবে। তবে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে গেলে একটি কমিটি গঠন করা দরকার।’

প্যাকেটে দেহ নবজাতকের

প্রথম পাতার পর

প্লাস্টিকের ভিতর থেকে যাতে নবজাতকের মৃতদেহ বেরিয়ে আসতে না পারে তার জন্য সেলোফেন টেপ ব্যবহার করা হয়েছিল।

দু’দিন আগেই সেখানে নর্দমা থেকে আবর্জনা তুলে রাস্তার ওপর রাখা হয়েছে। তার মধ্যেই কেউ বা কারা প্যাকেটটি ফেলে রেখে গিয়েছিল। মনে করা হচ্ছে, আবর্জনা তুলে রাখার পর এই কাজ করা হয়েছে।

এদিকে, এদিন নবজাতকের দেহ উদ্ধারের পর স্থানীয়দের একাংশ দাবি করেছেন, মঙ্গলবার জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় কুকুরকে একটি নবজাতকের দেহ টেনে নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। তবে সত্যিই এমনটা ঘটেছে কি না, আর সেই নবজাতক ও এদিনের নবজাতকের দেহ একই কি না, তা বলা যাচ্ছে না।

ইতিপূর্বে সারেনপট্টি এলাকায় নবজাতকের মৃতদেহ কুকুর খুবলে খাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এছাড়া প্রায় এক বছর আগে হাসপাতাল রোড এলাকায় আরেকটি নবজাতকের দেহ নালায় ভেসে যেতে দেখা গিয়েছিল। বারবার এমন ঘটনা ঘটছে কেন, তা খতিয়ে দেখার জন্য পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন শহরের বাসিন্দারা।

দুটি পৃথক ঘটনায় সরগরম সীমান্ত

শীতলকুচি ও হলদিবাড়ি, ১৬ এপ্রিল : বুধবার পশ্চিম শীতলকুচি গ্রামের এক বাসিন্দাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সমস্যার সমাধানে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ফ্ল্যাগ মিটিং হলেও তাতে কোনও সমাধান বের হয়নি। সেই ব্যক্তি রাত অবধি বাড়ি ফেরেননি। আর বাংলাদেশে গোরু পাচারে বাধা পেয়ে হলদিবাড়িতে হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কৃষ্ণা বিওপি’র অধীন ১ নম্বর গেটে বিএসএফ জওয়ানের ওপর গ্রামবাসীরা চড়াও হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই ঘটনাটি মঙ্গলবার ঘটলেও পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়েছে বুধবার।

পশ্চিম শীতলকুচিতে ওই অপহরণের ঘটনার আধ ঘণ্টা আগে পাশের নগর সিংমারি গ্রামে একটি ঘটনা ঘটে। সেখানে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানের গুলিতে মৃত্যু হয় এক বাংলাদেশির। সে সীমান্ত দিয়ে মাদক পাচার করছিল বলে অভিযোগ। হাসিনুর মিয়াঁ নামে সেই তরুণের বাড়ি বাংলাদেশের হাতিবান্ধা থানার মধ্য সিংমারি গ্রামে। পশ্চিম শীতলকুচির বাসিন্দাদের দাবি, বিএসএফ গুলিচালনার জেরেই বাংলাদেশি চোরাকারবারিরা উকিল বর্মন নামে ভারতীয় কৃষককে অপহরণ করে নিয়ে যায়। যদিও এই দাবি মানতে নারাজ রাজ্য পুলিশ। মাথাভাঙ্গার অ্যাডিশনাল এসপি সন্দীপ গড়াই বলেন, ‘দুটি আলাদা ঘটনা। পুলিশ দুটি ঘটনার ওপর নজর রাখছে।’

এদিন সকালে উকিল স্ত্রীর সঙ্গে কাঁটাতারের ওপারে তাঁর জমিতে জলসেচ দিতে যান। বাংলাদেশিকে গুলির ঘটনার পরে বিএসএফ তাঁদের ওপার থেকে চলে আসতে বলে। দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ চার-পাঁচজন বাংলাদেশি উকিলকে নিয়ে বাংলাদেশ সীমানায় ভুট্টাখেতের মধ্যে ঢুকে যায় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মাথাভাঙ্গা সিআই অজয়কুমার মণ্ডল, শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। জখম বাংলাদেশিকে শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান বিএসএফ জওয়ানরা। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

অন্যদিকে, হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ওপারে গোরু পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিএসএফ। বিষয়টি নিয়ে এদিন স্থানীয় বাসিন্দা ও বিএসএফ জওয়ানদের মধ্যে হাতাহাতি বাধে। পরে অন্য জওয়ানরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। বুধবার এলাকার পাঁচজন কৃষকের বিরুদ্ধে হলদিবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে বিএসএফ। যদিও অভিযুক্তদের দাবি, ওই জওয়ান এক মহিলা কৃষকের সঙ্গে অভদ্র আচরণ করেছিল। তার প্রতিবাদ করতেই সমস্যা তৈরি হয়।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুরুষ ও মহিলা সহ ৩৭ জন কৃষক সীমান্তের গেট দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সেসময় কর্তব্যরত জওয়ান লক্ষ্য করেন, কৃষকদের সঙ্গে থাকা দুটি গোরু নেই। অভিযোগ, এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই কৃষকরা ঝামেলা শুরু করে দেন। বিএসএফের নির্দেশ অমান্য করে কৃষকরা জোর করে গোরু নিয়ে গেট পার হয়ে বেরিয়ে আসেন। কাঁটাতারের এপারে থাকা দুটি গোরুকে মিশিয়ে নিয়ে গোরুর হিসেব মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তারপরেই জওয়ানের ওপর হামলা করা হয়। যদিও অভিযুক্ত কৃষকদের অভিযোগ, বিএসএফের তরফে তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। এবিষয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তুলি খাতুন বলেন, ‘এব্যাপারে গ্রামবাসী বা বিএসএফ কেউ আমাকে কিছু জানায়নি।’

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পশ্চিম শীতলকুচি গ্রামে জটলা বাসিন্দাদের।

পাপড়ি চাট ও আলুকাবলি

গরম পড়তেই পাখায় চোখ। কোচবিহার শহরে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়।

নথি জমার নির্দেশ

নাগরাকাটা, ১৬ এপ্রিল : কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের অন্তর্গত রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক স্তরের এবং স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণকেন্দ্রের ৯৯ জন শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের প্রত্যায়িত নথিপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল সংশ্লিষ্ট দপ্তর। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের মালদা থেকে শুরু করে কোচবিহার জেলা পর্যন্ত মোট ৯ জন রয়েছেন।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালের এসএসসি’র নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী মিলিয়ে ২৬ হাজারের চাকরি বাতিল হয়েছে সম্প্রতি। সেই ঘটনার পর বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের নথিপত্র জমা দেওয়ার এই নির্দেশিকা কেন, তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলে। মূলত বিভিন্ন হাই ও হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে ভিটিসিগুলি চলছে। ওই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকদের বলা হয়েছে, ৯৯ জনের জন্মের শংসাপত্র, প্রাথমিক জয়েনিং লেটার, এনগেজমেন্ট লেটার, মাধ্যমিক থেকে শুরু করে বাকি শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রত্যায়িত হার্ড কপি দপ্তরের কাছে ২১ এপ্রিলের মধ্যে পাঠাতে হবে।

জলপাইগুড়ির বানিয়াপাড়া চৌরাস্তা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এনামুল হক বলেন, ‘এরকম একটি নির্দেশিকা পেয়েছি। নথিপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।’

প্রশ্ন কোর্টের

প্রথম পাতার পর

তুষার মেহতা অবশ্য যুক্তি দেন, ‘আইন প্রত্যাহারের দাবিতে হিংসা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।’

শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করেছে, ‘যেসব সম্পত্তি ইতিমধ্যে ওয়াকফ বলে আদালত ঘোষণা করেছে, শুনানি চলাকালীন সেগুলিতে কোনও পরিবর্তন করা যাবে না। সেই সম্পত্তি কোনও ব্যক্তি দান করে থাকুন বা ওয়াকফ চুক্তি হয়ে থাকুক, সর্বক্ষেত্রেই এই নির্দেশ প্রযোজ্য।’ সংসদে গৃহীত আইনে ‘ওয়াকফ বাই ইউজার’ বা ‘ভোগ দখলের মাধ্যমে ওয়াকফ’ সংক্রান্ত বিধান নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তিতেও অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

জামা মসজিদের উল্লেখও করেন প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, ‘দিল্লি হাইকোর্টের জমিও নাকি ওয়াকফ হিসেবে চিহ্নিত। ওবেরয় হোটেলও ওয়াকফ জমিতে। আমরা বলছি না, সমস্ত ওয়াকফ বাই ইউজার সম্পত্তি ভুয়োভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু উদ্বেগের জায়গাও রয়েছে।’ ওয়াকফ বোর্ড ও কাউন্সিল গঠনে অমুসলিম সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, অন্তর্বর্তী রায়ে এই বিষয়গুলি বিবেচনায় আনা হবে।ওয়াকফ বোর্ড ও কাউন্সিলের তিনজন ছাড়া বাকি সদস্যদের মুসলিম প্রতিনিধি হওয়া উচিত বলে মত দেন প্রধান বিচারপতি। ওয়াকফ মামলার নিষ্পত্তির আগে পর্যন্ত জেলা শাসকরা কোনও ধরনের তদন্তও করতে পারবেন না বলে তিনি জানান। ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় দুই আইনজীবী কপিল সিবাল ও অভিষেক মনু সিংভি একাধিক যুক্তি তুলে ধরেন।

সিংভির বক্তব্য, ‘নতুন আইনে ‘ওয়াকফ বাই ইউজার’ বিলুপ্ত হওয়ায় বহু ধর্মীয় সম্পত্তি বেদখলের সম্ভাবনা আছে।’ সিবাল বলেন, ‘এই আইন সংবিধানের ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদকে লঙ্ঘন করছে, যা স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার অধিকার নিশ্চিত করে। জেলা শাসক সরকারি কর্তৃপক্ষ। তিনি কোনও ধর্মীয় সম্পত্তি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিলে তা অসাংবিধানিক হবে।’ সিবালের বক্তব্য, ‘ধর্মীয় বা জনকল্যাণমূলক কাজে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত কোনও সম্পত্তি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ওয়াকফ হিসেবে বিবেচিত হয়- এটি ইসলাম ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ।’

সিবাল বলেন, ‘কোন ধর্মে উত্তরাধিকার নিয়ে রাজ্য বলার কে? ইসলামে উত্তরাধিকার মৃত্যুর পর হয়। কিন্তু সরকার আগেই হস্তক্ষেপ করছে।’ জবাবে প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘হিন্দু নিয়মে এটা হয়। তাই সংসদ মুসলিমদের জন্যও আইন এনেছে।’ বেঞ্চ বলে, ‘ওয়াকফ বোর্ড ও কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কমিটির সমস্ত সদস্যকে মুসলিম হতে হবে। একমাত্র ব্যতিক্রম সরকারি আধিকারিক বা কোনও পক্ষের প্রতিনিধিরা।’

ডাইনি অপবাদে মার

প্রথম পাতার পর

এদিন বিকেলে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ জানান নির্যাতিতার ছেলে। ঘটনায় তদন্তে নেমেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। সেইসঙ্গে ওই পরিবারের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

গ্রামে ওই বাড়িটিতে মহিলা একাই থাকেন। ছেলে খানিকটা দূরে পরিবার নিয়ে আলাদা থাকেন। ওই রাতে মায়ের উপর হামলার কথা জানার পরও উত্তেজিত প্রতিবেশীদের তাণ্ডবে ছেলে মায়ের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি। এদিন সকালে ফের ওই মহিলার বাড়ির সামনে জমায়েত হতে শুরু করে। সেসময় সুযোগ বুঝে মাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান ছেলে।

ওই তরুণের কথায়, ‘গ্রামের এক পরিবার অযথা আমার মাকে ডাইনি অপবাদ দেয়। মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত দফায় দফায় বেশ কয়েকবার আমাদের বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালায়। ওরা ত্রিশূল দিয়ে খুঁচিয়ে মাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছে। থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। খুব আতঙ্কে রয়েছি।’

ঘটনার তীব্র নিন্দা করছেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের বালুরঘাট ব্লক সম্পাদক সুবীর দে। তিনি বলছেন, ‘পারিবারিক বা গ্রাম্য বিবাদের জেরে অনেকে ডাইনি অপবাদের মতো কুসংস্কারকে হাতিয়ার করে। কিছু গুনিন বা মাতব্বররা তাতে মদত দেয়। আমরা এর বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে সারাবছরই সচেতনতামূলক প্রচার চালাই। গ্রামে যাতে এই ধরনের কুসংস্কার না ছড়ায়, তা নিয়ে ফের সচেতন করা হবে।’

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এত শিবির হলেও সচেতনতা কোথায়! আর কবে কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেদ করে বেরিয়ে আসবে আমবাঙালি? উত্তরটা পড়ে থাকে সময়ের গর্ভে।

আর্থিক প্যাকেজ দেয়নি রাজ্য

সেই তিমিরেই তিস্তাবাজার

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : দেড় বছরের বেশি সময় পেরিয়ে এসেও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি তিস্তাবাজার। রাজ্য সরকারের তরফে পরিবার পিছু ৭৫ হাজার টাকার সাহায্য ছাড়া আজ পর্যন্ত আর কিছুই জোটেনি এখানকার মানুষের। কেউ জীবন নিয়ে সরে গিয়েছেন, কেউ আবার রুজিরুটির টানে এখানেই আতঙ্ককে সঙ্গী করে দিন কাটাচ্ছেন। হড়পা বানের জেরে ক্ষতবিক্ষত তিস্তাবাজারের পুনর্গঠনে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) তরফে রাজ্যের কাছে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ চাওয়া হয়েছিল। তবে আজ পর্যন্ত সেই প্যাকেজ দেয়নি রাজ্য। ফলে নদীর চরে জমে থাকা পাহাড়প্রমাণ পলি সরানো সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতিতে আগামী বর্ষায় ফের বিপর্যয়ের আশঙ্কায় দিন গুনছেন এখানকার বাসিন্দারা। জিটিএ-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মার বক্তব্য, ‘তিস্তার পুনর্গঠন, পলি সরানোর জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। রাজ্যের কাছে বিশেষ প্যাকেজ চাওয়া হয়েছিল। সেটা এখনও পর্যন্ত আসেনি। ফলে কোনও কাজ করা যায়নি।’

২০২৩ সালের ৪ অক্টোবর সিকিমে লেক বিপর্যয়ের জেরে তিস্তা নদীতে ব্যাপক জলস্ফীতি হয়। আর তার জেরেই কালিম্পং জেলার তিস্তাবাজার, ত্রিবেণি সহ সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রচুর বাড়িঘর, গাড়ি, গবাদিপশু, আসবাবপত্র নদীর জলের তোড়ে ভেসে যায়। নদীতে জলস্ফীতির জেরে এতটাই পলি জমে গিয়েছিল যে, বেশকিছু ঘরবাড়ি পলির নীচে চাপা পড়ে যায়। এই ঘটনার পর থেকেই নদীর চর ও সংলগ্ন এলাকার পলি সরিয়ে তিস্তাবাজার, ত্রিবেণির পুনর্গঠনের জন্য জিটিএ-র পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে ২৪৮ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ চাওয়া হয়। খোদ জিটিএ চিফ অনীত থাপা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই প্যাকেজের দাবি জানিয়েছিলেন। প্যাকেজের দাবি জানিয়ে জিটিএ সদর দপ্তর লালকুঠি থেকে লিখিত রিপোর্টও নবান্নে গিয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওই প্যাকেজ পায়নি পাহাড়। তবে, গত বছর রাজ্য সরকার তিস্তাবাজার ও সংলগ্ন এলাকার মানুষকে হড়পা বানের ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিবারপিছু ৭৫ হাজার টাকা করে দেয়। প্রায় ৪০০টি পরিবার এই আর্থিক সহায়তা পেয়েছিল। ব্যাস ওইটুকুই।

তিস্তা নদীতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করছে জাতীয় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা ন্যাশনাল হাইড্রোইলেক্ট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন (এনএইচপিসি)। ওই ঘটনার পর এনএইচপিসি-র কাছেও তিস্তার পাড়ে বাঁধ তৈরি ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে আর্থিক প্যাকেজ দেওয়ার দাবি তুলেছিল জিটিএ। অনীত থাপা একাধিকবার এনএইসপিসি-র কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। রম্ভি, কালিঝোরা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে গিয়ে এলাকার মানুষ আন্দোলনও করেছেন। কিন্তু বাস্তবে কাজ কিছু হয়নি। ফলে আজও সেই তিমিরেই পড়ে রয়েছে তিস্তাবাজার, ত্রিবেণি।

তিস্তাবাজারের ব্যবসায়ী নীলেশ ছেত্রী বললেন, ‘২০২৩-এর অক্টোবরে তিস্তার বন্যায় আমাদের সবকিছু নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। আবার ওই জায়গাতেই বাঁশের খুঁটি গেড়ে দোকান তৈরি করেছি। দোকানের নীচে এখনও প্রচুর পলি রয়েছে। বলা হয়েছিল, আমাদের আর্থিক সহযোগিতা করা হবে, নদীর চর থেকে সব পলি সরিয়ে নদীকে আবার নিজের গতিপথে বইতে দেওয়া হবে। কিন্তু ওই বিপর্যয়ের পর থেকে এখনও এক কোদাল পলিও সরানো হয়নি। আমাদের সংসার চালাতে এভাবেই আতঙ্ক মাথায় করে চলতে হচ্ছে।’

দেড় বছরের বেশি পেরিয়ে এসেও মাথা তুলতে পারেনি তিস্তাবাজার।

হয়নি দাবি পূরণ

- পলি সরিয়ে তিস্তাবাজার, ত্রিবেণির পুনর্গঠনের দাবি জানায় জিটিএ
- জিটিএ রাজ্যের কাছে ২৪৮ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ চায়
- হড়পা বানের ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিবার পিছু ৭৫ হাজার টাকা করে দেয় রাজ্য

এনএইচপিসি-র রম্ভি প্রকল্পের এক আধিকারিক বলেছেন, ‘প্রকল্প হওয়ার সময়ই তিস্তাবাজারের ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে সেখান থেকে তাদের সরে যেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ওই পরিবারগুলি আর্থিক প্যাকেজ নিয়েও সেখানেই বসবাস করছিল। ২০২৩ এর ঘটনার পরে তিস্তাবাজার এলাকায় বালির বস্তার বাঁধ দেওয়ার জন্য ওপরমহলে জানানো হয়েছে। আর্থিক বরাদ্দ এলে কাজ হবে।’

চড় গ্রেটার নেতাকে

জামালদহ, ১৬ এপ্রিল : অপহরণের চেষ্টা করেছিল তরুণ। বিষয়টি নজরে আসতেই জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অভিযুক্ত তরুণকে মারধর করতে শুরু করেন সকলে। সেই তরুণকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলে এএসআইয়ের হাতে থাপ্পড় খেতে হয় জিসিপিএ নেতা রবি রায় বীরকে। শুধু তাই নয়, তাঁকে গালিগালাজও করা হয় বলে অভিযোগ। একজন আইনের রক্ষকের কাছে নেতার এভাবে হেনস্তার ঘটনায় মঙ্গলবার রাতেই পুলিশের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা।

ঘরছাড়া

প্রথম পাতার পর

তবে, এই ঘটনা জানাজানি হতেই অনেকেই মণীন্দ্রর পাশে থাকার বার্তা দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। এই ঘটনার পরে মণীন্দ্রর সঙ্গে কথা বলেছেন শীতলকুচির বিজেপির বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন। বিধায়ক বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর নাম না নিয়েই গানে প্রতিবাদ করেছেন। প্রায় ২৬ হাজার চাকরিহারাদের মনের কথা তুলে ধরেছেন গানে। আর সেই প্রতিবাদী শিল্পীকে পুলিশ দিয়ে হয়রানির চেষ্টা করা হচ্ছে। এই রাজ্যের পুলিশ মানুষের বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।’

তবে বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, ‘মণীন্দ্রকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তবে তাঁর গাওয়া কোন গান নিয়ে বিতর্ক হয়েছে জানি না। গানটি শুনিনি। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে গান বানিয়েছে সেটা মণীন্দ্র জানে। এবিষয়ে কিছু বলার নেই।’

মাথাভাঙ্গার আইনজীবী উত্তমকুমার বর্মনের কথায়, ‘রাজবংশী জনজাতির প্রতিবাদী মুখ হচ্ছেন মণীন্দ্র। গানের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বর্তমান অবস্থার তুলোধোনা করেছেন। এতে ভুলের কিছু নেই। ভারতীয় সংবিধানে স্পষ্ট বলা হয়েছে সকলের বাকস্বাধীনতা রয়েছে। পুলিশ তাঁকে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করলে আমরা ওঁর পাশে থাকব।’

জাতীয় পর্যায়ে সোনা রুবিয়ার

জলপাইগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : যোগাসন শুরুটা মাত্র পাঁচ বছর বয়সে। যদিও সেসময় রুবিয়া বা তাঁর পরিবার কেউই ভাবেননি যে, এই পথ ধরেও রূপকথা লেখা সম্ভব। আর চরম আর্থিক অনটনকে সঙ্গী করে বেড়ে ওঠা পরিবারে সেটা না ভাবাই স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু কখন যে নিজের অজান্তেই যোগাসনকে ভালোবেসে ফেলেন সেটা হয়তো নিজেও বোঝেননি। ঠিক করেন এটাকে ধরেই ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবেন। চলার পথে বাধা কম আসেনি। কিন্তু তারপরেও টিউশনি করে, নিজের সমস্ত কাজ সামলে সকালে ৫ ঘণ্টা ও বিকেলে ৩ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ চালিয়ে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন। আর তার ফলাফলও পেয়েছেন গত ৬ এপ্রিল।

সেদিন কাশ্মীরের শের-ই কাশ্মীর ইন্টারন্যাশানাল কনফারেন্স সেন্টারে আয়োজিত ফিট ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল যোগাসন প্রতিযোগিতায় যোগ ট্রেডিশনালে সিনিয়ার গার্লস বিভাগে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক জয় করেছে জলপাইগুড়ির বছর চব্বিশের রুবিয়া খাতুন। প্রতিযোগিতায় গুজরাট, মহারাষ্ট্র , দিল্লি, কর্ণাটক, গোয়া, পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু-কাশ্মীর, অসম সহ বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় ২০০ প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। সেখানে প্রথম স্থান লাভের পাশাপাশি থাইল্যান্ডে আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতাতেও অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে সে।

এবিষয়ে রুবিয়া বলেন, ‘পোডিয়ামে ভারতীয় পতাকা গায়ে জড়িয়ে দাঁড়ানোর পর আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলাম। এরপর আন্তর্জাতিক পর্যায়েও দেশের হয়ে পদক জিততে চাই। সেজন্য বাড়ি ফিরেই অনুশীলন ও ডায়েটে মন দিয়েছি।’ তবে, সেক্ষেত্রে প্রধান চিন্তার বিষয় সেখানে যাওয়ার খরচ।

রুবিয়ার বাবা গফুর আলি ফুটপাথে জুতো বিক্রি করেন, মা মুন্নি খাতুন আশাকর্মী।

গফুরের কথায়, ‘মেয়ের এই সাফল্যে আমাদের আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ও যোগের টিউশন করে, নিজে প্র্যাকটিস করে যেভাবে এগিয়ে চলছে তাতে ওকে আশীর্বাদ করা ছাড়া দেওয়ার আর কিছুই নেই।’

রুবিয়া খাতুন পদক জয়ের পর।

তোপ মমতার

প্রথম পাতার পর

নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে যেন কিছুটা নরম মনোভাব ঝরেছে মমতার কথায়। তিনি বলেন, ‘আপনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানেন না? আপনি ইউনূসের সঙ্গে গোপন বৈঠক করুন। আমার আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে লোক ঢুকবে কেন? সীমান্ত দেখে বিএসএফ। রাজ্য সরকারের তো সীমান্ত সামলানোর অধিকার নেই। আমি জেনেছি, বিএসএফ বাচ্চা ছেলেদের ৫-৬ হাজার টাকা করে হাতে দিয়ে ইট ছোড়াচ্ছে।’

ইমাম, মোয়াজ্জেমদের ডাকা এই সভায় পুরোহিত ও শিখ প্রতিনিধিদের ডাকা হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে মঞ্চে হাতে হাত রেখে ঐক্যের বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। মনে করিয়ে দেন গুজরাট দাঙ্গার স্মৃতি। মমতার কথায়, ‘গুজরাটে দাঙ্গা করে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছিল। এখানেও দাঙ্গা করে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছে। ওদের একটাই লক্ষ্য, বিভাজন করা। কিন্তু এই বিভাজনের রাজনীতি এখানে চলবে না।’

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিশানা করায় পালটা সমালোচনায় একজোট বিজেপির রাজ্য নেতারা। বিএসএফ টাকা দিয়ে ইট ছোড়ানোর মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ প্রসঙ্গে শুভেন্দুর বক্তব্য, ‘এই কারণেই আমরা এনআইএ তদন্ত চাইছি। তাহলে সব স্পষ্ট হয়ে যাবে।’ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘স্থানীয় লোকজন বলেছেন, আশপাশের চারটি এলাকা থেকে সংখ্যালঘু দুষ্কৃতীদের মুর্শিদাবাদে আনা হয়েছিল। যারা হামলা চালিয়েছে। তাহলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কথার মিল পাওয়া যাচ্ছে না।’

সুকান্তর পালটা কটাক্ষ, ‘সীমান্তে ফেন্সিংয়ের জন্য জমি চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অন্তত ১০টি চিঠি দিলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে এসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেও রাজ্য সরকার জমি দেয়নি। এই রাজ্য সরকার কী করে বিএসএফকে গালাগাল দেয়?’ ইমাম ও মোয়াজ্জেমদের ডাকা সভায় মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে আমন্ত্রিত বলে জানান। বুঝিয়ে তিনি বৈঠক ডাকেননি। তিনি বলেন, ‘আমাকে আমন্ত্রণ জানানোয় আমি কৃতজ্ঞ। কারণ আমি এখানে কিছু বলার সুযোগ পাব।’

ওয়াকফ সংশোধনী আইন সংসদে অনুমোদন করানো নিয়ে মমতার বক্তব্য, ‘সংবিধান সংশোধন না করে আপনারা আইন পাশ করালেন।’ রাজ্যবাসীর প্রতি তিনি বার্তা দেন, ‘বিজেপি পরিকল্পনা করে এ গোলমাল পাকিয়েছে। রামনবমীর দিন করার প্ল্যান ছিল। আপনারা সেটা করতে দেননি। হিন্দু ভাইবোনদের বলব, বিজেপি প্ররোচনা দিচ্ছে। ওদের সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছে। আপনার সম্পত্তিতে হাত দিলে আপনার গায়েও জ্বালা ধরত। তবুও আমরা প্রতিবাদ করছি।’

জোড়াই মোড়ে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল দাবি

বক্সিরহাট, ১৬ এপ্রিল : তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের জোড়াই মোড় এলাকার ওপর দিয়ে অসম-বাংলা সংযোগকারী ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক গিয়েছে। প্রয়োজনীয় কাজে বক্সিরহাটের মানুষকে কোচবিহার অথবা তুফানগঞ্জে যেতে হলে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। ওই রাস্তার ধারে একটি হাইস্কুলও রয়েছে। এমনকি ওই জাতীয় সড়ক ধরে প্রতিনিয়ত অসংখ্য আন্তঃরাজ্য যাত্রীবাহী গাড়ি ও পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল করে। এছাড়া তুফানগঞ্জ-বক্সিরহাট রুটে চারচাকা গাড়ি, অটো, টোটো এমনকি পণ্য ও যাত্রীবাহী যানবাহনের সংখ্যাও আগের তুলনায় বহুগুণে বেড়েছে। অথচ যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকায় কোনও পুলিশকর্মী নেই। এমনকি স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিংয়ের ব্যবস্থাও নেই। যার জেরে নিত্যযাত্রী থেকে পড়ুয়াদের অভিভাবকরা, সকলেই দুর্ঘটনার আশঙ্কায় ভুগছেন।

এ ব্যাপারে পণ্যবাহী গাড়ির চালক বিপুল বর্মন বলেন, ‘জাতীয় সড়ক দিয়ে প্রতিনিয়ত দ্রুতগতিতে গাড়ি চলাচল করে। ফলে ওই রাস্তা পারাপার স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। প্রতিপদে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে।’ ফলে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সিগন্যালিং ব্যবস্থা থাকা অতি প্রয়োজনীয় বলে তাঁর মত। এই অবস্থায় জোড়াই মোড় এলাকায় ট্রাফিক পয়েন্ট ও স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থার দাবিতে সরব হয়েছেন।

প্রশাসনের তরফে অবশ্য বিষয়টিতে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতলচন্দ্র দাস জানান, ওই এলাকায় স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থা করার জন্য শীঘ্রই পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। অন্যদিকে, এবিষয়ে তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) কান্নিধারা মনোজ কুমারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।’

মস্কোর সঙ্গে

প্রথম পাতার পর

মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভালে নমিনেশন পেয়েছে। আমি ভাগ্যবান যে এই সিনেমার পরিচালক সৌরিশ দে এবং ফোটোগ্রাফার প্রমিত দাসের সঙ্গে কাজ করতে পেরেছি। সিনেমায় কিছুটা অভিনয় করার সুযোগও হয়েছে আমার।’

বিয়ে এবং জন্মদিনের পার্টিতে একজন জোকারের উপর একটি তথ্যচিত্র তৈরির পরিকল্পনা করছিলেন পরিচালক সৌরিশ। আর এমন সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হয় বাগম্বর বেরার। ব্যাস, সিনেমা তৈরির প্লট পেয়ে যান পরিচালক। ৩ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতার বাগম্বরের জীবন সংগ্রাম নিয়েই এই সিনেমা। জন্মদিন বা বিয়েবাড়িতে জোকার সেজে মানুষকে হাসানোই কাজ বাগম্বরের। তিনি নিজেই এই ছবিতে অভিনয় করেছেন। পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন দেবজ্যোতি বটব্যাল, ফায়েজ খান এবং ফালাকাটার পাবেল। সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন রেজমান খান।

পুতুল সিনেমার ‘ইতি মা’ গানটি এর আগে অস্কারের বাছাই পর্বে জায়গা করে নিয়েছিল। সেই গানের দৃশ্যায়নের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন পাবেল। এবার মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে অন্যদের সঙ্গে পাবেলের হাতের কাজও প্রদর্শিত হবে। জোকার সিনেমার সঙ্গে পাবেলের মাধ্যমে ফালাকাটার জড়িত হয়ে পড়ায় স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত নাগরিকরা।

‘দুয়া কি তাবিজ’

প্রথম পাতার পর

অবলীলায় বললেন, ‘আমার দুজন পেশেন্ট আছেন। একজনের দুটি কিডনি শেষ। চিকিৎসক জবাব দিয়ে দিয়েছেন। অপরজনের লিভার ড্যামেজ। আমি নিশ্চিত, দুয়ার তাবিজেই কাজ হবে।’ হাসপাতালের ওষুধ বিতরণ কেন্দ্রের সামনে এভাবে তাবিজ বিক্রি ও তুকতাকের ঘটনায় রীতিমতো হতভম্ব ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশনের ইসলামপুর ইউনিটের সম্পাদক সায়ন্তন কুণ্ডু বলেন, ‘এই ধরনের ঘটনা কাম্য নয়। ওঝা ও তুকতাকের কারণে অনেক মানুষ প্রাণ হারান। কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত।’ বিজ্ঞানমঞ্চের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অংশুমান ঘোষ মজুমদারের প্রতিক্রিয়া, ‘বিজ্ঞানের জমানায় কুসংস্কারের কালচার অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই ঘটনা ভাবনার বাইরে।’

এবিষয়ে মন্ত্রী গোলাম রব্বানির প্রতিক্রিয়া, ‘এটা কী করে সম্ভব? আমি বিএমওএইচের সঙ্গে কথা বলে তাবিজ বিক্রির বিষয়টি হাসপাতাল চত্বরে যাতে না হয়, সেই নির্দেশ দেব।’ আর বিএমওএইচ আবদুল বারির বক্তব্য, ‘বিষয়টি আমাদের নজরে আছে। দ্রুত ওই ব্যক্তিকে হাসপাতাল চত্বর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হবে।’ যখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা মন্ত্রী পদক্ষেপের আশ্বাস দিচ্ছেন, তখনও দেখা গেল রীতিমতো হাসপাতাল চত্বরে বসেই আমবাড়ির বাসিন্দা রোজি খাতুনের অসুস্থ শিশুকে ঝাড়ফুঁক করতে ব্যস্ত সেই ওঝা।

ফিনিশার রাসেলকে নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : দুঃস্বপ্নের রাত। পিছিয়ে পড়ার রাত। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়ার রাতও!

এমন রাত সাম্প্রতিক অতীতে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সংসারে খুব বেশি আসেনি। এমন ম্যাচ হারের লজ্জাও নজিরবিহীন।

অথচ নাইটদের সংসারে এখন সেটাই ঘোর বাস্তব। চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে পাঞ্জাব কিংসদের ১১১ রানে রুখে দিয়েছিলেন কেকেআরের বোলাররা। সেই রান তাড়া করতে নেমে ৬৫/২ থেকে কেকেআর ব্যাটিংয়ে ভয়াবহ ধস। ৯৫ রানে অল আউট হয়ে ১৬ রানে ম্যাচ হার। লিগ টেবিলের মগডালে চড়ে বসার পরিবর্তে ছয় নম্বরে তলিয়ে যাওয়া।

মার্কো জানসেনের বলে আন্দ্রে রাসেল যখন বোল্ড হলেন, তখন তাৎপর্যপূর্ণভাবে জোড়া দৃশ্য দেখেছিল দুনিয়া। এক, রাসেল মুখ। যার মধ্যে অবিশ্বাসের ঘোর স্পষ্ট। দুই, কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে নেওয়া। এই দুই ঘটনার ভবিষ্যৎ কেকেআরকে কোন পথে নিয়ে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে ক্রিকেট সমাজে এই দুই ঘটনা নিয়ে তুমুল হইচই শুরু হয়েছে। বলা হচ্ছে, কোচ পণ্ডিতের চাকরি যাওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা। কোচ হিসেবে তিনি দলকে সঠিক দিশা দিতে পারছেন না। পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রায়ই ভুল করছেন। 'ম্যাচ কা মুজরিম' হিসেবে নাইট সমর্থকদের কাঠগড়ায় দ্রে রাসও। অতীতে রাসেল কঠিন পরিস্থিতির চাপ সামলে কেকেআরকে বহু ম্যাচ জিতিয়েছেন। কিন্তু চলতি আইপিএলে রাসেল অতীতের ছায়ায় ঢেকে রয়েছেন। গতকাল রাতে মুল্লানপুরের মাঠে যে পরিস্থিতিতে রাসেল ফিনিশ করবেন, দলকে জেতাবেন, দস্তুর হয়ে গিয়েছিল শেষ কয়েক বছরে। সেটা ঘটেনি। তারপরই প্রশ্ন উঠেছে, ফিনিশার রাসেল কি ফিনিশ? পরিসংখ্যান বলছে, চলতি আইপিএলের ছয় ম্যাচে ৩৪ রানের পাশে মাত্র ৫টি উইকেট একেবারেই রাসেল সুলভ পারফরমেন্স নয়। তাছাড়া দলকে ভরসা দিতে অলরাউন্ডার রাসেল ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হয়ে চলেছেন।

রাসেল হতাশার পাশে পাঞ্জাব কিংস ম্যাচ হারের লজ্জা নিয়ে আজ রাতে কলকাতায় ফিরল কেকেআর। আগামীকাল সন্ধ্যার দিকে দলের ঐচ্ছিক অনুশীলন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর অনুশীলনের আসরে ফের নাইটদের তরফে ইডেন গার্ডেন্সের পিচ নিয়ে নানা নাটক, আবদার শুরু হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। রাতের দিকে ইডেনের কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, 'নতুনভাবে কেকেআরের তরফে কোনও বার্তা এখনও নেই আমার কাছে। তবে ওরা যা চাইছে, তেমনটা ইডেনের পিচে বানিয়ে দেওয়া সহজ নয়। এর বেশি আমি কিছু বলতে চাই না।' ২১ এপ্রিল ইডেনে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে নাইটদের। তার আগে দলের বিধ্বস্ত অবস্থা কাটিয়ে সামনে তাকানোর লক্ষ্যে কীভাবে নিজেদের মনোবল বাড়াতে পারেন আজিঙ্কা রাহানেরা, সেটাই এখন দেখার।

দলের অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের 'ব্রেন ফেড' নিয়েও কম চর্চা চলছে না। গতকাল রাতে দলের ব্যাটিং ব্যর্থতার দায় নিয়েছেন তিনি। 'ভুল' স্বীকারও করেছেন। কিন্তু দলকে আগামীর দিশা দিতে পারছেন কি রাহানে? আগামী কয়েকদিন জল্পনাটা আরও তীব্র হতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই।

জল্পনায় কোচ পণ্ডিতের ভবিষ্যৎ

মার্কো জানসেনের বলে বোল্ড হয়ে হতাশ কলকাতা নাইট রাইডার্সের আন্দ্রে রাসেল।

ম্যাচ জিতিয়ে বলছেন চাহাল

প্রথম বলের পর মনে হচ্ছিল দিনটা আমার

মুল্লানপুর, ১৬ এপ্রিল : ২০২৫ আইপিএল কি নতুন চ্যাম্পিয়ন পেতে চলেছে?

উত্তরের জন্য এখনও লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হবে। লিগের প্রথম পর্বের খেলা শেষ হয়নি। তবে দিনের শুরু যদি কোনও ইঙ্গিত হয়, তাহলে নতুন কোনও দলের প্রথমবার আইপিএলের স্বাদ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল। পয়েন্ট টেবিলে (কলকাতা নাইট রাইডার্স-পাঞ্জাব কিংস ম্যাচ শেষে) যার প্রতিফলন। প্রথম পাঁচে আইপিএলের স্বাদ না পাওয়া চার দল!

আর সেই চার দলের অন্যতম গত ১৭ মেগা লিগে খালি হাতে ফেরা পাঞ্জাব কিংস। ৬ ম্যাচে ৪টি জয়। আট পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে শ্রেয়স আইয়ার ব্রিগেড। গতকাল ১১১ রানের পুঁজি নিয়ে নাইট রাইডার্স-বধে রীতিমতো চমকে দিয়েছে পাঞ্জাব। ৯৫ রানে গতবারের চ্যাম্পিয়নকে গুটিয়ে দেওয়ার নায়ক যুযবেন্দ্র চাহাল।

গত কয়েক মাসে ঝড় বয়ে গিয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে বিচ্ছেদ ঘটেছে স্ত্রীর সঙ্গে। গুঞ্জন নতুন করে প্রেমেও পড়েছেন। মাঠেও যার প্রতিফলন। পাঞ্জাবের জার্সিতে গতকাল চাহালের যে ঘূর্ণিতেই বন্দি নাইট শিবির, অন্ধকারে কেকেআর।

জাতীয় দলে ব্রাত্য চাহালের কাছে চলতি লিগ ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ। গতকাল যা কাজে লাগালেন। ২৮ রানে ৪ উইকেট, দলকে জেতানোর পাশাপাশি স্পর্শ করেন সুনীল নারায়ণের আইপিএলে ৮ বার ৪ বা ততোধিক উইকেট পাওয়ার নজির। একইসঙ্গে কেকেআরের বিরুদ্ধে সর্বাধিক শিকারের তালিকায় তিনে উঠে আসেন চাহাল (৩৩ উইকেট)।

কোচ হিসেবে পন্টিংয়ের সেরা জয়

চাহাল অবশ্য গুরুত্ব দিচ্ছেন টিমগেমকেই। যুক্তি, দলগত প্রয়াসের ফল এই জয়। ১১১ রানে গুটিয়ে গিয়েও ভেঙে পড়েনি। বিশ্বাস ছিল, পাওয়ার প্লে-তে ২-৩টি উইকেট চলে এলে জয়ের রাস্তা খোলা থাকবে। প্রথম বলেই টার্ন মেলার পর বুঝে গিয়েছিলেন দিনটা তাঁর হতে চলেছে। শ্রেয়সকে বলে স্লিপে ফিল্ডার রাখেন। বাকিটা সবার সামনে। আরও জানান, নিজের ওপর সবসময় বিশ্বাস রেখেছিলেন। তারই প্রতিফলন বাইশ গজে।

১১২ রানের লক্ষ্যে কেকেআর একসময় ৭.৩ ওভারে ৬২/২ ছিল। কিন্তু সেখান থেকেই ৩৩ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে ৯৫-তে বান্ডিল আজিঙ্কা রাহানের দল! ইতিহাস বলছে, এত কম রানের পুঁজি নিয়ে আইপিএলে কোনও দল জেতেনি। দুরন্ত যে জয়ে প্রত্যাশিতভাবে উচ্ছ্বাসে মাতলেন পাঞ্জাব মালকিন প্রীতি জিন্টা। চাহাল, শ্রেয়সদের সঙ্গে মাঠেই সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন। জড়িয়ে ধরেন অবিশ্বাস্য জয়ের নায়কদের। প্রীতির কথায়, এটা শুধু জয় নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি।

হেড কোচ রিকি পন্টিং প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন চাহালকে। জানান, চাহালকে নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। দুর্দান্ত পারফরমেন্স। ম্যাচের আগে ফিটনেস টেস্ট নাকি দিতে হয়েছিল। আগের ম্যাচেই কাঁধে চোট পান। খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। চাহালের সঙ্গে কথাও বলেন। জানেন, মাঠে নামতে প্রস্তুত। শেষপর্যন্ত চাহালের সেই কাঁধে ভর দিয়ে স্বপ্নের জয়।

পন্টিংয়ের মতে, ম্যাচটা যদি হেরেও যেতেন, তাহলেও গর্ববোধ করতেন বোলারদের লড়াইয়ের জন্য। তবে মানছেন ব্যাটিং খারাপ হয়েছে। উন্নতি করতে হবে। কিন্তু সেই ব্যর্থতা ঢেকে দিয়ে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন। পন্টিং বলেছেন, '১১১ পুঁজি নিয়ে জয়, কেউ ভাবেনি পাঞ্জাব জিতবে। কোচ হিসেবে আমার কেরিয়ারের সেরা ম্যাচ, সেরা জয়। হার্টবিট এখনও কমেনি। ৫০-৫১ বছর বয়সে এই ধরনের উত্তেজক ম্যাচের চাপ নেওয়া কঠিন।'

কলকাতা নাইট রাইডার্সকে হারানোর পর হোটেলে জোশ ইনগ্লিস, জাভিয়ের বার্টলেটকে নিয়ে কেক কেটে সেলিব্রেশন যুযবেন্দ্র চাহালের।

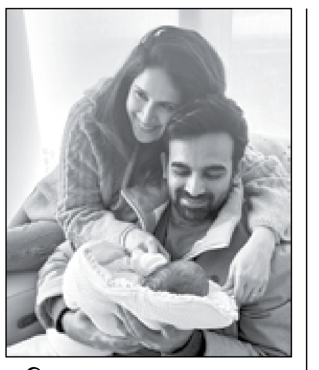

বিয়ের ৮ বছর পর পুত্রসন্তানের বাবা হলেন জাহির খান। ভারতীয় দলের প্রাক্তন পেসারের স্ত্রী সাগরিকা ঘাটগে প্রথম সন্তানের জন্ম দেন। নবজাতকের নাম রাখা হয়েছে ফতেহসিং খান। পুত্রকে ঈশ্বরের দান আখ্যা দিয়ে সমাজমাধ্যমে নবজাতকের ছবি পোস্ট করেছেন জাহির-সাগরিকা।

প্রতারণার অভিযোগ মারাদোনার মেয়ের

বুয়েনস আয়ার্স, ১৬ এপ্রিল : 'চিকিৎসকদের গাফিলতির' কারণেই মৃত্যু ঘটেছে দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনার। এমনই ভয়ংকর অভিযোগ আনলেন প্রাক্তন বিশ্বজয়ীর বড় মেয়ে দালমা মারাদোনা। আরও দাবি, ডাক্তাররা মারাদোনা পরিবারের সঙ্গে 'প্রতারণা' করেছেন। ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর মৃত্যু হয় মারাদোনার। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে সাত ডাক্তারের বিরুদ্ধে চলছে মামলা। সেখানেই সাক্ষ্য দিতে গিয়ে দালমা বলেছেন, 'ওরা (ডাক্তাররা) কথা দিয়েছিল বাড়িতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। ২৪ ঘণ্টা নার্সরা দেখাশোনা করবেন। কিন্তু সেটা হয়নি। ওরা আমাদের ঠকিয়েছে।' যেখানে চিকিৎসা চলছিল সেই ঘরেরও অবস্থা ঠিক ছিল না। দালমার মন্তব্য, 'ঘরে প্রস্রাবের গন্ধ আসছিল। বিছানার অবস্থাও ছিল জঘন্য।' মারাদোনা-কন্যার আফসোস, 'বাবার কথা রোজ মনে পড়ে। এটা ভেবেই সবচেয়ে কষ্ট হয় যে ডাক্তাররা তৎপর হলে এই ঘটনা এড়ানো যেত।'

হিটম্যানের নামে স্ট্যান্ড ওয়াংখেড়েতে

সিডনি টেস্ট বিতর্কের 'রহস্য' ফাঁস রোহিতের

মুম্বই, ১৬ এপ্রিল : খেলছেন আইপিএল। মনের মধ্যে এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে শেষ ডিসেম্বর-জানুয়ারির অস্ট্রেলিয়া সফর। একই সঙ্গে রোহিত শর্মার মননে রয়েছে আগামী জুন মাসের ইংল্যান্ড সফরও।

আগামী জুন মাসে টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফর রয়েছে। সেই সফরে পাঁচ টেস্টের সিরিজে রোহিত ভারত অধিনায়ক হিসেবে যাবেন কি না, বিলেতে গেলেও পুরো সিরিজে তিনি খেলবেন কি না, এখনও অজানা দুনিয়ার। হিটম্যান নিজে ইংল্যান্ড সফর নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি। সূত্রের খবর, জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের সঙ্গে তাঁর আলোচনা চলছে ইংল্যান্ড সফর নিয়ে।

তার মধ্যেই আজ ভারত অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্কের সঙ্গে হাজির হয়েছিলেন এক পডকাস্টের অনুষ্ঠানে। সেখানে তিনি দুনিয়ার দরবারে প্রথমবার মুখ খুলেছেন শেষ ডিসেম্বর-জানুয়ারির অস্ট্রেলিয়া সফর নিয়ে। সেই সিরিজের শেষ টেস্ট ছিল সিডনিতে। আচমকাই সিডনি টেস্ট থেকে সরে দাঁড়ান। কেন সরে দাঁড়িয়েছিলেন হিটম্যান? আজ জবাব দিয়েছেন তিনি। সিডনি টেস্টে না খেলার রহস্য ফাঁস করে রোহিত আজ বলেছেন, 'সিডনি টেস্টের আগে আমি নিজের কাছে সৎ থাকতে চেয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, আমার সঠিকভাবে ব্যাটে-বলে হচ্ছে না। তাই আমার মনে হয়েছিল সিডনি টেস্ট থেকে সরে দাঁড়ানোই সঠিক হবে। দলের অনেকেই রানের মধ্যে ছিল না ওই সিরিজে।'

> আমি যখন কোচ গম্ভীর ও অজিতকে জানাই আমার পরিকল্পনার কথা, ওরা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। একমত হতে পারছিল না আমার সিদ্ধান্তে। আমাদের মধ্যে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে বিস্তর তর্কও হয়েছিল।
>
> **রোহিত শর্মা**

রোহিত যখন সিডনি টেস্ট থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তের কথা টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে জানান, স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর ও অস্ট্রেলিয়া সফরে দলের সঙ্গে থাকা জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকার। গম্ভীর-আগরকাররা কিছুতেই একমন হতে পারছিলেন না রোহিতের সিদ্ধান্ত নিয়ে। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের সেই অচলাবস্থার কথা জানিয়ে হিটম্যান আজ বলেছেন, 'সিদ্ধান্তটা সহজ ছিল না। পরে আমি যখন কোচ গম্ভীর ও অজিতকে জানাই আমার পরিকল্পনার কথা, ওরা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। একমত হতে পারছিল না আমার সিদ্ধান্তে। আমাদের মধ্যে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে বিস্তর তর্কও হয়েছিল।' শেষ পর্যন্ত রোহিত তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। ফলে সিডনি টেস্টে দলের সহ অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরাহ ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর সেই সিদ্ধান্তের পিছনে আরও একটি কারণ ছিল শুভমান গিল।

সিডনি টেস্টের ঠিক আগেই ছিল মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্ট। সেই টেস্টের প্রথম একাদশে জায়গা হয়নি শুভমানের। ভারত অধিনায়ক রোহিতের মনে হয়েছিল, সিডনিতে শুভমানের খেলা উচিত। সেই রহস্য ফাঁস করে রোহিত বলেছেন, 'মেলবোর্নে শুভমান খেলেনি। আমাদের মনে হয়েছিল, সিডনিতে ওর সুযোগ পাওয়া উচিত। সেই কারণেই ওকে সিডনিতে খেলানো হয়েছিল।' এদিকে, মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রোহিতের নামে স্ট্যান্ড করতে চলেছে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। গতকাল মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার এক বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই হিটম্যানের নামের স্ট্যান্ডের উদ্বোধন হবে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।

টানা অফফর্ম কাটাতে ব্যাটিং অস্ত্রে শান মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের রোহিত শর্মার।

আইপিএলে আজ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : মুম্বই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

বিজ্ঞাপনে একসঙ্গে মেসি-ধোনি

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : লিওনেল মেসি-মহেন্দ্র সিং ধোনি। ফুটবল এবং ক্রিকেটের দুই বিশ্বজয়ী অধিনায়ক ধরা দিলেন এক ফ্রেমে। সৌজন্যে এক জনপ্রিয় চিপস প্রস্তুতকারী সংস্থার বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে মেসি প্রথমে কয়েকবার বল জাগলিং করে পাস দেন ধোনিকে। সেই পাস ধরে তারপর ধোনি জাগলিং শুরু করেন। এবং দুইজনের হাতেই ধরা জনপ্রিয় ওই সংস্থার চিপসের প্যাকেট। যদিও বিজ্ঞাপনের জন্যে দুই মহাতারকা এক জায়গায় এসেছিলেন কি না তা বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত দুইজনের আলাদা ভিডিও একসঙ্গে এডিট করে জোড়া হয়েছে। তবে বিজ্ঞাপন প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই তা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সাড়া জাগিয়েছে দুই তারকার অগণিত ভক্তদের মধ্যে। অতীতে ক্রীড়া জগতের দুই মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও বিরাট কোহলিকেও এই ধরনের বিজ্ঞাপনে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল।

আইপিএলে গড়াপেটার আশঙ্কা, সক্রিয় বুকিরা

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : ব্যাট-বলের আকর্ষণীয় দ্বৈরথের মাঝে গড়াপেটার আশঙ্কা চলতি আইপিএলে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে এই মর্মে সম্ভাব্য গড়াপেটা নিয়ে দশ ফ্র্যাঞ্চাইজিকে সতর্ক করা হয়েছে। খবর, হায়দরাবাদের এক ব্যবসায়ী ক্রিকেটারদের নানা প্রলোভনে ফেলার চেষ্টা করছেন। খেলোয়াড়দের পাশাপাশি দলের কর্তাদের কাছাকাছি আসতে দামি উপহার দেওয়া, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের মতো পদক্ষেপ করছেন। কেউ যেন সেই প্রলোভনে পা না দেয়।

দশ দলকে নির্দেশিকা বোর্ডের

আইপিএলে অংশগ্রহণকারী দশ ফ্র্যাঞ্চাইজিকে এ ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশিকা পাঠিয়েছে বিসিসিআই। এহেন কোনও অবাঞ্ছিত ব্যক্তি যদি প্রলোভিত করার চেষ্টা করেন, বিষয়টি যেন তৎক্ষণাৎ বোর্ডের দুর্নীতি দমন শাখার গোচরে আনা হয়। দুর্নীতি দমন শাখাও বিষয়টির ওপর কড়া নজর রাখছে। দাবি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নাকি বিভিন্ন ম্যাচে মাঠে দেখা গিয়েছে।

সরাসরি না হলেও ঘুরপথে ক্রিকেটার, ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদের ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছেন। অতীতে গড়াপেটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন ওই ব্যক্তি। দামি সোনার উপহার পাঠাতেন। বোর্ডের দুর্নীতি দমন শাখার চোখ ফাঁকি দিতে এবার যা ঘুরিয়ে করার চেষ্টা করছেন। খবর, সরাসরি ক্রিকেটারদের বদলে তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে সখ্য বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। নিজেকে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের অনুরাগী দাবি করে উপঢৌকন পাঠাচ্ছেন। বাদ যাচ্ছে না কোচ, সাপোর্ট স্টাফদের আত্মীয়রাও!

হায়দরাবাদের তথাকথিত ব্যবসায়ীর সঙ্গে যুক্ত আছেন একাধিক ক্রিকেট বুকি। গড়াপেটা করতে পুরো নেটওয়ার্ক সক্রিয় রয়েছে। উনিশ-বিশে ২০১৩-র মতো ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ২০১৩ সালে গড়াপেটা কেলেঙ্কারি নিয়ে আইপিএলে ঝড় বয়ে যায়। চেন্নাই সুপার কিংস, রাজস্থান রয়্যালসকে ২ বছরের জন্য লিগ থেকে ছাঁটাই করা হয়। নির্বাসিত হন শান্তাকুমারন শ্রীসান্ত সহ একঝাঁক খেলোয়াড়।

পরবর্তী সময়ে গড়াপেটা আটকাতে দুর্নীতি দমন শাখাকে শক্তিশালী করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। গড়াপেটা, দুর্নীতি বিষয়ে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নেয় বোর্ড। দুর্নীতি দমন শাখার দাবি, চলতি আইপিএলে গড়াপেটা করতে তৎপর হায়দরাবাদের সংশ্লিষ্ট ওই ব্যবসায়ী। ইতিমধ্যে একাধিক ম্যাচে মাঠে দেখা গিয়েছে। তবে তদন্ত এবং নজরদারির জন্য ব্যবসায়ীর নাম গোপন রাখা হয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে সতর্ক করে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যেখানে খেলোয়াড়, ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে জড়িতদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, কী করা উচিত আর কী নয়। সতর্ক করা হয়েছে আইপিএলের ধারাভাষ্যকার টিমকেও।

বোর্ডের এক শীর্ষকর্তা দাবি করেছেন, 'আগুন না থাকলে ধোঁয়া বেরোবে না। সন্দেহজনক বেশ কিছু জিনিস ইতিমধ্যেই চিন্তায় ফেলছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তাই প্রথম থেকে বাড়তি তৎপরতা থাকছে।'

চিন্তা যেখানে

- ■ হায়দরাবাদের এক ব্যবসায়ী ক্রিকেটারদের নানা প্রলোভনে ফেলার চেষ্টা করছেন।
- ■ খেলোয়াড়দের পাশাপাশি দলের কর্তাদের কাছাকাছি আসতে দামি উপহার দেওয়া, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের মতো পদক্ষেপ করছেন।
- ■ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নাকি বিভিন্ন ম্যাচে মাঠে দেখা গিয়েছে।
- ■ সরাসরি না হলেও ঘুরপথে ক্রিকেটার, ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদের ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছেন।
- ■ অতীতে গড়াপেটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন ওই ব্যক্তি।

ওয়াংখেড়েতে বুমরাহ-অভিষেক দ্বৈরথ

মুম্বই, ১৬ এপ্রিল : শরীরে বাড়তি মেদ জমেছে।

খেলোয়াড় থেকে আপাতত কোচিংয়ে। তবে ব্যাট হাতে বোলারদের গ্যালারিতে পাঠানোর অভ্যাস এখনও হারিয়ে যায়নি। কায়রন পোলার্ড। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দীর্ঘকায় অলরাউন্ডারের যে ব্যাটিং তাণ্ডবের ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল।

চলতি লিগে মুম্বইয়ের ব্যাটিংয়ের যা হাল, তাতে পোলার্ডকে নামানোর দাবি উঠলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সমর্থকরা তাকিয়ে জসপ্রীত বুমরাহর দ্রুত ছন্দে ফেরার দিকেও। রোহিত শর্মাই বা কবে রান পাবেন? সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে আগামীকাল এমনই একঝাঁক প্রশ্নের মুখে মুম্বই থিংকট্যাংক। প্রশ্ন অনেক, কিন্তু উত্তর এখনও পরিষ্কার নয়।

দিল্লির বিরুদ্ধে উত্তেজক জয় কিছুটা স্বস্তি দিলেও মুম্বইয়ের সমস্যা অনেক গভীরে। ৬ ম্যাচে মাত্র দুইটি জয়। প্লে-অফের দৌড় থেকে ক্রমশ দূরে সরছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। প্রতিপক্ষ সানরাইজার্সও একই নৌকোয় সওয়ারি। হাফডজন ম্যাচের চারটিতেই হার। পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে অভিষেক শর্মার ৫৫ বলে ১৪১ অক্সিজেন জুগিয়েছে। তবে লড়াইয়ে ফিরতে এরকম আরও কিছু ইনিংস প্রয়োজন।

হায়দরাবাদের শক্তি তাদের বিস্ফোরক ব্যাটিং ব্রিগেড। যদিও প্রথম ম্যাচে ঈশান কিষানের শতরানে ওঠা ঝড় এবং গত ম্যাচে পাঞ্জাব বধে অভিষেক-সুনামিটুকু সরিয়ে রাখলে ব্যাটিং মাথাব্যথার কারণ। জসপ্রীত-ট্রেন্ট বোল্টরা ব্যর্থতা ঝেড়ে যা কাজে লাগাতে চাইবেন। মজা করে কেউ কেউ 'শর্মাজি কা বেটা'-র দ্বৈরথও বলছেন। একজন রোহিত, অপরজন অভিষেক।

টানা ব্যর্থ রোহিত (০, ৮, ১৩, ১৭, ১৮) কি রানে ফিরবেন? ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নিজের নামে স্ট্যান্ড হতে চলেছে। যে সম্মানের মর্যাদাটা বাইশ গজে রাখার সঙ্গে সমর্থক, দলের চাহিদা মেটানোর তাগিদ। দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে ডাগআউটে বসে মগজাস্ত্রের কামাল দেখিয়েছেন। তাৎক্ষণিক চালে কঠিন পরিস্থিতি বদলে দিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন। তবে শুধু মগজাস্ত্র নয়, দল তাকিয়ে পাওয়ার প্লে-তে হিটম্যানের বিগহিটের দিকে।

তিলক ভার্মা রান পেয়েছেন আগের ম্যাচে। সূর্যকুমার যাদবের থেকে বড় ইনিংস প্রাপ্য রয়েছে। প্যাট কামিন্স, মহম্মদ সামি, হর্ষল প্যাটেলদের বিরুদ্ধে সূর্য যে দাবি মেটাতে পারলে মুম্বই ব্যাটিংয়ের অনেক সমস্যা মিটবে। ওয়াংখেড়ের দ্বৈরথে এমনই একঝাঁক দল, ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার হিসেব মেলানোর ম্যাচ। কে বা কারা মেলাতে পারেন, সেটাই দেখার।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছেন অভিষেক শর্মা।

হেরেও সেমিফাইনালে বার্সেলোনা

ডর্টমুন্ড ও বার্মিংহাম, ১৬ এপ্রিল : প্রথম লেগে চার গোলে জয়। ভাবাও যায়নি সেই বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের কাছেই ফিরতি লেগে তিন গোল হজম করে হারতে হবে বার্সেলোনাকে। যদিও দুই পর্ব মিলিয়ে ৫-৩ গোলে জিতে সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করল কাতালান জায়েন্টরাই। আরেকদিকে অ্যাস্টন ভিলার কাছে হেরে শেষ চারের ছাড়পত্র পেল প্যারিস সাঁ জাঁ-ও।

সিগন্যাল ইদুনা পার্কে ডর্টমুন্ড যে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়বে না, তা জানাই ছিল। হলও তাই। বার্সেলোনাকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দিল জার্মান ক্লাবটি। ১১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে প্রথম গোল সেরহৌউ গুইরেসির। দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ায় ফের বল জালে পাঠান তিনি। এই সময়টায় রীতিমতো চাপে পড়ে গিয়েছিল হ্যান্সি ফ্লিকের দল। তখনই আত্মঘাতী গোলে ছন্দপতন ডর্টমুন্ডের। ৭৬ মিনিটে গুইরেসি তিন নম্বর গোলটি করলেও ম্যাচের শেষভাগটা রক্ষণাত্মক খেলে হাসিমুখে মাঠ ছাড়ে বার্সা। ম্যাচ শেষে বার্সা কোচ ফ্লিক বলেছেন, 'ডর্টমুন্ড আমাদের জন্য কাজ কঠিন করে দিয়েছিল। তবে দিনের শেষে আমরা সেমিতে এটাই স্বস্তির। মাথায় রাখতে হবে, সামনে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে।'

ফলাফল

বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ৩-১ বার্সেলোনা
(দুই লেগ মিলিয়ে বার্সেলোনা জয়ী ৫-৩ গোলে)

অ্যাস্টন ভিলা ৩-২ প্যারিস সাঁ জাঁ
(দুই লেগ মিলিয়ে প্যারিস জয়ী ৫-৪ গোলে)

আরেকদিকে স্বপ্নের কামব্যাকেও সেমিফাইনালে খেলার স্বপ্ন অধরা থেকে গেল অ্যাস্টন ভিলার। পিএসজি-কে ৩-২ গোলে হারালেও দুই পর্ব মিলে ৫-৪ ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় সেমিফাইনালের টিকিট পেল প্যারিসের ক্লাবটি। আচরাফ হাকিমি এবং নুনো মেন্ডেজের গোলে শুরুতে এগিয়ে গিয়েছিল পিএসজি। বিরতির আগে একটি গোল শোধ করে ভিলা। দ্বিতীয়ার্ধে দুই মিনিটের ব্যবধানে আরও দুইটি গোল। আর এক গোল করলেই ম্যাচ গড়াত অতিরিক্ত সময়ে। তবে তা হতে দেননি পিএসজি গোলরক্ষক জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মা।

কোনওমতে শেষ চারে পিএসজি

সেমিফাইনাল নিশ্চিত হওয়ার পর উল্লাস রবার্ট লেওয়ানডস্কির।

অর্ধশতরান হাতছাড়া বাংলার অভিষেকের

দিল্লি ক্যাপিটালস-১৮৮/৫
রাজস্থান রয়্যালস-১৪৪/২ (১৬ ওভার পর্যন্ত)

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : পাওয়ার প্লে-তে ঝোড়ো শুরু। তারপর উইকেট খুইয়ে রানের গতি কমে যাওয়া। চলতি আইপিএলে বেশিরভাগ ম্যাচেই দেখা যাচ্ছে এই ছবি। বুধবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামেও কাহিনির বদল হল না। প্রথম ৩ ওভারে ৩৪ রান তুলেও রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে দিল্লি ক্যাপিটালস থামল ১৮৮/৫ স্কোরে।

বুধবার শুরুতে ঝড় তুললেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য অভিষেক পোড়েল (৪৯)। তুষার দেশপাণ্ডের দ্বিতীয় ওভারে তিনি ২৩ রান নিলেন। তারপরই ম্যাচে ফিরল রাজস্থান। ৩৪ রানে তারা দিল্লির ২ উইকেট তুলে নেয়। প্রথমে জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক (৯) যশস্বী জয়সওয়ালের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন জোফ্রা আর্চারের (৩২/২) বলে। পরের ওভারে খাতা খোলার আগেই সাজঘরের রাস্তা দেখেন 'কামব্যাক কিং' করুণ নায়ার। তিনি ফেরেন অভিষেকের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হয়ে। তারপর অভিষেককে সঙ্গে নিয়ে খেলা ধরেন অধিনায়ক লোকেশ রাহুল (৩৮)। অভিষেক-রাহুল জুটিতে স্কোরবোর্ডে ওঠে ৬৩ রান। শেষের দিকে ঝোড়ো ইনিংস ট্রিস্টান স্টাবস (৩৪) ও অক্ষর প্যাটেল (৩৪) লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছে দেন দিল্লিকে। রানতাড়ায় নেমে শুরুটা ভালোই করেছে রাজস্থান রয়্যালস। ৩১ রানের মাথায় পাঁজরে চোট পেয়ে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে মাঠ ছাড়েন সঞ্জু স্যামসন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৬ ওভারে রাজস্থানের স্কোর ১৪৪/২। ক্রিজে নীতীশ রানা (৪৫) ও ধ্রুব জুরেল (৫)। যশস্বী জয়সওয়াল ফিরে যান ৫১ রানে।

মারমুখি মেজাজে দিল্লি ক্যাপিটালসের অভিষেক পোড়েল। বুধবার।

ইস্টবেঙ্গল থেকে ক্লেইটন বিদায়

এই ছবি পোস্ট করে ক্লেইটন সিলভাকে বিদায় জানাল ইস্টবেঙ্গল। বুধবার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : গতবার ইস্টবেঙ্গলের সুপার কাপ জয়ের নায়ক। এবার সুপার কাপ শুরুর চারদিন আগেই সেই ক্লেইটন সিলভাকে ছেঁটে ফেলল লাল-হলুদ।

কোচ অস্কার ব্রুজোঁর সঙ্গে সংঘাত দিন দিন বাড়ছিল। এমনিতেই স্প্যানিশ কোচের পছন্দের তালিকায় ক্লেইটনের নাম কখনওই ছিল না। আগামী মরশুমে লাল-হলুদের পরিকল্পনাতেও ছিলেন না ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার। ফলে ইস্টবেঙ্গল থেকে তাঁকে বিদায় নিতে হতই। তবে শেষটা যে এভাবে হবে তা একেবারেই অনুমেয় ছিল না।

নববর্ষের সকালে কোচের সঙ্গে বিবাদের পরই ক্লেইটনকে অনুশীলনে আসতে বারণ করে দেওয়া হয়। বুধবার বিকেলে কেবল সতীর্থদের সঙ্গে দেখা করতে মাঠে এসেছিলেন তিনি। দেখা করে, দলের প্রস্তুতি শুরুর আগেই হোটেলের পথ ধরেন। এমনকি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এতটাই তলানিতে ঠেকেছে যে ফেরার সময় গাড়ির ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দেওয়া হয়নি। ক্লেইটন নিজেই ক্যাব ডেকে হোটেলে ফেরেন। মাঠ ছাড়ার সময়ই ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার বলে গিয়েছিলেন, 'সুপার কাপ খেলতে যাচ্ছি না। ইস্টবেঙ্গলে আমার দিন শেষ।' তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ম্যানেজমেন্টের তরফে সরকারিভাবে ক্লেইটনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়।

আসলে ইস্টবেঙ্গলও আর অশান্তি বয়ে বেড়াতে চাইছিল না। তাই জানিয়ে দেওয়া হয়, 'পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে ক্লেইটনের সঙ্গে সম্পর্কে ইতি টানছে ইস্টবেঙ্গল।' এই প্রসঙ্গে ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেছেন, 'ক্লেইটনের এমনিতেই চোট রয়েছে। পারফর্ম করতে ব্যর্থ। কোচ যেভাবে চাইছেন ব্যবহার করতে পারছেন না। এতে ক্লাবও সমস্যায় পড়ছিল। একটা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছিল। সেই জায়গা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা দুই পক্ষের জন্যই ভালো হল।'

ফলে পরিস্থিতি যা দাঁড়াল আসন্ন সুপার কাপে পাঁচ বিদেশি নিয়ে খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। সুযোগ থাকলেও ছয় বিদেশি ব্যবহার করতে পারবেন না অস্কার। এরইমধ্যে আবার বুধবার প্রস্তুতিতে ছিলেন না সাউল ক্রেসপো। মাঠে এলেও অনুশীলন শুরুর আগেই তিনি ফিরে যান। জানা গিয়েছে তাঁর হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট রয়েছে। বৃহস্পতিবার স্ক্যানের রিপোর্ট আসার পর জানা যাবে সুপার কাপে শুরু থেকে তিনি খেলতে পারবেন কি না। এদিকে দলের ফিজিও সেনান আলভারেজকেও ছাঁটাই করল ইস্টবেঙ্গল। কার্লোস কোয়াদ্রাতের সময় থেকেই লাল-হলুদে ছিলেন তিনি।

সুপার কাপে দায়িত্বে বাস্তব রায়

আজ প্রস্তুতি শুরু মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার বাস্তব রায়ের তত্ত্বাবধানে সুপার কাপের প্রস্তুতি শুরু করছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ভুবনেশ্বরের বাঙালি কোচের প্রশিক্ষণেই খেলবে সবুজ-মেরুন।

সুপার কাপে সিনিয়ার দল পাঠাচ্ছে না মোহনবাগান। বিদেশিদের মধ্যে আপাতত একমাত্র নুনো রিজ থাকছেন। এছাড়া সিনিয়ার দল থেকে দীপেন্দু বিশ্বাস, আশিক কুরুনিয়ান সহ কয়েকজন থাকছেন বাকি ডেভেলপমেন্ট লিগে খেলা তামাং দোরজি পাসাং, সেরতোরা খেলবেন। এদিকে চার্চিল ব্রাদার্স সুপার কাপ থেকে দল তুলে নেওয়ার কথা জানালেও ফেডারেশন মোহনবাগানকে এখনও কিছু জানায়নি। ফলে ২০ তারিখ প্রথম ম্যাচ খেলতে হবে সেই ধরেই এগোচ্ছে সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট।

TENDER

Sealed Tenders are invited vide e-NIT no-12/ENIT/SAL-II/2025 to 16/ENIT/SAL-IIGP/2025, for Diff. civil works under 15th FC fund & 5th SFC. Last date is 19/04/25. Details in **www.wbtenders.gov.in** website

Sd/- Pradhan
Salkumar-II GP

স্মৃতির উদ্দেশে

স্বর্গীয় পূর্ণিমা রায়

যাওয়া : ১৭/০৪/২০২০

ব্যথিত হৃদয়ে তোমার যাওয়ার পঞ্চম বার্ষিকী স্মরণ করি। যেখানে আছো ভালো থেকো।

রায় পরিবার, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি চান ভিকুনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : বিরল কৃতিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে কিবু ভিকুনা। ইতিমধ্যে কোচ হিসেবে আই লিগ এবং আই লিগ তৃতীয় ডিভিশন খেতাব জিতেছেন তিনি। আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশন জেতা থেকে মাত্র ১ পয়েন্ট দূরে দাঁড়িয়ে তার দল। শনিবার চানমারি এফসি-র বিরুদ্ধে ১ পয়েন্ট পেলে আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে ডায়মন্ড হারবার এফসি। সেইসঙ্গে আই লিগের তিনটি ডিভিশনের খেতাব জয়ের বিরল কৃতিত্ব অর্জন করবেন তিনি। যদিও এইসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না স্প্যানিশ কোচ। বুধবার ডায়মন্ডের অনুশীলনের পর উত্তরবঙ্গ সংবাদকে একান্তে বলেছেন, 'আমি সবসময় ভারতীয় ফুটবলকে সাহায্য করতে চাই। ভারতীয় খেলোয়াড়দের উন্নতিতে ভূমিকা রাখতে চাই।' চলতি মরশুমে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলছে ডায়মন্ড হারবার। আই লিগ তৃতীয় ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা। দ্বিতীয় ডিভিশনেও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে। দলের এই দুরন্ত পারফরমেন্সের কারণ হিসেবে কিবু বলেন, 'কঠোর পরিশ্রমই সাফল্যের মূল রহস্য। আমরা সবাই মরশুমের শুরু থেকে পরিশ্রম করেছি। তার ফল এখন পাচ্ছি।'

জাতীয় মিটে ৩

আলিপুরদুয়ার, ১৬ এপ্রিল : হিমাচল প্রদেশের ধরমশালায় জাতীয় মাস্টার্স মিট ২০ এপ্রিল শুরু হবে। প্রতিযোগিতায় অ্যাথলেটিক্সে রাজ্য দলের হয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার তিনজন অংশ নেবেন। তাঁরা হলেন অসীম বিশ্বাস (৬০ উর্ধ বিভাগ), সংহিতা বিশ্বাস (৫৫ উর্ধ বিভাগ) ও সঞ্জয় নার্জিনারি (৫০ ঊর্ধ্ব বিভাগ)।

উত্তরের খেলা

নীলাঞ্জনের ৪৪

আলিপুরদুয়ার, ১৬ এপ্রিল : প্রোগ্রেসিভ সিটিজেন সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে এবং উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় প্রোগ্রেসিভ কিডস কাপ অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে প্লেয়ার্স ইলেভেন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৩৭ রানে বিবি মেমোরিয়াল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। ডিআরএম মাঠে প্লেয়ার্স টসে জিতে ১৮ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৪ রান তোলে। ম্যাচের সেরা নীলাঞ্জন সরকার ৪৪ রান করেন। সুমিত বর্মন ৩২ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে বি বি ১৮ ওভারে ৭ উইকেটে ৯৭ রানে আটকে যায়। স্বরূপ শর্মা ২৯ রান করে।

অন্য ম্যাচে আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৮ রানে উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। ডুয়ার্স ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৬ রান তোলে। আইনস্টাইন নার্জিনারি ২৯ রান করে। দেব বাসফোর ২৫ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে উদয়ন ১৯.১ ওভারে ৯ উইকেটে ১০৮ রানে আটকে যায়। জেনিথ সাহা ২০ রান করে। নীলাঞ্জন সরকার ৮ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট।

ফাইনালে মর্নিং

আলিপুরদুয়ার, ১৬ এপ্রিল : নবীন ক্লাবের নবীন ক্লাব প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল প্যারেড গ্রাউন্ড মর্নিং ইউনিট। বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ২৫ রানে লোহারপুল ইউনিটকে হারিয়েছে। ভোলারডাবরি এলাকায় প্যারেড ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা দেবীপ্রসাদ রায় ৫৯ রান করেন। সায়ন দেব ২৫ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে লোহারপুল ১০ ওভারে ৭ উইকেটে ১০৬ রানে আটকে যায়। শুভ সরকার ৫৭ রান করেন। শান্তনু অধিকারী ২৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। সোমবার প্রথম সেমিফাইনালে সুপার কিংস ৩ রানে হারিয়েছে বিপি রাইডার্সের বিরুদ্ধে জয় পায়। শুক্রবার ফাইনাল।

বিজুর শতরান

কামাখ্যাগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে বুধবার ২০১০ ব্যাচ ১০ উইকেটে ২০২২ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০২২ ব্যাচ প্রথমে ১২ ওভারে ৭ উইকেটে ১০৬ রান তোলে। অভিষেক বিশ্বাস ২৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সুদীপ্ত বিশ্বাস (২৭/৩)। জবাবে ২০১০ ব্যাচ ৬.৪ ওভারে বিনা উইকেটে ১৯৮ রান তুলে নেয়। বিজু দেবনাথ ১০১ রানে অপরাজিত ছিলেন।

রাজ্য যোগায় ৪৬

আলিপুরদুয়ার, ১৬ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের দুইদিনের রাজ্য যোগাসন শিলিগুড়ির ইনডোর স্টেডিয়ামে ১৯ এপ্রিল শুরু হবে। প্রতিযোগিতায় আলিপুরদুয়ারের ৪৬ জন অংশ নেবেন। দল ১৮ এপ্রিল রওনা হবে।

STAR HOSPITAL
SILIGURI STAR HOSPITAL
MULTISPECIALTY HOSPITAL
গ্যাসট্রিক, বুকজ্বালা, বা লিভারের সমস্যা?
আধুনিকতম সমাধান এখন স্টার হসপিটালে!
আজই যোগাযোগ করুন
আমাদের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিশেষজ্ঞের সাথে।
ডাঃ মনীশ কুমার মিশ্র
MD. DM (Gastro) Gold Medalist
সিনিয়র কনসালটেন্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট
চিকিৎসা পরিষেবা:
■ লিভারের সমস্যা
■ প্যানক্রিয়াসের সমস্যা
■ এন্ডোস্কপি ও কোলনোস্কপি
■ ই আর সি পি
দিন-রাত পরিষেবা পাওয়া যায়
CALL FOR APPOINTMENT
1800 123 8044
800 100 6060
starhospitalslg@gmail.com
www.starhospitalslg.com
Tinbatti More (Asian Highway-2), Siliguri - 734005

LOVED IN 100 COUNTRIES
BAJAJ
THE WORLD'S FAVOURITE INDIAN
2 CRORE
pulsar CELEBRATION
SPECIAL CELEBRATION PRICES
SAVE UP TO ₹ 7333/-*
পালসার, ভারতের 1 নং স্পোর্টস মোটরসাইকেল ব্র্যান্ড 2 কোটি ছুঁলো আর তা উদযাপন করার ভার নিলাম আমরা! কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমাদের গ্রাহকরা পাচ্ছেন অভূতপূর্ব সব বিশেষ উপহার। আসুন, যোগ দিন পালসারম্যানিয়্যাকদের দলে।
Ogilvy BEN
ডাউন-পেমেন্ট শুরু হয় ₹5 314/-

	125 NEON	125 CARBON FIBRE	N160 TWIN DISC	N160 USD
সাশ্রয়	₹1 312/-	₹2 000/-		₹5 754/-
বিশেষ প্রাইস (সংরক্ষণ করার পরে)	₹84 493/-	₹91 802/-	₹1 22 722/-	₹1 36 992/-

*এক্স-শোরুম দাম
pulsar
DEFINITELY DARING
72198 21111 | BAJAJ SECURE | BAJAJ CREDIT
*নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য। *এক্স-শো রুম দাম উল্লেখিত পালসার আর প্লাটিনা ভেরিয়েন্টের জন্য। উল্লেখিত পালসার ভেরিয়েন্টের দাম সংশোধন বনাম এক্স-শো রুম দাম 31শে মার্চ 2025 অনুযায়ী। *পালসার 125 নিয়নের জন্য ডাউন-পেমেন্ট হলো মার্জিন মানি। মার্জিন মানিতে DCC চার্জ, প্রসেসিং ফি, অন্যান্য চার্জ বাদ দেওয়া হয়েছে এবং এটি ক্রেডিট প্যারামিটার পূরণের উপর ভিত্তি করে। যেকোনও একটি বা সবকটি অফার বিনা বিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যাহার করে নেবার অধিকার বাজাজ অটোর আছে। এই স্টান্টগুলি দক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা, পেশাদার তত্ত্বাবধানে, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবদ্ধ পরিবেশে, সাধারণ জনতা ও জন চলাচলের রাস্তা থেকে দূরে সম্পাদন করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে এইসব স্টান্ট নকল করতে যাবেন না এবং সর্বদা পথ নিরাপত্তামূলক বিধিসমূহ পালন করে চলুন। AMC পাওয়া যাবে কিছু বিশেষ মডেলে এবং কিছু বিশেষ রাজ্যে। বিশদ জানতে বাজাজ ডিলারের কাছে খোঁজ নিন। পথকালীন সহায়তা তৃতীয় পক্ষ দ্বারা সরবরাহিত এবং তাদের নিয়ম ও শর্তাবলি সাপেক্ষ।
Authorised Dealers for BAJAJ Auto Ltd.: • **Siliguri Burdwan Road** SILIGURI BAJAJ: 9933491111, 7098689004 •**Siliguri Sevoke Road** SILIGURI BAJAJ: 8101637447, 8170062879, • **Jalpaiguri** SILIGURI BAJAJ 9800484333, 9832015373 **Alipurduar** SILIGURI BAJAJ 9832407999• **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Mangalbari** PLANET BAJAJ: 9679997998• **Balurghat** PLANET BAJAJ: 9733310021 • **Cooch Behar** BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050491/92/93 •**Raiganj** BAJAJ WHEELS 8391890763 •**Kaliyagnaj** BAJAJ WHEELS 9382830461 • Tungidighi BAJAJ WHEELS 9547525283 • Karandighi BAJAJ WHEELS 8509047694 •**Sahapur** BAJAJ WHEELS 9593825338 •**Baidara** BAJAJ WHEELS 9733715747.